আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ও

কেবলমাত্র মন্ত্রঅংশ সঙ্কলিত।

(মন্ত্র অংশের বিশদ বিবৃতি গ্রন্থকারের নিজস্ব)

প্রকাশক :—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

সাং সালেপুর, পোঃ আঃ বারুইপুর,

জেলা ২৪ পরগণা।

খৃষ্টাব্দ ১৯৩৬, সন ১৩৪৩ সাল।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ও জীবনবীমা-বিশেষজ্ঞ।

সাং সালেপুর, পোঃ আঃ বারুইপুর,
জেলা ২৪ পরগণা।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ নিউ শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

বক্তব্য

কয়েকটী অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক সম্পূর্ণ শেষ না করিতেই পূর্ব্বে ইহার "প্রথম ভাগ" নাম দিয়া বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তজ্জন্য পূর্ব্ব নিবেদনে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত "প্রথম ভাগে" প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই।

পূর্ব্বাপর কোন চিন্তা না করিয়া—জীবনের পথে লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া যে ব্যক্তি বৃথা সময় ক্ষেপ করে, ঝড়ের কুটার মত তাহাকে এলোমেলো ভাবেই ঘুরিতে ফিরিতে হয়,—এবং পরিশেষে এরূপ ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ বা বানচাল হইয়া যায়। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় যে বংশ, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায় বা যে জাতি প্রথম হইতেই লক্ষ্য স্থির না করিয়া অগ্রসর হয় সেই বংশ, সেই শ্রেণী, সেই সম্প্রদায় এবং সেই জাতির ভবিষ্যৎ ও বানচাল হইয়া থাকে। সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক স্তরের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলে ইহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইবে।

যে ব্যক্তির মন সদা ক্রিয়াশীল, সেই ব্যক্তিই জীবনে বহু ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন; সেইরূপ আমরা যদি আমাদের বংশ, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতীয় বা সমাজ জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিবার বাসনা করি তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের সমাজ মনকে সবল—সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। হিন্দু জাতি বলিতে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী-গণকে বুঝায় না। শব্দরূপ ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ যেমন নিজের শক্তিতে স্থির, দৃঢ়, এবং অটল বিশ্বাস রাখেন, সেইরূপ হিন্দু জাতির প্রত্যেক শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতি অর্থাৎ প্রত্যেক স্তর যে দিন শব্দরূপ ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে সক্ষম হইবেন (সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধাবাদীগণের উপর নির্ভর না করিয়া), সেই দিন হইতেই সকলেই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইবেন। কেবল মাত্র সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইতে থাকিলে আমাদের কোন বংশ, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতিরই ভবিষ্যৎ আশা ভরসা কিছুই থাকিবে না।

সুবিধাবাদীগণ সমাজ মনকে কিরূপ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন, সমাজ মনকে কি প্রকারে স্থায়ী ভাবে পঙ্গু করিয়া রাখিবার চেষ্টায় রত থাকিয়া সামাজিক, নৈতিক, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রভৃতি

জীবনের নানা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তরলতা বৃদ্ধি করিতেছেন, কি উপায়ে এই শতধা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাতির মধ্যে দরদ, সহানুভূতি, একতা প্রভৃতির সঞ্চার হইতে পারে, এবং অন্যান্য আরও বহু বিষয় বুঝাইবার যথাসাধ্য প্রয়াস্ পাইয়াছি।

আমাদের মধ্যে অনেকে কথায় কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (জড় বিজ্ঞান) প্রভৃতির দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আমাদিগকে নাস্তিক বা জড়বাদী না করিয়া আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত করিতে সহায়তা করিতেছে। সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারিব যে এই জড় বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই ঋষি মহর্ষিগণ আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদনের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড় জগতের মূলে আর জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না,—একমাত্র শক্তিকেই তাঁহারা সকল সৃষ্টির মূল বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন এবং পরকালের মঙ্গল কামনা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইহকালসর্ব্বস্ব জড়বাদী হইতে হইবে।

আমার বক্তব্য সম্বন্ধে সকলের নিকট হইতেই সরল অন্তঃকরণে তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব জানিতে ইচ্ছা করি।

দ্বিতীয় ভাগ বাহির করিবার সময় অনেকেই উৎসাহিত করিয়াছেন। পরিশেষে বক্তব্য যে জনৈক মহাপ্রাণ অভিন্ন

হৃদয় বন্ধু (যাঁহাকে পরম আত্মীয় তুল্য বলিয়াই বিবেচনা করি এবং যিনি অধিক বয়স্ক না হইলেও পিতার ন্যায় বিশ্বাস ভাজন) মধ্যে মধ্যে কাগজাদির দ্বারা সাহায্য না করিলে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। তাঁহার নাম ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম, সময় পাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার নাম প্রকাশ করিব। ইতি—

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথমেই প্রশ্ন করিব আমাদের পরাজয় কোন্ খানে? অনেকে বলিবেন পানিপথ এবং পলাশীর যুদ্ধে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আমাদের পরাজয়—আমাদের (জনসাধারণের) আত্মবিস্মৃতির, আত্ম-অবমাননার, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্মবিদ্বেষের ও ছিন্নমস্তাবৃত্তির। আমাদের সেই পরাজয়কে শব্দরূপ জ্ঞানবীর্য্যের দ্বারা জয় করিতে হইবে।

শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই সমগ্র পৃথিবীর মানব-জাতির মধ্যে অশান্তির তীব্র বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম। শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষার প্রভাবে ধনি, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানব সমশক্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠে, তজ্জন্য এই বিদ্যার অবাধ প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জাগরণ এবং সম্প্রসারণ হইয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপিত হইবে।

অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রতীচ্য যতই সূক্ষ্ম ও দূর দৃষ্টি লাভ করুন, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে যতই উন্নত

হউন, ভীষণ মারণাস্ত্রের যতই আবিষ্কার করুন, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার তুল্য সূক্ষ্ম এবং দূর দৃষ্টি লাভের, (ইহার তুল্য চক্ষু আর নাই, ইহাই তৃতীয় নেত্র), উন্নত হওনের বা আভিচারিক ক্রিয়ার পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা ইহকাল এবং পরকালের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই বিদ্যা শিক্ষা প্রভাবে শক্তি সঞ্চয় হেতু যে জন্ম হয় সেই জন্মই সত্য. সে জন্মের পর আর জরামরণ নাই। তজ্জন্য মানবের তৃতীয় নেত্র লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা—শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা। সে সকল মূল ভিত্তির উপর হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে এই তত্ত্বই (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই) সর্ব্ব প্রধান। এই তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে পারেন না।

শব্দরূপ ব্রহ্মের কি অসাধারণ ক্ষমতা নিম্ন বর্ণিত উদাহরণ হইতে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন ঃ—আন্দাজ ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের জনৈক ভেরাগেট্ নামীয় ডাক্তার স্নায়বিক পীড়ার গুরুত্ব পরীক্ষা করিতে যাইয়া অল্প শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারের দুই প্রান্ত কোন রোগীর হস্তে দিয়া রোগীকে শব্দ উচ্চারণ করিতে বলিলেন। রোগীও ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত যে শব্দ বা কথা মনে আসে সেই শব্দই ১০০০ বার করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল। ২দিন যাবত এই প্রকার পরীক্ষার পর তৃতীয় দিন রোগী একটী শব্দ ২০০বার উচ্চারণ করিবার পর দেখা গেল— ভাব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া রোগী

ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ভাব ধারণ করিতেছে এবং ঐ রোগীর সম্মুখে বৈদ্যুতিক তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া যে দর্পণটী রাখা হইয়াছিল, ঐ দর্পণ হইতে (উক্ত রোগী দর্পণের সম্মুখে অবস্থান করিলেও) উক্ত রোগীর আলোক রশ্মি অর্থাৎ প্রতিবিম্ব সরিয়া গেল। তখন ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন যে রোগী যে শব্দটী শেষে উচ্চারণ করিতেছিল তাহা বার বার উচ্চারণ করিবার ফলেই রোগীর এইরূপ ভাব চাঞ্চল্য ঘটিতেছে। তখন তিনি রোগীকে ঐ শব্দটী বার বার উচ্চারণ করিতে বলিলেন—রোগীও ডাক্তারের আদেশ মত শব্দটী বার বার উচ্চারণ করিয়া দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। রোগী অনেক শব্দই উচ্চারণ করিয়াছিল কিন্তু কোন শব্দই তাহার মনে ভাবচাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। যে শব্দটী (অর্থাৎ ক্লীঁ kling), বার বার উচ্চারণে ভাবচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য শব্দ অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন ; এইরূপ শক্তি-শালী শব্দ, বর্ণ, বীজ, বা বর্ণের সমষ্টিই মন্ত্র। (কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্যারিশের লা প্রেসি মেডিক্যাল নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে ডাক্তার ডিলরজেরিলের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছিল)। যে কোন কথা, শব্দ, বর্ণ বা বর্ণের সমষ্টিই মন্ত্র হইতে পারে না। যে শব্দ, বর্ণ বা বর্ণের সমষ্টি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী তাহাই মন্ত্র। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিত হইতেছে কিন্তু আতসী পাথরের সাহায্যে সূর্য্যের কিরণ যদি কোন স্থানে পাতিত করা যায়

তাহা হইলে সূর্য্যের কিরণ বা তেজ একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া অত্যন্ত শক্তি বা তেজ সম্পন্ন হইয়া সেই স্থান তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিত হইতেছে কিন্তু সর্ব্ব স্থানের কিরণই অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই সেই কিরণকে (আতসী পাথরের দ্বারা) অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন করিতে সক্ষম। সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শব্দ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে; কিন্তু সকল শব্দই অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন নহে, যাঁহারা অনন্ত শব্দরাজির মধ্য হইতে তেজবান, বীর্য্য সম্পন্ন শব্দ বাছিয়া লইতে সক্ষম এবং অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ঋষি নামে অভিহিত। আর যে শব্দ, বর্ণ বা বর্ণের সমষ্টি অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন, তেজবান তাহাই মন্ত্র। ঋষিরাই মন্ত্র দ্রষ্টা। তাঁহারা জীবন ব্যাপী সাধনার দ্বারা মন্ত্র সকল আবিষ্কার করিতেন। সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য ইহা দেব ভাষা নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ বহু প্রকার গবেষণায় রত থাকেন এবং আছেন কিন্তু শক্তিশালী শব্দ বা মন্ত্রের কি অসীম ক্ষমতা, মন্ত্র বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপ কম্পন তরঙ্গ উত্থিত করিয়া electricity বা শাস্ত্রীয় কথায় দৈবিক শক্তি সঞ্চারিত করে তাহা তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন আমরা যে কথা উচ্চারণ করি বা পৃথিবীতে সর্ব্বদা যে অসংখ্য শব্দ উত্থিত হয় তাহা কখনও

মিলাইয়া যায় না—তাহা ইথারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—ঐ সকল শব্দ যাহাতে আমাদের পুনঃ শ্রুতি গোচর প্রভৃতি হয় তাহার জন্য অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের সাধনার অন্ত নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ শব্দ সম্বন্ধে যদি নিম্নলিখিত প্রকারের গবেষণা আরম্ভ করিয়া তাহার ফলাফল প্রকাশ করেন, তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) যে কত উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

(ক) কোন্ কোন্ শব্দ বা শব্দ তরঙ্গ অত্যন্ত শক্তিশালী,

(খ) শক্তিশালী শব্দ বা শব্দ তরঙ্গের বিভিন্ন গতি, প্রকৃতি, আধিপত্য। এক শব্দ বা শব্দ তরঙ্গ অপর শব্দ বা শব্দ তরঙ্গকে প্রচণ্ড আঘাত করিলে বা অল্প আঘাত করিলে, কিরূপ ফল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি

আমেরিকায় বিদ্যুৎশক্তি সম্বন্ধে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক বজ্র অপেক্ষা শক্তিশালী কৃত্রিম বজ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূগর্ভে প্রোথিত অমঙ্গলজনক কীলকশল্যাদির বৈদ্যুতিক প্রভাবের হাত হইতে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি বিভিন্নদেশের বৈজ্ঞানিকগণকে তাহার অতি সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য গবেষণা বা অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে সাফল্যলাভ করিলে শতকরা অন্ততঃ ৯৫ ভাগ রোগ এবং অকালমৃত্যু হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারিব।

বৈজ্ঞানিকগণ প্লাটিনাম পাতে তৈয়ারী যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ পরিমাপ করিয়া স্বপ্নের ফটো তুলিতে-ছেন, সেই প্রকার যন্ত্র সাহায্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরের কীলক-শল্যাদির বৈদ্যুতিক শক্তি ধরিয়া ফেলিয়া তাহাদের (কীলক-শল্যাদির) অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। দেশ-বাসিকে সত্তর এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন—কর্কশ শব্দে আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, এমন কি আমরা পাগল হইয়া যাইতে পারি বা আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে—শব্দই আমাদের রোগ অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ হইতে পারে—এই কারণে শব্দ যাহাতে কম হয় 'নিউইয়র্কে' তাহার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন হইয়াছে—যাহার জন্য ঘোড়ার পায়ে রবারের ক্ষুর এবং গাড়ীর চাকায় রবার ব্যবহৃত হইতেছে।

আবার যে সঙ্গীতে প্রাণ দিয়া ভাবটী ফোটান যায় তাহা শুনিলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। "যে গেয়েছে আকুল মনে সেই মজেছে প্রাণে প্রাণে।" রোগে বহু সঙ্গীত বা শব্দরাজি ঔষধের তুল্য কার্য্য করে। শব্দরূপ ব্রহ্মের এমনই মহিমা।

ঋষিগণ শক্তিশালী শব্দ বা মন্ত্রকে ৬ ভাগে ভাগ করিয়া-ছেন। যথা শান্তিদায়ক মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র, স্তম্ভন মন্ত্র, বিদ্বেষণ মন্ত্র, উচ্চাটন মন্ত্র এবং মারণ মন্ত্র। ইহার মধ্যে মারণ মন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান। ডাক্তার ভেরাগেট শক্তিসঞ্চয়ের

জন্য বা রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য রোগীর শরীরে বৈদ্যুতিক তারের দুই প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় (কোন মন্ত্র ২০০০০০, কোন মন্ত্র ১০০০০০, ইত্যাদি সংখ্যায়) মন্ত্র জপ করিলে শরীরে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত না করিয়াও আমরা আপনা আপনি প্রকৃতি হইতে নিজ নিজ শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি (যাহাকে আমরা দৈবিক শক্তি বলি) লাভ করিতে পারি। কেবলমাত্র মন্ত্র জপ দ্বারা আমরা যখন প্রকৃতি হইতে নিজ নিজ শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি বা দৈবিক শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইব, তখনই আমাদের পুরশ্চরণ করা সার্থক হইবে অর্থাৎ সরল ভাষায় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু এই প্রকার পুরশ্চরণ করিবার বা সিদ্ধিলাভ করিবার প্রচেষ্টায় আমরা কি প্রকার লোকের নিকট হইতে কি প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারি এবং হইতেছি তাহা অন্যত্র দেখুন। (প্রথম ভাগ ১১২, ১১৩, ১১৪ পৃষ্ঠা।)

(শব্দরূপ) ব্রহ্মজ্ঞান রূপ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া কত বহিঃ শত্রুর আক্রমণ, শত সহস্র ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও হিন্দু সমাজ আজও দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুর একদেশদর্শী সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জন্মান্তরবাদ, বৈধব্য জীবন যাপন, বাল্য বিবাহ আদি হিন্দুকে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই—বরং ঐ সমস্তই হিন্দুর সামাজিক অধঃপতনেরই

মূল কারণ। যাঁহারা বলেন মনু আদি ঋষি প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জন্মান্তরবাদাদির ফলে হিন্দুগণ আজও বাঁচিয়া আছেন তাঁহারা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে বর্ত্তমান সময়ে, ঐ সকলই আমাদের সামাজিক অনৈক্য,—অধঃপতনের মূল কারণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবার ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হিন্দু জাতি ক্ষাত্রশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে কিরূপে সক্ষম হইয়াছেন তাহা কেহ বলিয়া দিবেন কি? আর জার্ম্মান জাতি গত মহাসমরের পর কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে আবার হুঙ্কার দিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের অস্তিত্ব ব্যতীত আর কাহারও অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। বংশগত কর্ম্ম বিভাগের প্রচলন করিবার ফলে মানবের বিধিদত্ত গুণরাশিকে অবহেলা করিয়া সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিবার এখন আর সময় নয়। উচ্চবর্ণের স্বার্থ রক্ষার্থ—প্রভুত্ব রক্ষার্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই রক্ষাকবচ স্বরূপ। শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় বলীয়ান ব্যক্তি অপ্রতিরোধ্য শক্তির বিগ্রহ। শব্দরূপ ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া উচ্চ বর্ণ ই চিরকাল সমাজের শক্তির আধার। তাঁহারা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে যাহা করিতেন তাহাই মানাইত, সমাজকে যে দিকে চালাইতেন সমাজ সেই দিকেই চলিত। কারণ "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে! সর্ব্ব ভূজো যথা।" কিন্তু এই জগত ব্যাপী প্রতিযোগিতার দিনে যখন সমগ্র জগতই আমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে এবং স্বদেশে আভ্যন্তরিক

প্রতিযোগিতাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তখন কূপমণ্ডূকতার প্রতীক—একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি প্রসূত হংসডিম্ব সদৃশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ব্বরের মত বলক্ষয় করিয়া জাতীয় একতার পরিপন্থী হইয়া বা প্রতিকূলতা করিয়া আমাদের লাভ কি ? কোন সার্ব্বজনীন কার্য্যে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক স্তরে সাড়া পাওয়া যায় না, তাহার একমাত্র কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ শোণিতগত সম্বন্ধ রোধের ব্যবস্থা, প্রকৃত শিক্ষা (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদিতে) দীক্ষা প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা। প্রকৃত জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত করিলে আমরা দেখিতে পাইব—ভারতের (তথা হিন্দুজাতির) আত্মার প্রতিবিম্ব শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। মনুষ্য সৃষ্ট একদেশদর্শী অশ্বডিম্বসদৃশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জন্মান্তরবাদ, ছুঁৎমার্গ, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, বৈধব্য জীবনযাপন, লোকাচারাদি আমাদের বাঁচাইয়া রাখে নাই, বরং ঐ সকলই আমাদিগকে ধ্বংসের মুখেই টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের এবং জ্যোতিষগণনার ফলাফল মন্ত্রের প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি পূর্ণায়ুঃ,মন্ত্রের প্রভাবে (যাহাকে সাধারণে ব্রহ্মশাপ বলে) তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমন-সদনে প্রেরিত করা যায়। শরীরস্থ সূক্ষ্ম পদার্থগুলির অবস্থান্তর আনয়ন করিতে ঔষধের (অর্থাৎ ডাক্তারি, আয়ুর্ব্বেদ বা হাকিমী শাস্ত্রের শক্তি) ক্রিয়া যেরূপ কার্য্যকরী তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী শব্দাদি বা মন্ত্রের শক্তি

বা প্রভাব শত সহস্রগুণ অধিক কার্য্যকরী—ক্ষমতাশালী, ইহা আর্য্যঋষিগণের প্রত্যক্ষানুভূতি।

একমাত্র শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই পৃথিবীর বিবদমান জাতি,ধর্ম্ম ও মত সমূহের মধ্যে সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম।

জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া হেগ ট্রাইবুনাল, লীগ অব নেশন, ডিসার্ম্মামেণ্ট বৈঠক প্রভৃতি কত কি স্থাপিত করিয়া চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু ঐ প্রকারে শান্তি স্থাপন কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাই স্ত্রীপুরুষ, ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ, জাতিবর্ণ ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবকে সমশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম। তজ্জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাই ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, বর্ণগত, জাতিগত, শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, মর্য্যাদা প্রভৃতি রক্ষা করিতে সমর্থ। ইহাই মানুষের সহিত মানুষকে ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে, জাতিতে, কৃষ্ণাঙ্গে, শ্বেতাঙ্গে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ইহারই প্রভাবে কুলীন, ভঙ্গ, মৌলিক, উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সকলের মধ্যে উচ্চনীচভাব, ভেদ দূর হইবে। কেহ কাহাকেও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সাহসী হইবে না। সকলের মধ্যে সত্যকার সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিবর্ত্তে ন্যায় বিচারের উচ্চ আদর্শ সুরক্ষিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইবে—কারণ সুবিধাবাদী-গণের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকায় (ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায়

সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করিবার ফলে) উদ্ধত মনোভাব বশতঃ বহুক্ষেত্রে তাঁহাদের ক্ষমতার যে অসদ্ব্যবহার হইতেছে তাহা হওয়া সম্ভবপর হইবে না। একে অপরের অক্ষমতায় ক্ষোভ বা আক্রোশ প্রকাশ করিতে বা বৃথা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে সাহসী হইবে না। ঐ বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচলনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি রূঢ় আচরণ, উদ্ধত ব্যবহার করিতে শিক্ষা না দিয়া মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র হইতে শিক্ষা দিবে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত, জাতিগত ঐক্য অব্যাহত রাখিয়া সমগ্র সমাজের পক্ষে গ্রহনীয় একটী কার্য্যধারা নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে—কিন্তু শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার প্রচারে ঐ প্রকার অতি কঠিন কাজও সহজসিদ্ধ হইবে।

জীবিকার্জ্জনের জন্য অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে আত্মরক্ষার জন্য, নিজের অস্তিত্ব-শরীরসত্তা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যত বড় ব্যায়ামবীর, সন্তরণবীর বা মুষ্টিযোদ্ধাদিই হউন, প্রবীন আইনজ্ঞ ব্যবহারাজীব বা চিকিৎসাবিশারদই হউন, বৈদিক ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষীই হউন, অসীম প্রতাপ-শালী মহারাজা বা আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈনিক পুরুষই হউন, উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের বিষয় অভিজ্ঞ না হইলে কাহারও পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না।

শক্তিশালী শব্দ বা মন্ত্র বিশ্বের অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পন তরঙ্গ উত্থিত করে অর্থাৎ প্রকৃতিতে vibration উপস্থিত

করিয়া electricity বা শাস্ত্রীয় কথায় দৈবিক শক্তি সঞ্চারিত করে। তজ্জন্য আত্মশক্তির অভিব্যক্তির জন্য, অধ্যাত্ম চেতনার উদ্বোধনের জন্য, আত্মার সুপ্ত মহাশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য, বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্টা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উপলব্ধির জন্য বিপজ্জনক যৌগিক ক্রিয়াদির দ্বারা মূলাধারস্থ চিদানন্দরূপিনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্নাপথে সহস্রারে (cerebrumএ) লইয়া যাওয়া অপেক্ষা শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ ইষ্ট বা অভিষ্ট মন্ত্র অহরহ জপ করাই কলিকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অভীষ্ট বা ইষ্ট মন্ত্র জপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুগভীর সাধন রহস্য বর্ত্তমান। মন্ত্র জপই লোকলোচনের গোচরীভূত পার্থিব সীমারেখার সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে—পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম।

বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠদান শব্দরূপ ব্রহ্মের আশ্রয় লাভ করিলে (মন্ত্রজপ করিলে) বহু দূরবর্ত্তী স্থানের ব্যবধান দূরীভূত হয় (দূরকে নিকট করে, মন্ত্র জপ দ্বারা বহু দূরবর্ত্তী স্থানের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়), ভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি বা পরধর্ম্মাবলম্বীকে আপন করে ; প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা উপেক্ষা করিয়া মানবকে মহামানবতার ক্ষেত্রে লইয়া যায়।

শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচারে বিশেষতঃ আভিচারিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার ফলে সামাজিক জটিল সমস্যাসমূহের

মীমাংসা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে,—উচ্চতর বর্ণের সম্মান বর্দ্ধিত হইবে, নিম্নজাতির উন্নয়ন কার্য্য অপনা আপনি সাধিত হইবে। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সুবিবেচনা এবং দূরদর্শিতার উদ্রেক হইবে, তাহার ফলে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে,—বংশগত কর্ম্মবিভাগের পরিবর্ত্তে গুণগত কর্ম্মবিভাগের সমাদর বর্দ্ধিত হইবে—দেশের সম্মিলিত চেষ্টা, শক্তি, সহযোগিতা তখন প্রকৃতই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে, এক কথায় সমাজ নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিবে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক মারণ বিজ্ঞানে নিয়োজিত হওয়ায় ভারতে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

আত্মনির্ভরতাই ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত উন্নতির প্রাণ—শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার বহুল প্রচলনে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সকলেই স্বাবলম্বী, আত্ম নির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইবে।

গাভী হাম্বা রব করে, কুকুর ভেউ ভেউ করিয়া ডাকে, পক্ষীগণ কিচিমিচি শব্দ করে কিন্তু কেহ কি তাহাদের ঐ প্রকার শব্দোচ্চারণে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছেন? আর মানুষ হইয়া মানুষকে "ওঁ" কার উচ্চারণ করিতে দিব না—ইহার মূলে কত স্বার্থপরতা বিদ্যমান, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? মানুষ হইয়া মানুষকে পশুপক্ষী অপেক্ষাও

হীন করিবার প্রয়াস নহে কি? প্রকৃতিদত্ত শব্দ কাহারও পৈত্রিক বা বংশগত বা শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত সম্পত্তি নহে; তবে উহা কোন এক ব্যক্তি বিশেষ, বংশ বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুগমন করিবে কেন? অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ সকলের উপরই যখন সুবিধাবাদীগণের তীব্র দৃষ্টি পড়িতেছে, যাহার ফলে দেশে রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গাই একান্ত আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে দেশবাসী সকলে সজাগ হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন। স্বশ্রেণী (রাঢ়ী শ্রেণীর) ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার চেষ্টার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন, অথচ তাঁহারা আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করেন না। তাঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত পুত্র, কন্যা, জামাতা, আত্মীয়, স্বজন, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির অকাল মৃত্যু চতুর্দ্দিকে দিন দিন সংঘটিত হইতেছে। ফলে কত সংসার অচল হইয়াছে; কত পুত্র, কন্যা, বিধবা অনাথ, অসহায় হইয়াছে। (সকল দেশেই রোগ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয় কিন্তু তাহার একটী সীমা আছে। কিন্তু এদেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক)। ফলে এই সকল অনাথ, অসহায় বালক, বালিকা, বিধবাগণ তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি এই সকল রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। তা না হউক, তাঁহাদের অসাবধানতার জন্য তাঁহারাই তাহার ফল ভোগ

করিবেন। কিন্তু অপরে যদি সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার বিষয় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হন, তাহাতে বাধা প্রদান করিব কেন? অধিকন্তু যে সব আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আত্ম রক্ষায় সমর্থ নহেন, বা অপরে অন্যায় ভাবে অনিষ্টাচরণ করিলে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সহায়তা করিতে জানেন না সেরূপ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবএমন কি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। এই সয়তানি সাধনার যুগে অর্থ সাহায্য বিশেষ কার্য্যকরী নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ধনবান রুগ্ন ব্যক্তি অপেক্ষা স্বাস্থ্যসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তি অধিক সম্পদশালী; কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পদে সুখী সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের সাহায্যকারী মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে রুগ্ন ধনবান ব্যক্তিগণের প্রতি ঈর্ষ্যা পরায়ণ করিয়া তুলিতে সদা চেষ্টা করিয়া থাকেন কিনা—ইহা সুবিধাবাদীগণ এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গের মনোভাব যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাঁহারা তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

এই নিবেদকের আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ উপযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি অকালে, অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন তাঁহারা চিররুগ্ন হইয়া কোন প্রকারে শরীরধারণ করিয়া আছেন; কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইয়া উঠিলেই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অকালে শমনসদনে প্রেরিত হইতে হয়। কাহারও

কাহারও বংশধারা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই প্রকারে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ রণ্ডাদোষ উপস্থিত হইতেছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আত্মীয়স্বজন এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সজাগ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সাবধান হইতে ইচ্ছুক বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সমাজরক্ষকগণ যদি এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ত দূরের কথা, বর্ত্তমান আশাও নাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্ম-রক্ষায় সাবধান হওয়া দূরের কথা—অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির মত স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ নিবারণের জন্য ইঁহাদের কোন পত্রিকাও দেখা যায় না। আমরা আজ আশ্রয়হীন,আমাদের দেখিবার আজ কেহই নাই; পক্ষান্তরে সুবিধাবাদীগণের নিকট স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক ব্যাপারাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাদি করিয়া স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের ভীষণ শত্রুতাই সাধন করেন। অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুরোধ যেন তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া অন্তর্মূখীন হইয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হন।

নিজের আত্মীয়স্বজন, স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায়ের কথা নাই তুলিলাম। বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্য পদের কথা লইয়া কিছু আলোচনা করা যাক। ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিবার পর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন একদিনও

কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই; তৎপরে তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতে করিতে মহারাজা ক্ষৌণিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর অকালে সমন সদনে প্রেরিত হন। ঐ পদেই স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র নিযুক্ত হইলে তিনিও অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত-ভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হন; তাঁহার পরবর্ত্তী স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ ঐ পদে সমাসীন হইবার পর অল্পদিনের মধ্যেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পরে স্যার ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র ঐ পদ গ্রহণ করিলে অসুস্থতা নিবন্ধন কয়েক মাসের ছুটী লইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার স্থানে সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয় নিযুক্ত হইলে কার্য্যভার গ্রহণ না করিতেই তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবেই ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। তৎপরে ঐ পদে মিঃ বিজয়কুমার বসু নিযুক্ত হইলে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রথমা কন্যার মৃত্যু ঘটে। এরূপ হয় কেন? কেহ কেহ বলেন ঐ পদেরই দোষ। আবার অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে কোন সুবিধাবাদী ঐ পদে সমাসীন হইতে ইচ্ছুক বলিয়াই তাঁহার শয়তানি সাধনার ফলেই এরূপ ঘটিতেছে। দেশবাসী এইরূপ অতি গুরু বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখিবেন কি? চাকুরি, ব্যবসাদারি, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই এরূপ সম্ভবপর এবং এদেশে যে অকালমৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই সুবিধাবাদীগণের শয়তানি সাধনা। এই শয়তানি সাধনার জন্যই সুবিধাবাদীগণের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী

ব্যক্তিগণের বংশলোপ পাইতেছে, বিধবা, অনাথ, অসহায় শিশু, বালক, বালিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তজ্জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচলন হওয়া বিশেষতঃ মারণ শাস্ত্রের বিষয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আমাদের সকলের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকের ধারণা যে মন্ত্র জপ বা উচ্চারণ করা মাত্রেই তাহার ফল পাওয়া যায়। অল্পসংখ্যক মন্ত্র জপ মাত্রেই যদি তৎ-ক্ষণাৎ ফল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পুরশ্চরণ বা সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র জপের বিধি থাকিত না এবং দেবতা সকলের পূজার জন্য প্রাণ প্রতিষ্ঠাদির আবশ্যক হইত না। অধিক সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় তাহার ফল পাওয়া যায়, এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সুবিধাবাদীগণ অস্থি আদি কীলক মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লন এবং পরে আভিচারিকক্রিয়ার উদ্দেশে অপরের বাসস্থানাদিতে উহা স্থাপন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পান। একবার কোন অস্থিকে মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সঞ্জীবিত করিলে বা উক্ত অস্থিতে মহাকাল দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে এবং তাহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইলে, ঐ প্রকার কীলকদেবতার অমঙ্গলজনক প্রভাব বা শক্তি চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। earth is the reserver of electricity এবং ঐ কীলক মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকিয়া মৃত্তিকা হইতে শক্তি সঞ্চয় করে বলিয়া তাহার শক্তি চিরকার জাগ্রত থাকে।

মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্র প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য। মন্ত্র জপ করিলে তাহার ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, ইহাতে স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মাদি বিচার করিবার কোন আবশ্যক নাই। যজ্ঞোপবীতের ও কোন আবশ্যক করে না। তবে যে স্থানে অবস্থান করিয়া জপাদি করা যায় সেই স্থান কীলকশল্য শূন্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

আত্মরক্ষায় সাবধান হইতে হইলে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই মহাকাল মন্ত্রের বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে চির রোগ এবং অকাল মৃত্যু হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। ভারতে বাস করিয়া এই মহাকাল মন্ত্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া না জানিলে শরীর ধারণ করিয়া কাহারও পক্ষে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্রের প্রভাবে রোগ, অকালমৃত্যু সংঘটিত হয়, অস্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে চুরি ডাকাতি অতি সহজেও আশ্চর্য্যভাবে নিবারিত হয়, নিদ্রিতাবস্থায় নিজের ইচ্ছামত অপর ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখান যায়, কোন ব্যক্তির উপর দেবতার ভর বা অধিষ্ঠান করান যায়, যত্রতত্র অভিমন্ত্রিত অস্থি স্থাপনে সমগ্র গ্রামের উপর প্রভুত্ব স্থাপন ইত্যাদি বহু অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে।

শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত জীবনের সোনার কাঠি, রূপার কাঠি ; ইহাই অন্তর্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে

সমর্থ—ইহাই আমাদের শক্তির এক অপূর্ব্ব উৎস, আমাদের জীবন মরণের, উন্নতি অবনতির, আশা আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক, ইহাই হিন্দুজাতির প্রাণসূত্র—ইহাই প্রাচ্যের তথা হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহৎ দান।

ভেদ বৈষম্যের ভিতর দিয়া যেমন সমত্বে যাওয়া সম্ভবপর নহে, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করিয়া, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত প্রভৃতি করাও তদ্রূপ সম্ভবপর নহে। ইহা ঠিক অসৎকার্য্য দ্বারা সৎ হওয়ার মত নহে কি? এই ভেদবৈষম্যের জন্যই বাঙ্গালায় উচ্চবর্ণ—ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই আজ কত শ্রেণী বা সম্প্রদায় বর্ত্তমান। ক্ষত ঢাকিয়া রাখিয়া সমাজ দেহ নীরোগ বলিয়া প্রচার করা সুবিধাবাদীগণের স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের বিশেষতঃ নেতৃবৃন্দের সেইরূপ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, তাই সকলের উচিত সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের অস্তিত্ব, গতি ও প্রকৃতি দেখাইয়া দিয়া দূষিত স্থান সকলে উপযুক্ত ছুরিকাঘাত করিয়া প্রকৃত আরোগ্যের পন্থা নির্দ্দেশ করা।

ব্যবসাবাণিজ্যগত সমস্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থ দুষ্ট মনোভাব অপেক্ষা উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ সমস্বার্থ-বিশিষ্ট স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মনোভাব অতি ভয়ঙ্কর। তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ উড্ডীশশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই শত্রুতার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুবিধাবাদীগণ যে শ্রেণীভুক্ত

বা সম্প্রদায়ভুক্ত সেই শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গের ইহা স্মরণ রাখিয়া সুবিধাবাদীগণের সহিত সহযোগিতা করা উচিত—অন্যথায় তাঁহারা নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই বরণ করিয়া আনিবেন।

সমাজসেবা বা সমাজের গঠনমূলককার্য্যের বহুবিধ পন্থা থাকা সত্ত্বেও কবে দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, মন্বন্তরাদি হইবে সেই সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সমাজের সেবা করিবার মনো-বৃত্তিকে দাস মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কি বলা যায়? সেইরূপ শব্দরূপ ব্রহ্মের আশ্রয় লাভ না করিয়া অর্থাৎ অহরহ ইষ্ট এবং অভীষ্ট মন্ত্র জপ না করিয়া কেবলমাত্র বৎসর অন্তর দেবতার পূজা করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া কালাতিপাত করিয়া কোন কোন অনভিজ্ঞ জনসাধারণ যেরূপ সময় ক্ষেপণ করেন,তাহা কি জ্ঞানী ব্যক্তির সমর্থনযোগ্য হইতে পারে? শব্দই ব্রহ্ম—এই শাশ্বত সত্যের আলোক সকলের মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। ইহার প্রভাবে বিশ্বে যে নূতন সমাজের পত্তন হইবে তাহা প্রাচীন সমাজ কখনও কল্পনা করিতে পারেন না। আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্ম নিহিত নাই, ধর্ম্ম শক্তিহীন বলিয়া বিবেচিত নহে। শব্দ-রূপ ব্রহ্মের সাধক যাঁহারা তাঁহারা আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন না। ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট শক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যাঁহারা শব্দরূপ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা নিজেদের স্বরূপ

উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে প্রতিমূর্ত্তি, ছবি আদি রাখিবার বাসনা মনে স্থান দেন না।

যেমন ব্যক্তি বিশেষের অনশন, মৌনাবলম্বন, শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ, গৌরিক বসন পরিধানাদি দ্বারা কখন কাহারও পাপকর্ম্ম বিনষ্ট হয় না এবং জরা, মরণ ও ব্যাধি সমুদায় বিনষ্ট বা উত্তমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবলমাত্র জ্ঞান বা কর্ম্ম-দ্বারা জরামরণ ও ব্যাধি সমুদায় বিনষ্ট হয় এবং উত্তম পদ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে—তদ্রুপ জাতির একদেশদর্শী বিধি ব্যবস্থা, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, গুণগত কর্ম্মবিভাগের পরিবর্ত্তে বংশগত কর্ম্মবিভাগ, প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা, সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীজাতির মধ্যে বিধবাদিগের প্রতি (যন্ত্রবৎ চালিত করিয়া) অবজ্ঞা, জন্মান্তরবাদ, ভেদবুদ্ধি, দ্বেষ বুদ্ধি, হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণকে বাস্তবের স্তর হইতে নামাইয়া রাখিবার চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা কোন সমাজের বা জাতির পূর্ব্বসঞ্চিত পাপকর্ম্ম—যথা জড়তা, ভীরুতা, নিশ্চেষ্টতা, খলতা, পরশ্রীকাতরতা, দরিদ্রতা, শ্রেণীগত বিরোধ, জাতিগত—সম্প্রদায়গত পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য, সমাজগত অনাচার নিপীড়ন প্রভৃতি দূর হয় না বা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিও সাধিত হয় না। কেবলমাত্র সর্ব্বস্তরে সমদর্শিতা, প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন, দরদযুক্ত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, উদারতা,সমপ্রাণতা, পরস্পরের মধ্যে শোণিত সম্পর্ক স্থাপন দ্বারাই সহযোগিতার অচ্ছেদ্য বন্ধন—আন্তরিক সমবেদনার অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্র,

একতা, প্রতিস্তরের ব্যষ্টিজীবনের গুণগত স্ফূর্ত্তি সাধন—আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সুযোগ পাইয়াই জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়।

জ্ঞান দ্বারাই মানসিক দুঃখ দূর হয় তদ্রূপ হিন্দুসমাজের বিধিব্যবস্থা বিন্যাসাদির দোষগুণের প্রকৃত জ্ঞান দ্বারাই আমাদের সামাজিক দুর্দ্দশা দূর করিতে হইবে।

তজ্জন্য কোন একটীমাত্র মত বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুরাগী না হইয়া সকল মত বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসু হওয়াই ভাল। আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু শাক্ত বা শৈব বা ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের নিকট হইতে যদি কোন জীবনপ্রদতত্ত্ব অধিগত করিতে পারি তাহা কি আমার পক্ষে ত্যাগ করা শোভন ও সমীচীন? সুবিধাবাদীগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের প্রতি পাশ্চাত্যভাবে আত্মবলি দিবার প্রসঙ্গ উত্থাপনাদি করিয়া কত প্রকারের কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন—এরূপ মতবাদ প্রচার হয় কেন? তাঁহারা অন্ধ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেন না ইহাই কি তাঁহাদের দোষ?

সুবিধাবাদীগণের কথাই বা সকলকে মানিতে হইবে কেন? অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির নেতৃবর্গের উচিত নিজেদের উন্নতির জন্য অপরের স্বার্থসিদ্ধির কথা না শুনিয়া নিজেদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের পন্থাই অবলম্বন করা। তাহাতে নিজ শ্রেণী সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে ভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদীগণের সম্মান, স্বার্থরক্ষাদির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের

(ঐ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের) সম্মান বৃদ্ধিই হইবে—স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষা করাও সম্ভবপর হইবে। সুবিধাবাদীগণ দিন দিন ভেদের প্রাচীর বর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় করিয়া হিন্দুসমাজের অমঙ্গলই সাধন করিয়া আসিতেছেন। শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম প্রভৃতি বহুবিধ সাধন পন্থাই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত।

আমাদিগের মধ্যে সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্" এবং তজ্জন্য (শব্দরূপ) ব্রহ্মবিদ্যায় সাম্প্রদায়িকতা রাখা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে—সাম্প্রদায়িকতা রাখিবার ফলে সমাজে একপক্ষ কেবল খড়গ উত্তোলন করিয়া আছেন, আর অপর পক্ষ আবহমানকাল হইতে কেবল মার খাইয়া আসিতেছেন।

হিন্দুগণের মধ্যে এখন মন্ত্রগুরু বা রাষ্ট্রগুরুর আবশ্যকতা নাই মন্ত্রণাগুরুরই আবশ্যক। যিনি আমাদের সমাজের একস্তর অন্য স্তরকে গুণগত পার্থক্যের পরিবর্ত্তে বংশগত পার্থক্যের অছিলায় সামাজিক মর্য্যাদায় খাটো করিতে অগ্রসর হইবার শিক্ষা না দিয়া আমাদের আচার ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ-গঠন, সর্ব্বোপরি জন্মান্তরবাদ প্রভৃতিতে অন্ধ সংস্কার, একদেশ দর্শিতা, সাম্প্রদায়িকতা; সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি পরিহার করিতে শিক্ষা দিয়া আমাদের শুভ্রবুদ্ধি মুক্ত আত্মার সন্ধান দিবেন। কারণ যিনি হিন্দুর মারণ শাস্ত্রাদির বিষয় অবগত আছেন তিনিই জানেন যে আমাদের সমাজনীতিই রাষ্ট্রনীতি। কোন্ রন্ধ্রপথে আমাদের জাতীয় জীবনে শনি প্রবেশ করিয়া আমাদের মধ্যে

অনৈক্য, পরমুখাপেক্ষীতা, পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা, নিশ্চলতা, নিশ্চেষ্টতা, রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা, পৌরুষহীনতা, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রবেশ করিয়া আমাদিগের ধ্বংস সাধন করিতেছে, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা করাইয়া দিয়া আমাদের প্রকৃত রোগের নিদান জানিতে পারিয়া চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রাচ্যের যাহা চিরন্তন—সনাতন সত্য তাহা পরিহার না করিয়া এবং প্রতীচ্যের যাহা অসত্য তাহা গ্রহণ না করিয়া—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধক হইয়া—নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিয়া নব নব কর্ম্মে দীক্ষা দিয়া আমাদের প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিতে যিনি সমর্থ হইবেন বর্ত্তমানে সেইরূপ মন্ত্রণা-গুরুরই একান্ত আবশ্যক। তখন আমরা জানিতে পারিব, সকল বিষয়ে ব্যবসাদারী বুদ্ধি কাঁহাদের মধ্যে অধিক? কোন রাজশক্তির মধ্যে না সুবিধাবাদীগণের মধ্যে? কীলক এবং অকীলক শল্যাদির অনুকম্পায়, রোগ, স্বাস্থ্য হীনতা, (শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণের) অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা বিশেষতঃ অজ্ঞতা যখন দেশে পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতে থাকিবে, তখন সুবিধাবাদীগণের মধ্যেই ধন্বন্তরি কবিরাজ, ডাক্তার, প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী, সাধু, সাধক প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিবে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের অপেক্ষা গুণে, কর্ম্মে, সাধনায় শ্রেষ্ঠ না হইলেও কীলক শল্যাদির অমঙ্গলজনক (আভিচারিক ক্রিয়ার) প্রভাবে অন্যান্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এই সকল সুবিধাবাদীগণ জগতে সকলক্ষেত্রে

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিবেন এবং কেহ বড় ডাক্তার, কেহ বড় উকিল, কেহ বড় সাধক, কেহ বড় জ্যোতিষী ইত্যাদি নামে পরিগণিত হইবেন। তজ্জন্য সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিগণের বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তাঁহাদের স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায় এবং স্বজাতির মধ্য হইতে কোন মূর্খ, অজ্ঞ ব্যক্তি বা বিধবাদির দ্বারা সুবিধাবাদীগণ চুরি ডাকাতি আদির মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া বা হিংসা দ্বেষাদি চরিতার্থ করিবার জন্য, (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) অপরের বাসস্থানে এমন কি ঐ সকল মূর্খ, অজ্ঞ ব্যক্তি বা বিধবাগণের আত্মীয় স্বজনাদির বাসস্থানেও সাক্ষাৎ শমন স্বরূপ কীলক শল্যাদি স্থাপন করাইয়া না লন।

শত্রু মিত্র ঃ—আমরা হিন্দু। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ আমাদের শত্রু আর হিন্দু হইলেই মিত্র—এরূপ নহে। ব্যবহার গুণে সকলেই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকেন। স্বধর্ম্মাবলম্বী সুবিধাবাদীগণ যদি দেশের বিরাট অংশ অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষায় (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায়) সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে চিরদিনই চালিত করিবার চেষ্টা করিয়া, সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস প্রভৃতিতে একদেশদর্শী পন্থা অবলম্বন করিয়া ধ্বংস মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক জনসাধারণকে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন দিতে থাকেন, তাহা হইলে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-গণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মাবলম্বী সুবিধাবাদীগণ কি আমাদের হিতৈষী

বলিয়া পরিগণিত হইবেন? বহু সময় অতীত হইয়াছে; সুবিধাবাদীগণ সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস প্রভৃতিতে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন কি? এক্ষণে আমাদের উচিত যে (শব্দরূপ) ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা সমগ্র ভারতের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিতে সমবেত ভাবে চেষ্টা করা। সুবিধাবাদীগণের সহিত অন্যান্য হিন্দুগণের আভ্যন্তরিক সমস্যা বা স্বজাতিগত সমস্যা হইলেও দেশের বিরাট অংশ আপামর জনসাধারণ সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে এক্ষণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ—তজ্জন্য জনসাধারণের উচিত রাজশক্তি এবং সম্ভব মনে করিলে অন্যান্য জাতির সহিত একযোগে মিলিত হইয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হওয়া। অমঙ্গলজনক সামাজিক বিধিনিষেধ, ব্যবস্থাদি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আইনের কলে ফেলিয়া পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সকলেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। অজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ বাধ্য না হইলে চিরাচরিত কুপ্রথা সমূহকে সুপ্রথাই ভাবিয়া থাকে। মৎসজীবিনী যেমন তাহার মৎস্যের বাজরার গন্ধকে সুগন্ধযুক্ত মনে করিয়া থাকে এবং উহার গন্ধ না পাইলে তাহার (মৎস্যজীবিনীর) সুনিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মে, আমাদের সমাজের অজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণের অবস্থাও তদ্রুপ। চিরাচরিত কুপ্রথা কুসংস্কারাদিতে অভ্যস্ত থাকায় উহাই তাহাদের ভাল লাগে। এমন কি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

স্বাস্থ্যহীনতা এবং রোগের জন্যই আমরা আয়ের অতিরিক্ত

ব্যয় করিতে বাধ্য হই, ইহার পশ্চাতে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা কি আজও আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিব না ?

সুবিধাবাদীগণের স্বরূপ।

"পূর্ব্ব জন্মকৃত মহামহা গুরু পাপের ফলেই লোক হীন কূলে জন্ম লাভ করে—অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়—রোগ-হীন ব্যক্তি রোগে ভুগিতে থাকে ইত্যাদি" সুবিধাবাদীগণের এই সব ছেলে ভুলান কথায় এখনও আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় না—ইহাই আশ্চর্য্য। জগতের অন্যান্য জাতিসকলের মধ্যে নিজেদের জাতভাইকে এরূপ হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত দেখা যায় কি ? আমরা বলি—প্রাচ্যই কেবল জন্মান্তরবাদ মানিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বলেন বিশ্বে কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই, সেই পাশ্চাত্য জগত যে আমাদের অপেক্ষা অধিক জন্মান্তর-বাদী সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জন্মান্তর-বাদের অজুহাতে তাঁহারা ত অপরকে সদা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার মনোভাব পোষণ করেন না।

আমাদের এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে আজ রোগ, শোক, অকালমৃত্যুর জন্য ত্রাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে কে ? জগতের অন্যান্য জাতির গতি, প্রকৃতির সহিত আমাদের হিন্দু সমাজের গতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার দিন অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছে—সুবিধাবাদী-

গণের কথায় কেবলমাত্র আস্থা স্থাপন করিয়া কাল কাটাইবার সময় চলিয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা অপেক্ষা সামাজিক দাসত্ব আমাদিগের অধিক অনিষ্টসাধন করিয়াছে ও করিতেছে।

অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকেন— "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাবে কত বহিঃ শত্রুর আক্রমণ সহ্য করে হিন্দুসমাজ আজও দাঁড়িয়ে আছে।"—প্রকৃত পক্ষে হিন্দু সমাজের অবনতির যে সকল কারণ বর্ত্তমান, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তন্মধ্যে একটী। (শব্দরূপ) ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াই হিন্দুসমাজ তথা উচ্চবর্ণ আজও টিকিয়া আছে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাবে নহে।

যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী—জন্মান্তরবাদী বা গুণগত কর্ম্মবিভাগের পরিবর্ত্তে বংশগত কর্ম্ম বিভাগের পক্ষপাতী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ক্ষাত্রশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে হিন্দুগণ অদ্যাবধি কিরূপ সমর্থ হইয়াছেন? আর জার্ম্মাণ জাতি বিগত মহাযুদ্ধের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষাত্রশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া আবার আজ হুঙ্কার দিতেছেন কেন? সেখানে ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই। তথাপি আমাদিগের মধ্যে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীর দল আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাসাদি কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সভ্যজগতকে জানাইয়া নাকি বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। অপর পক্ষে বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন সুবিধাবাদীগণের শয়তানি সাধনা প্রভাবে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় সাম্প্রদায়িকতার জন্য দেশবাসী আজ স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, অকালমৃত্যুতে —সন্ত্রাসিত। এই শয়তানি সাধনার জন্য অদূরভবিষ্যতে জন-সাধারণ শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

সুবিধাবাদীগণ সমাজের ভেদ পাপ দূর করিতে একেবারেই পক্ষপাতী নহেন, পরন্তু সকল দলের সহিত মিশিয়া পরোক্ষভাবে এরূপ পন্থা অবলম্বন করেন যাহাতে হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের উচিত নহে কি সুবিধাবাদীগণের সহিত কোন সংশ্রবে না থাকা? যাঁহারা সকল দলের প্রতি শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া, বিবাদ মনোমালিন্য প্রভৃতি দূর কবিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদের নিকট নিজেদের কোন সংবাদ না দিয়া সাবধানে থাকিয়া আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিয়া এরূপ ব্যক্তি-গণের কার্য্যকলাপের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত।

কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের বাটীতে কখন কখন ভোজন করিবার অবসর পাইলে, বা সার্ব্বজনীন পূজার প্রবর্ত্তন করিলে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর নহে। ঠাকুর বিসর্জ্জনের সময় বা অন্য কোন সার্ব্বজনীন কারণ উপস্থিত হইলে ইহা প্রমানিত হয়। প্রকৃত পক্ষে শোণিত সম্পর্ক না থাকিলে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর নহে। আর যাহার সহিত শোণিত সম্পর্ক নাই বা যাহাদের মধ্যে দরদ বা মনের মিল নাই বা বিরুদ্ধ স্বার্থ বর্ত্তমান, সেইরূপ

ব্যক্তির বাটীতে কদাচ ভোজন করা উচিত নহে—কারণ মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত কোন খাদ্য, এমন কি ঔষধ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে বিবিধ রোগ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে—মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় নিমন্ত্রণ খাটিতে যাইয়া একসঙ্গে অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় গুহ্যব্যাপার জনসাধারণ আদৌ অবগত নহেন।

কোন জাতি বিশেষের পূজাদি ধর্ম্মকর্ম্মের পর ঠাকুর বিসর্জ্জনের সময় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি কোন আপত্তি তুলেন তখন হিন্দুগণের মধ্যে সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির প্রাণে একই সাড়া বা চেতনা জাগ্রত হয় কি? কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ সার্ব্বজনীন কারণের পরিবর্ত্তে কোনও সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। উচ্চবর্ণের অবজ্ঞার ফলে ডাক্তার আম্বেদকর যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্কল্প করিতে থাকেন, তখন সুবিধাবাদীগণ "এই শুভ সঙ্কল্প যে এখনও পর্য্যন্ত কেন কার্য্যে পরিণত হইল না তাহার কারণ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" এইরূপ মত ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। যে জাতির মধ্যে প্রেম, দরদ প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির ভাগীরথী প্রবাহ এই প্রকার উথলিয়া উঠে সে জাতির মনোবৃত্তি না জানিলে কেহ বিশেষতঃ নিম্নবর্ণ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না—সে জাতির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি

অবিচারিত চিত্তে যে সয়তানি সাধনা চলিতে থাকিবে, তাহাতে কোনই আশ্চর্য্য নাই। রাজশক্তিকেও এ জাতির মনোবৃত্তি জানিতে হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে আমাদের বুদ্ধি কিরূপ কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে! জগতে অন্যান্য জাতির সহিত সর্ব্ববিষয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই তাহার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। আর এইরূপ বুদ্ধি-বৃত্তি বা মনোবৃত্তির জন্যই সুবিধাবাদীগণ হিন্দুগণের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে—জন্মগত ভেদ সৃষ্টি যতদিন বলবত থাকিবে, সর্ব্বোপরি প্রকৃত শিক্ষায় (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায়) যতদিন সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে, ততদিন বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে ঐক্য—মিলন, মৃন্ময় পাত্র ও কাংস পাত্রের মিলনের তুল্যই হইয়া থাকিবে। হিন্দুর সকল জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতিকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করিতে হইলে সার্ব্বভৌম সত্যকে ভিত্তি করিতে হইবে অর্থাৎ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার বহুল প্রচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে হিন্দু সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠ, বিচার-পরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতাযুক্ত হইতেই পারে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাতীয়তার বিরোধী। যতদিন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইতে

হইবে। ভারতের সভ্যতার আদর্শ মুক্তি। কিন্তু সামাজিক জীবনে, বিধি, ব্যবস্থায় তাহার স্বরূপ কিরূপ প্রতিভাত হয় কি ?

ব্যষ্টির কল কারখানা স্থাপনে, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে প্রত্যেক জাতিরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে—ইহা জগতের প্রত্যেক জাতিই ভালরূপ বুঝিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কল কারখানা স্থাপনে বা ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাহাকে সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। সুবিধাবাদীগণের এই প্রকার মনোবৃত্তির মূলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা কি আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ?

সঙ্কীর্ণ সাম্প্রাদায়িক (নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির) স্বার্থ ভিন্ন কোন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের চিন্তা এই মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ মনে পোষণ করেন না।

ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্ম চাই—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বীগণ আজ বেকার ; তাঁহারা আজ উদরান্নের সংস্থান করিতে অক্ষম। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার দাবী অগ্রাহ্য করায় আমাদের জীবন ধারণ করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। আজ যদি অতি অল্প মূল্যে রবারের জুতা প্রভৃতির আরও বহুল প্রচলন হয়, আর চামড়ার জুতা প্রভৃতি জিনিষের কাটতি কম হইয়া যায় তাহা

হইলে সুবিধাবাদীগণের কৃপায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ধরিবার ফলে চর্ম্ম ব্যবসায়ীদের পেটে অন্ন জুটিবে কি? সুবিধাবাদী-গণের কথা রাখিবার জন্য দেশবাসী সকলেই নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করিয়া চর্ম্ম ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জিনিষপত্র কিনিবেন কি? সেইরূপ কুম্ভকার, তন্তুবায়, কংস-বনিক প্রভৃতি সকল ব্যবসায়ীগণেরই এখন সজাগ হওয়া উচিত। ইহা জ্ঞান বিজ্ঞান, কল কারখানার যুগ—নিত্য নূতন আবিষ্কারের যুগ—এযুগে পুরাতনের রূপ আপনা আপনি বদলাইয়া যাইবে ইহা মনে রাখিয়া আমাদের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। গতানুগতিক ভাবে চলিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আমরা সক্ষম হইব না, বর্ণাশ্রমবাদী ধুরন্ধর সুবিধাবাদীগণ এখন নিজেদের পথ নিজেরা দেখিতেই ব্যস্ত, অপরের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি বিন্দু মাত্র নিবদ্ধ নাই, তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ অন্যান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বীগণকে কর্ম্মাদি দিতে কিরূপে সক্ষম হইবেন? তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আঁকড়াইয়া থাকিয়া লাভ কি?

এই প্রতিযোগিতার যুগে কোন স্বাধীন দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করাও যুক্তিযুক্ত নহে। এ শিক্ষা আমরা আজ বহির্ভারতের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে কেবল মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণেরই লাভ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বনের ফলে কোন জাতেরই ক্ষাত্র-শক্তিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে বৈশ্য শক্তির কথা ধরা যাক। যাঁহারা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া

প্রকৃতিকে আলোড়িত করিয়া অতি অল্প আয়াসে, অল্প সময়ে, প্রয়োজনাতিরিক্ত নিত্য নূতন দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করিয়া—কল কারখানাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে বৈজ্ঞানিক যানাদির প্রচলন করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক, রেডিও, বেতার বার্ত্তাদির সৃষ্টি করিয়া নিজেদের শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছেন তাঁহাদের বৈশ্য শক্তিকেই অপরাজেয় বলিব—আর তাঁহারাই প্রকৃত বেকার সমস্যার সমাধানে তৎপর। রেল, ষ্টীমার, খপোত, মোটর প্রভৃতিতে কাজ পাইয়া কত লোক আজ অন্নের সংস্থান করিতেছেন—ঐ সমস্ত যান বাহন, কলকব্জা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ব্যাপারেও কত লোক নিত্য ব্যস্ত, শিল্প বাণিজ্যে, নিত্য নূতন কল কারখানার কাজে, ইলেক্‌ট্রিকের কাজে, রেডিও, বেতারবার্ত্তা, টেলিফোন প্রভৃতিতে কত লোক উদরের সংস্থান করিতেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কল কারখানাদি যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, বেকার সমস্যার ততই সমাধান হইয়া যাইতেছে। আর আমরা ইহা দেখিয়াও কলকব্জার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া সর্ব্ববিষয়েই কেবলমাত্র কুটির শিল্পপ্রবর্ত্তনের জন্যই ব্যস্ত। জগতব্যাপী এই প্রতিযোগিতার দিনে ইহাই নাকি আমাদের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা? ইহা সর্ব্ববিষয়ে পরাধীনতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পরিকল্পনা নহে কি? জগৎব্যাপী কলকব্জার দৌলতে আমাদের কি কি কুটিরশিল্প বর্ত্তমান আছে এবং যাহা আছে তাহা থাকাও সম্ভব কি? তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বড়াই কেন?

এই জ্ঞান বিজ্ঞান কলকারখানার যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম টিকিতে পারে না, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত কি? তবে সুবিধাবাদীগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের স্বার্থরক্ষায় সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন একথা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। আর মনে রাখিতে হইবে দেশে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার সাধিত হইবে—জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিতে, কলকারখানার বহুল প্রবর্ত্তনে—গুণগত কর্ম্মবিভাগের পরিবর্ত্তে বংশগত কর্ম্মবিভাগের দ্বারা নহে। বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতিকে যতই আলোড়িত করিতে সমর্থ হইব ততই আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান, কলকারখানা যতই বিস্তারলাভ করিবে সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ততই ব্যাঘাত হইবে—তাঁহাদের চালাকি ধরা পড়িবে। তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ কলকারখানার বিরুদ্ধবাদী।

কোন সামান্য কারণে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বা জাতিগণ কালবিলম্ব না করিয়া একতাবদ্ধ (সঙ্ঘবদ্ধ) হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু কোন সার্ব্বজনীন কারণ উপস্থিত হইলেও হিন্দুগণ সমগ্রভাবে সেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন নাই—ভবিষ্যতে পারিবেন বলিয়াও সেরূপ আশা করিতে পারি কি? ইহার পশ্চাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বা শোণিতগতসম্বন্ধবোধের প্রভাব কতদূর? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাবে স্বজাতির পরস্পরের মধ্যে

দরদ্, সহানুভূতি, সমপ্রাণতা, উদারতা,সমদর্শিতার অভাব ঘটে—সকলকে স্বার্থপর করিয়া তুলে, যাহার সহিত কোন শোণিত সম্পর্ক নাই তাহার উন্নতিতে অপরের বক্ষ বিদীর্ণ হয়। এই জন্যই বাঙ্গালী তাহার জাতভাইয়ের উন্নতি দেখিতে পারেন না। শিক্ষার বহুল প্রচারের সহিত বাঙ্গালী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপ দিন দিন বুঝিতে পারিতেছেন। বাঙ্গালীর ভাল দোকান থাকিতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশবাসীর দোকান হইতে বাঙ্গালী খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করেন কেন? শোণিত সম্পর্ক না থাকিবার জন্যই বাঙ্গালী ভাবিয়া থাকেন না কি যে তাঁহাদের ক্রয় বিক্রয়ে স্বজাতির মধ্যে কোন্ শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতি অধিক লাভবান হইবেন? বাঙ্গালীর এইরূপ mentality বা মনোবৃত্তির জন্যই, বাঙ্গালী-চাকর, বঙ্গালী-পাচক না রাখিয়া,বাঙ্গালী উড়িয়া-চাকর, উড়িয়া-পাচক রাখিতেছেন,—চীনা মিস্ত্রি, উড়িয়া মিস্ত্রি, সিন্ধিয়া মিস্ত্রি খাটাইতেছেন; বাঙ্গালী ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ীগণ হিন্দুস্থানী চাকর, হিন্দুস্থানী, শিখ বা নেপালী পাহারাওয়ালা বা দরওয়ান, শিখ, পাঞ্জাবী মোটর-ড্রাইভার রাখিতেছেন, কিন্তু স্বজাতি দরিদ্র প্রতিবাসী, স্বজাতি ধনীর কার্য্য করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন ইহা বাঙ্গালী দেখিতে পারেন না। ইহাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট, ইহার পশ্চাতে গুণগত কর্ম্ম বিভাগের পরিবর্ত্তে বংশগত কর্ম্ম বিভাগের প্রবর্ত্তন—শোণিতগত সম্বন্ধ-বোধের প্রভাব সর্ব্বপ্রধান; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় বাঙ্গালীর এরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক নহে কি?

বাঙ্গালীর এইরূপ মনোবৃত্তি—এইরূপ বৈশিষ্ট্য অপরের বুঝিতে আর বাকি নাই। হিন্দুজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি প্রধূমিত অবস্থায় থাকিয়া শঠতা, কপটতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে বাঙ্গালী জাতির প্রতি শনির দৃষ্টি কায়েম মোকাম হইয়া বসিতেছে। সমাজ শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য গুহ্য কথা ব্যক্ত করিবার—হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইয়াছে। ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, বর্ণগত স্বার্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাজ বিধানের সেইরূপ লক্ষ্য হওয়াই উচিত।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরমহংসদেব বহু পূর্ব্বেই মহা-সমন্বয় সাধনের বার্ত্তা শুনাইয়া গিয়াছেন।

যে সমাজে, কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার নাই—অবাধ প্রতিযোগিতা নাই—তাহার জীবন প্রবাহ শীঘ্রই বদ্ধ হইয়া যায়। অন্য জাতির সহিত সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিবার সকল ক্ষমতাই সেই সমাজের লোপ পায়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে বিশেষতঃ শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারতের সমস্যা সমূহ ইউরোপীয় এবং অন্যান্য সকল দেশের সমস্যা অপেক্ষা বহু গুণ অধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত থাকায় অর্থাৎ স্বজাতির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত শোনিতগত সম্বন্ধ চিরকালের জন্য তুলিয়া দিবার ফলে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দুরা "আমরা

হিন্দু” বলিয়া সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একত্রিত হইয়া বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কার্য্য করিবার মনোভাব পোষণ করেন কি? সামাজিক ভেদনীতি এবং ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার জন্যই সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ সমগ্র সমাজকে “আমার সমাজ” বলিয়া প্রাণ দিয়া ভাল না বাসিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বনে দ্বিধা বোধ করেন না। জগতে অন্য কোন্ ধর্ম্ম বা জাতির মধ্যে ভেদের প্রাচীর চিরকালের জন্য এরূপ মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে? সুবিধাবাদীগণ যদি নিরপেক্ষ ভাবে ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম কথা অনুসন্ধান করেন,স্বদেশকে শ্রদ্ধা এবং স্বজাতিকে প্রকৃত ভালবাসেন তাহা হইলে বর্ত্তমানে তাঁহারা কখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত রাখিবার পক্ষপাতী হইবেন না। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিবেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে মূর্খ ভাবিয়া আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠেন কাহারা? সুবিধাবাদীগণ না জনসাধারণ?

এতদিন জনসাধারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মতি গতি, অভাব অভিযোগ, সুখ স্বচ্ছন্দ, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতির অর্থাৎ সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাদির লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ না করিয়া কেবল মাত্র নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গের অর্থাৎ নিজের ঘরের বা সংসারের লাভ লোকসানের হিসাব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, ফলে সামাজিক জীবনে আমরা একেবারে

দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছি? একথা সুবিধাবাদীগণকে ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়া স্বজাতির সর্ব্বস্তরের অভাব অভিযোগাদি দূর করিতে সচেষ্ট নন তাঁহারা আবার আফ্রিকাদি বিদেশের স্বধর্ম্মাবলম্বী- গণের দুরবস্থার প্রতিকারের পন্থা কি প্রকারে নির্দ্দেশ করিবেন?

কোটি লোকের মধ্যে একটি ব্যক্তি জাতিস্মর হয় কিনা সন্দেহ কিন্তু এই জাতিস্মর ব্যক্তিগণকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া সুবিধাবাদীগণ জন্মান্তরবাদ,বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপও দৃষ্ট হয় যে জাতিস্মর ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্মে তাহা অপেক্ষা আরও অনুন্নত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় জাতিস্মর ব্যক্তির উদাহরণ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের ইহ জন্মের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল সুবিধাবাদীগণের নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদির নিকট নিজেকে বলি দিলে নিজেদেরই পরাজয়—নিজেদেরই মৃত্যু টানিয়া আনিব। সুবিধাবাদীগণের সাধ্য কি যে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, শক্তি কোন দিকে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহা তাঁহারা ধরিতে পারেন।

এদেশে জন্মান্তরবাদ, অধিকারবাদ প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের উপর সুবিধাবাদীগণের অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, আধিপত্য, একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা এবং প্রকৃত বিদ্যা

(শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার জন্য ব্রহ্মশাপ বা সয়তানি সাধনা প্রভাবে রোগ, অকালমৃত্যু,—তজ্জনিত দরিদ্রতা প্রভৃতি অপেক্ষা পাশ্চাত্যে শ্রমিকের উপর ধনিকের অবিচার অনেক ভাল।

সুবিধাবাদীগণ বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়া—বৈধব্য, বাল্য বিবাহ, লোকাচার, কুসংস্কার, একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আদি অন্ধ বিশ্বাসের মধ্য দিয়া জনসাধারণের স্বার্থ এযাবত কি ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—"বহুজন হিতায়, বহু জন সুখায়" (The greatest happiness of the greatest number) নীতি অনুসরণে অজ্ঞ, মূক অচলায়তন জনসাধারণের পাথুরে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নব জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের নববেশ দান করিতে সুবিধাবাদীগণ এযাবত কি করিয়াছেন তাহাই আমরা জানিতে চাই। ধর্ম্ম শ্রেণীগত বা জাতিগত ব্যবসায়ের সম্পত্তি বা লোকাচারাদি বুজ্‌রুগির বস্তু নহে—ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট আচরণের—যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় লোককে অভয়দান করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা অজ্ঞ জনসাধারণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে অভয় লাভের পরিবর্ত্তে সুবিধাবাদীগণের শয়তানি সাধনায় দিন দিন ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসযুক্ত হইতেছি। আর শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে সুবিধা-বাদীগণ দিন দিন স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। ধর্ম্ম কখনও বিফল হয় না এবং অধর্ম্ম কখনও ফলবান হয় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি কোন প্রকার শুভফল না দেখিতে পাইল

তবে সেই অশ্বডিম্ব প্রতিম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের লাভ কি ?

কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান সাধন—কিন্তু বর্ণাশ্রম বলিতে বংশগত হীনত্বের বা শ্রেষ্ঠত্বের প্রবর্ত্তন ইহাই বুঝায়। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে কেহ ইচ্ছা করিয়া বংশগত হীনত্ব স্বীকার করিবেন কেন ? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পশ্চাতে নিম্নবর্ণের নীচত্ব সম্পাদনে, উচ্চবর্ণের শক্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার জন্য কুটিল কৌশলজাল বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই কি ? সুবিধা-বাদীগণের এই সম্প্রদায়িক হীন মনোবৃত্তি বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই। বৈষম্যের ভিতর দিয়া সমত্বে যাওয়া এবং অসৎ কর্ম্ম করে সৎ হওয়া যেরূপ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের দ্বারা জাতি-গত একতা, উদারতা, সমদর্শিতা, আন্তরিকতা, দরদযুক্ত প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহার, ব্যষ্টি জীবনের গুণগত স্ফূর্ত্তিসাধনের অবকাশ প্রভৃতি দেওয়াও সেইরূপ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে সুবিধাবাদীগণ দ্বারা সমাজে এপর্য্যন্ত গঠনমূলক কি কি কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহাই সকলে জানিতে চান।

আমরা নির্ব্বোধ, তাই রাষ্ট্র অধীনতাকে আমরা প্রধান করিয়া তুলিয়াছি। সামাজিক অধীনতার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই—হিন্দুর সমাজনীতিই যে রাষ্ট্রনীতি তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের এ ভুল ধরাইয়া দিয়াছে।

ভবিষ্যতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, আমাদের মধ্যে ধন-বৈষম্য যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। সুবিধাবাদীগণ পরস্পরের মধ্যে ধনবণ্টন বা ধনবিনিময়ের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র কষ্টদায়ক বস্তুবিনিময়েরই পক্ষপাতী।

যতদিন হিন্দুগণের মধ্যে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে, ততদিন শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে মিলন, মৃণ্ময়পাত্র এবং কাংস্যপাত্রের মিলনে পর্য্যবসিত হইবে—ততদিন দেশে স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, অকালমৃত্যু, তজ্জনিত অনাথ, অসহায়ের দলবৃদ্ধি, দরিদ্রতা প্রভৃতি বৰ্দ্ধিত হইয়া দেশবাসীকে সন্ত্রাসিত হইয়া থাকিতে হইবে—তাহার ফলে রাজশক্তিকেও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আমাদের যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা তাহাতে কোন কালে (এরূপ ব্যবস্থায়) কোন শক্তিশালী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই স্বাধীন মতাবলম্বী মনস্বী ইংরাজ ট্রাভাস্কিসের বক্তব্য 'বসুমতি' পত্রিকার ভাষায় প্রকাশ করিলাম :—"...এমন সমাজ ব্যবস্থা যাহাদের তাহারা কোন দিন শাসন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, শুধু অপরের শাসনকে (সুবিধাবাদীগণ ভিন্ন অন্য শ্রেণী, সম্প্রদায়, বর্ণ বা জাতির শাসন বা বিধি-ব্যবস্থাকেও নহে কি?) অসম্ভব করিয়া ফেলিতে পারে। কলেরার বীজানুর ন্যায় এইরূপ সমাজ ব্যবস্থাই হইল, ভারতের

খাঁটি দেশীয় জিনিষ (যাহাকে বাঙ্গালীর বা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বলে ?), ইহা উচ্চতর জীবনের পক্ষে মারাত্মক, গঠনমূলক কর্ম্ম ক্ষমতা ইহার কিছুই নাই।............ভারতের ইতিহাস ব্রাহ্মণ শাসনে নিপীড়িত (লুপ্ত বীর্য্য) দেশেরই ইতিহাস।” তারপর আরও বুঝাইয়া বলিতেছেন—এই দেশ বিদেশীগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। বলবত্তা ও যোগ্যতা প্রভাবে মুসলমান ক্রীতদাসের পক্ষে রাজাসনে অধিরোহণ করা সম্ভব হইয়াছে কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সে যতই যোগ্য এবং সাহসী হউক না কেন, উচ্চপদে ব্রাহ্মণের ন্যায় সামাজিক সম্মানে অধিরোহণ করা তাহার পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয় নাই...হিন্দুধর্ম্ম গোলিয়াথের তরবারি অপেক্ষা ডেলিলার অশ্রুভরা মিনতির দ্বারাই তাহার শত্রুদিগের সর্ব্বদা সম্মুখীন হইয়াছে। এইভাবে আক্রমণকারীর পর আক্রমণকারীকে অবশেষে বৃটিশ সিংহাসনকে পর্য্যন্ত (সর্ব্বাগ্রে দেশের মেরুদণ্ড বিরাট অংশ স্বধর্ম্মাবলম্বী আপামর জনসাধারণকেও নহে কি ?) সে ধীরে ধীরে তাহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।”

এক্ষণে কথা হইতেছে এই মোহিনী মায়া কি ? শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জন্মান্তরবাদ, অধিকারবাদ প্রভৃতিই সুবিধাবাদী-গণের মোহিনীমায়া নহে কি ? এই মোহিনীমায়া বিশেষতঃ

উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি, রাজশক্তি এবং দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণ এই উভয় পক্ষেরই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

এই জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে সর্ব্ববিষয়ে অন্তর্ভারত এবং বহির্ভারতের পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবার যুগে জাতির এই সঙ্কটসঙ্কুল সন্ধিক্ষণে মনু শাসিত সমাজ অচল।

ডাঃ আমেদকর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের অভিযোগে সুবিধাবাদীগণের বিদ্রুপবাণই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ইহা হইতেই সুবিধাবাদীগণের মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট ধারণা সকলে করিয়া লইতে পারেন। পাছে সামাজিক আধিপত্য বা প্রভুত্ব লইয়া উচ্চবর্ণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় সুবিধাবাদীগণের মধ্যে এই আশঙ্কাই সর্ব্বাধিক প্রবল এবং তাহা (এই আশঙ্কা) দিন দিন বর্দ্ধিত হইবার ফলে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা সকলে (বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত) অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছি কি না ইহা কি আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন ?

সুবিধাবাদীগণ কোন্ শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যাইবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ব্যবহারাদির প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলে। তাঁহারা বড় বড় কথাতেই সকলকে ভুলাইতে চান। দান, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে জনমঙ্গলনীতিরই বিরোধী—ইহা দেখিয়াও

জনসাধারণ কোন প্রকার সাবধান হন না—ইহাই আশ্চর্য্য। বরং সামাজিক সকল ব্যাপারেই সুবিধাবাদীগণকে জড়িত করিয়া থাকেন।

যখন সুবিধাবাদীগণের হৃদয়হীন সয়তানি সাধনার নিকট শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, চৈতন্যের সার্ব্বজনীন প্রেম, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ বা বুদ্ধের মতবাদ, বিবেকানন্দের বাণী, দেশবন্ধুর দেশপ্রেম, সদাচার, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ডাক্তারী বা হাকিমী শাস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া তুলিতে অক্ষম, তখন সকলেরই উচিত শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণশাস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপ সচেতন হওয়া।

কোন শ্রেণী-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সকলেই যে সুবিধাবাদী হইবেন, এরূপ নহে, সুবিধাবাদীগণ সংখ্যায় অতি অল্প। কোন পল্লী বা গ্রামে সুবিধাবাদীগণ যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় ভুক্ত সেই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু লোকের বসতি থাকিতে পারে কিন্তু সকলেই সুবিধাবাদী নহেন—কোন গ্রামে, বা পল্লীতে সুবিধাবাদীগণের একটী, দুইটী বা ততোধিক ঘর বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যে স্থানের লোকসংখ্যা বেশী সেই স্থানে এক ঘরের পরিবর্ত্তে ২।৩ ঘর সুবিধাবাদীও থাকিতে পারেন। সুবিধাবাদীগণ স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেরও মঙ্গল দেখিতে পারেন না। কিন্তু স্বশ্রেণীর বিধবা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কৌশলে অপরের সকল সংবাদাদি লইয়া থাকেন।

সুবিধাবাদীগণ অপরের সকল সংবাদ রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত-- অপরের সকল সংবাদ না রাখিতে পারিলে তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগে না। কোন ব্যক্তি অতি কষ্টে দুই বেলা উদরের সংস্থান করিতেছে জানিতে পারিলে, সয়তানি সাধনা দ্বারা রোগে ভুগাইয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে সুবিধাবাদীগণের বেশী সময় লাগে না। যতদিন এক বাড়ীর লোক অপর বাড়ীর সংবাদ না পাইত এবং যতদিন under ground drain খুলিবার সময় মৃত্তিকাভ্যন্তরে অভিমন্ত্রিত অস্থি নিক্ষিপ্ত না হইত ততদিন কলিকাতার স্বাস্থ্য ভালই ছিল।

দেশ শাসন করিতে হইলে যেমন কোন স্থানের পুলিশ বা আদালত বিভিন্ন Jurisdiction ভাগ করিয়া লইয়া থাকেন, সুবিধাবাদীগণ সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও গ্রাম, পল্লী বা বিভিন্ন স্থান সেইরূপ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহাদের Jurisdiction এ (অর্থাৎ তাঁহারা যে গ্রাম বা পল্লী আদিতে বাস করেন, সেই সমস্ত গ্রাম বা পল্লী আদিতে) যত্রতত্র অভিমন্ত্রিত অস্থি স্থাপন করিবার ফলে তৎস্থানস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব স্থাপন প্রভৃতি বহু অসাধ্য কার্য্যও তাঁহাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়া থাকে। কাহারও Jurisdiction এর মধ্যে কোন মেধাবী ছাত্র প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ থাকিলে তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব

হয় না। যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, অথর্ব্ব, পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য, ক্ষমতাহীন ব্যক্তিগণের রোগ অকালমৃত্যু নাই বলিলেই চলে—কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অধিক সেই সকল যুবকাদির মধ্যেই রোগ, অকালমৃত্যু অধিক সংঘটিত হইতেছে। যিনি অর্থবান বড় বড় রোগে তাঁহার অর্থ ক্ষতি হইতেছে। ইত্যাদি। এই প্রকারে সুবিধাবাদীগণ স্ব স্ব আধিপত্য বা প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য নিজেদের Jurisdiction এ কার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের মধ্যে রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা, অনর্থক অর্থ ব্যয় প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয় না। একস্থানস্থিত সুবিধাবাদীগণের সহিত অন্য স্থানস্থিত সুবিধাবাদীগণের একতা অত্যধিক। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন।

সুবিধাবাদীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই অধিক হিংসাপরায়ণ—অপরে কি করিতেছে না করিতেছে তাহা বাটীতে বসিয়া ইঁহারা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখেন ও সংবাদ লন,—কিন্তু নিজ সংসারের প্রকৃত সংবাদ ইঁহারা অপরকে দেন না। জানালা বা চিকের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র অপরের উপর ইঁহাদের দৃষ্টি কিরূপ পতিত হয় তৎসম্বন্ধে সকলের সজাগ হওয়া উচিত। ইঁহাদের দ্বারাই দেশমধ্যে রোগ অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে—ইঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই জপে ব্যস্ত থাকেন।……বিশেষতঃ ইঁহাদের পুত্রকন্যা বর্ত্তমান থাকিলে—অপর

ব্যক্তিগণের পুত্র কন্যাদের রোগভোগের আর সীমা থাকে না, বিশেষতঃ অপর ব্যক্তিগণের পুত্রকন্যারা যদি লেখাপড়া করিতে থাকে, অত্যন্ত সর্দ্দি, মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, টাইফয়েড্ রোগাদিতে ভুগাইয়া তাহাদের মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে বহুস্থানে অপর ব্যক্তিগণের পুত্রকন্যারা লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হয়। সুবিধাবাদীগণ অপরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, অপরের নিকট হইতে সেইরূপ ব্যবহার না পাইলে তাঁহারা কিছুতেই অপরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে নিবৃত্ত হইবেন না।

মস্তিষ্ক লইয়াই মানবের মনুষত্ব। সেই মস্তিষ্কের যাহারা বিকৃতিসাধন করিয়া দেয় তাহাদের অপেক্ষা সমাজের শত্রু আর কে থাকিতে পারে? জগতের আর কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে এরূপ ভীষণ শত্রু লক্ষ্য হয় কি? যেখানে এই প্রকার ব্যবহার বর্ত্তমান সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা সর্দ্দি আদিতে যতই ভুগিতে থাকুন, অপকারীর ব্যবহারের কথা যেন সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কার্য্য করেন— অহৈতুকী বিনয়ে অভিভূত হইলে অপকারী ব্যক্তি প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন অপকারের মাত্রা বর্দ্ধিতই করিয়া থাকে।

সুবিধাবাদীগণ প্রতি কার্য্যে আমাদের বৈশিষ্ট্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বলেন কিন্তু আমাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য যে কি তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা করাইয়া দেন না। জিজ্ঞাসা

করিতে পারি কি মানবহিতকর সার্ব্বজনীন কোন নীতি আদির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট ভেদনীতি, সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শিতা, পরশ্রীকাতরতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়াই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য নহে কি? এই সকল সুবিধাবাদীগণ জাতিতত্ত্ববিশারদ বা সমাজহিতৈষী বা ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া থাকেন।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে ব্যক্তিগতভাবে আমরা জগতের অন্যান্য যে কোন জাতির সহিত কোন অংশে হীন না হইলেও সমষ্টি হিসাবে আমরা কোন জাতির সহিত প্রকাশ্যে, সমকক্ষতা করিতে পারি না—পাঁচজনে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস করিয়া কোন একটা অনুষ্ঠান বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হিন্দুগণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। ইহার পশ্চাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বা শোণিত গত সম্বন্ধবোধের স্থায়ী অমঙ্গলজনক প্রভাব কতটা রহিয়াছে তাহা কি আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

অনেকে বলিয়া থাকেন বিদ্যায় বুদ্ধিতে ব্যক্তিগতভাবে আমরা জগতের অন্যান্য যে কোন জাতির সহিত কোন অংশে হীন নহি কিন্তু আগামী ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে সুবিধাবাদীগণের শয়তানী সাধনা প্রভাবে দেশের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য-হীনতা, রোগ, অকালমৃত্যু, সংঘটিত হওয়ায় দেশমধ্যে প্রজ্ঞা ও মনীষার যজ্ঞাগ্নি দিন দিন নির্ব্বাপিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহাদের সে ধারণা ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত

অপরে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবেন—বরং তাঁহাদের তিমির যারপর নাই বর্দ্ধিত হইবে। নিম্নবর্ণের উন্নয়নের জন্য উচ্চবর্ণ সদাচারাদির কথা উত্থাপন করিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ নিম্নবর্ণের ধূলিমলিন নগ্নপদ দূর করিবার প্রকৃত চেষ্টা অদ্যাবধি হইয়াছে কি ?

বহিঃশুদ্ধির দ্বারা অন্তঃশুদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক কিন্তু অন্তরকে পাপমুক্ত করাই প্রকৃত স্নান। আমাদের সামাজিক ব্যাপারে এনীতিপালন হয় কি ? আমাদের সামাজিক একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ বিধি, ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতিতে প্রকৃত সমাজ মনের শুচিতাকে বিশুদ্ধ করিবার প্রয়াস না করিয়া কেবলমাত্র সদাচারাদি বাহ্যিক ব্যাপারকেই সুবিধাবাদীগণ উচ্চে স্থান দিয়াছেন। তজ্জন্য মনস্বী এন্টিসমনিসের নিম্ন কথা মত কার্য্য করা আমাদের সকলের উচিত—'সমাজের যে শিক্ষা সত্য ও সুন্দর নহে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়াই প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার অন্যতম।"

"কন্‌ফুসিয়াস্ ও তাঁহার বাণী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—একদা একজন সামন্ত সর্দ্দার কন্‌ফুসিয়াস্‌কে বলিয়াছিলেন—"আমার রাজ্যের পল্লীবাসীগণ সৎ—যদি কোনও পিতা একটী মেষ চুরি করে, তাহার পুত্র তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।"

কন্‌ফুসিয়াস উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমার রাজ্যস্থ গ্রামবাসীদের সাধুতা ভিন্ন প্রকারের। পিতা তাঁহার পুত্রকে রক্ষা

করেন এবং পুত্রও তাহার পিতাকে রক্ষা করে। আমি ইহাকেই সাধুতা নামে অভিহিত করি।” সুবিধাবাদীগণ প্রবর্ত্তিত জন্মান্তরবাদ, অধিকারবাদ, বংশগতকর্ম্মবিভাগ (শোণিতগত সম্বন্ধের লোপ) পুরোহিত, ধোবা, নাপিত, মুচি, মেথর প্রভৃতি লইয়া পরস্পর পরস্পরকে ছোট বা হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস, নিম্নবর্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিকে উচ্চ বর্ণের কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তির অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন, জাতি বা জন্ম তুলিয়া গালাগালি, রূঢ়ভাষা প্রয়োগ, সর্ব্বোপরি শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির জন্য হিন্দুগণের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি, অন্তরের যোগাযোগ, দরদ সম্ভব হইতেছে না, এই সকল কারণে হিন্দুগণ আজ সামন্ত সর্দ্দারের রাজ্যের প্রজাগণের ন্যায় সৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—সামন্ত সর্দ্দারের প্রজা হইয়া পিতাপুত্র যেমন পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, বাঙ্গালী হিন্দুগণ বিশেষতঃ সুবিধাবাদীগণ সেইরূপ অপরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে, স্বজাতিদ্রোহিতা করিতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালীর এই প্রকার মনোবৃত্তির জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দায়ী নহে কি? বর্ণ হিন্দুগণের মনোবৃত্তি লইয়া সুবিধাবাদীগণ সমাজে যতদিন অবস্থান করিবেন ততদিন একে অপরের অনিষ্ট সাধন অবাধে করিতে থাকিবে,—ততদিন হিন্দুগণের একতা অসম্ভব।

এই প্রকার মনোবৃত্তির জন্য সুবিধাবাদীগণ সমাজের শিক্ষিত, বিদ্বান, চিন্তাশীল, ধনী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষ

ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, এই প্রকার অনুদার মনোবৃত্তির জন্য কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্য হইতেই সমাজপতিগণ নির্ব্বাচিত হইলে এক্ষণে চলিবে না। হিন্দু মহাসভা প্রভৃতিতে সকল বর্ণের সমান স্থান, সমান অধিকার যদি না থাকে তাহা হইলে সকল বর্ণের প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক সমুন্নতি প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্য সমানভাবে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে—উহা সাম্প্রদায়িক সভা নামেরই যোগ্য। যতদিন এই প্রকার সাম্প্রদায়িক সভা চলিতে থাকিবে ততদিন উপশাস্ত্র, অধিকারবাদ, নরক, পূর্ব্বজন্ম, পরকাল (জন্মান্তরবাদ) প্রভৃতির অজুহাতে নিম্নবর্ণগুলিকে হীন প্রতিপন্ন করিবার নীচ ষড়যন্ত্র চলিতে থাকিবে। আমাদের মত সঙ্ঘবদ্ধহীন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবনে অনিষ্টসাধন করিতে সুবিধাবাদীগণের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না।

সুবিধাবাদীগণ সমাজ শাসন করিতে চাহেন চালাকী এবং সয়তানি সাধনা দ্বারা। এই সুবিধাবাদীগণই সামাজিক একতার পরিপন্থী, ইঁহারাই সমাজদ্রোহী, স্বধর্ম্মদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, এবং পরোক্ষভাবে রাজার রাজস্বের অপহারক।

দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য শক্তি সামর্থ দিয়া কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা দূরে থাকুক, স্থান বিশেষে গোটা কয়েক মিষ্ট কথায় পরের দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইবার ক্ষমতাও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের (তথা সুবিধাবাদীগণের) দেখা যায় কি? ডাঃ

আমেদকর আজ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত জীবনে কেবলমাত্র আচার গত এবং নৈতিক উন্নতি লাভ করিয়া টিকিয়া থাকা অসম্ভব। তজ্জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের উচিত স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায়, স্বজাতি, স্বসমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনক-গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা—আর সে পন্থা হইতেছে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচলন।

প্রকৃতবিদ্যা (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষা দীক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, অসমতা, একদেশদর্শিতা, কূপমণ্ডূকতা, সঙ্কীর্ণতা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা গুণগত অধিকারের পরিবর্ত্তে বংশ-গত, জন্মগত অধিকার প্রভৃতির জন্যই স্পন্দনকারী হৃদয় থাকিলেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সহানুভূতি নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেও আমাদের কোন সংহতি শক্তি নাই, গতিশীল দেহ থাকিলেও আমাদের কর্ম্ম প্রবণ প্রাণ নাই, শরীরে ক্ষুধা থাকিলেও আহারে তৃপ্তি নাই. ভূমিসম্পদ থাকিলেও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। এদেশ বহু নীরব সাধক, ত্যাগবীর, দিকপাল প্রভৃতির আবির্ভাবে ধন্য হইলেও,—লোকহিতব্রতী মহাপুরুষগণের জীবন ধারায় সঞ্জীবিত হইলেও আমরা অর্থাৎ দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাই। এমত অবস্থায় প্রতিকারের একমাত্র পন্থা শব্দ-

রূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচলন। এই বিদ্যার প্রভাবে আমরা তেজোময় স্বপ্রতিষ্ঠ জীবনের পরিপূর্ণ অনুভূতি লাভ করিব ইহাই ব্যষ্টি জীবনকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সামাজিক জীবনে সাম্যভাব আনিতে সক্ষম। এই বিদ্যার প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন উৎকর্ষতা লাভ করিয়া উন্নত, উৎকৃষ্ট, অনির্ব্বচনীয় সভ্যতার পত্তন করিবে। ইহারই প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল, অতীব গৌরবময়। ইহা যেন সর্ব্ব বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর এবং ব্যষ্টির মনে থাকে।

সুবিধাবাদীগণ অর্থ সামর্থ দিয়া অপরের সাহায্য করা দূরের কথা, সৎ পরামর্শ দ্বারা অপরকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতেও নারাজ, পক্ষান্তরে শক্তি সামর্থযুক্ত ব্যক্তিকে পরোক্ষভাবে অসৎ পরামর্শ দ্বারা জন্ম ভিখারীতে পরিণত করিতে ইঁহারা অদ্বিতীয়—সুবিধাবাদীগণ জন্ম ভিখারীর প্রশ্রয় দাতা। সমাজ মনকে সচেতন না করিয়া অচেতন করিয়া রাখাই সুবিধাবাদী-গণের একমাত্র উদ্দেশ্য। তজ্জন্য জন্মভিখারীদের ভিক্ষাবৃত্তি রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সুবিধাবাদীগণ প্রচার করিতে ব্যস্ত—"পরের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।" কিন্তু সুবিধা-বাদীগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে—তাঁহারা নিজেরাই এনীতি মানিয়া চলেন না। প্রকৃত

পক্ষে নিজেকে সাবধান করিবার জন্যই—আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইবার জন্যই অপরের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে।

শস্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা উত্থাপিত হইলে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে ভাবিয়া সুবিধাবাদীগণ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়েন—প্রকৃত পক্ষে সুবিধাবাদীগণ বাঙ্গালার মেরুদণ্ড কৃষক কুলের সুখ সুবিধার বিষয় ভাবিতে নারাজ।

জীবন যুদ্ধে, শিক্ষা বিস্তারে, শিল্পে, ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে দেশবাসীকে বা সমগ্র সমাজকে নব উদ্যম নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সমাজ মনের চেতনা সঞ্চার করিতে সুবিধাবাদীগণ কখন ইচ্ছুক নহেন।

সুবিধাবাদীগণের মতের অদ্ভুত ডিগ্‌বাজি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে বুঝিতে পারিবেন—ইহার মূলে হয় সুবিধাবাদী-গণের নিজেদের স্বার্থ বিদ্যমান, নয় তাঁহারা এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছেন যাহার ফলে পরোক্ষভাবে অপকার সাধিত হইয়া জনসাধারণ স্থায়ীভাবে নৈতিক, শারীরিক প্রভৃতি ব্যাপারে ক্রমশঃ হীন বল হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য জনসাধারণের উচিত কোন বিষয়ের আলোচনায় ভাবাতিশয্য পরিহার করিয়া যথার্থ তথ্য নিরূপণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া। সার্ব্বজনীন উন্নতিমূলক কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইলে সুবিধাবাদীগণ হাস্য পরিহাস দ্বারা কৌশলে তাহা চাপা দিবার ব্যবস্থা করেন।

সুবিধাবাদীগণ বয়সের সহিত বুদ্ধির অকাট্য সম্পর্কস্থাপন করিতে প্রয়াসী। জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর সহিত মান, সম্ভ্রম, বিদ্যাবুদ্ধি, আধিপত্য, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তির সংযোগ স্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে গড্ডালিকা প্রবাহে পরিণত করিতে তাঁহারা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন।

কোন শিকারী বা ব্যক্তি কোন সাহসিক কার্য্যে দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ শিকার প্রভৃতির হস্তে কোন ক্ষেত্রে যদি প্রাণ হারান, সুবিধাবাদীগণ—"সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়" এই প্রবাদটী প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীকে ভীতু, অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতে ভুলেন না। যে জাতির মধ্যে এই প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরই আধিপত্য এবং যে জাতি এই প্রকার কুচক্রী ব্যক্তিগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইয়া আসিতেছে, সে জাতির দুর্ভাগ্য নয় ত কি বলিব ?

পক্ষান্তরে জগতের অন্যান্য জাতিবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-গণের মনোভাব লক্ষ্য করুন। সাবমেরিণ, এরোপ্লেনাদির সাহসিক কার্য্যে, মেরু বা মরুভূমি অভিযানে, পর্ব্বত লঙ্ঘনে, বিজ্ঞানাদির জন্য জীবনাহুতি দিতে তাঁহারা কিছুমাত্র পশ্চাদপদ নহেন।

কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, ভেদনীতি, উপশাস্ত্রের অহেতুক উচ্ছাস প্রভৃতিকে ধর্ম্মের নামে চালাইয়া দিতে সুবিধাবাদীগণ সর্ব্বদাই চেষ্টিত। তজ্জন্য আমাদিগকে বাস্তবতাযুক্ত আদর্শবাদী হইতে হইবে।

সুবিধাবাদীগণ সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুবিধাবাদীগণের অধীনে যদি কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি সাধন হইতেছে কি না? মনের স্বচ্ছন্দ মিলিতেছে কি না?

সুবিধাবাদীগণ একস্থানে স্বশ্রেণীর অধিক ব্যক্তির বসতির পক্ষপাতি নহেন। তাঁহারা এতই স্বার্থান্ধ যে একই স্থানস্থিত স্বশ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মঙ্গল বা অভ্যুদয়ও দেখিতে পারেন না। এজমালী সম্পত্তির অংশীদার হইলে অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি বা পরধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মামলা মোকদ্দমা, কলহাদি বাহ্যিক ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হয় কিন্তু সুবিধাবাদীগণ নিজ সম্পত্তির জন্য, স্বার্থের জন্য, প্রভুত্বের জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে লোকচক্ষুর বহির্ভূত গোপন আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা অভিপ্সিত ব্যক্তিকে রোগাদিতে পীড়িত করিতে এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন। প্রতীচ্য বিদ্যা (সুবিধাবাদীগণ যাহাকে আসুরিক বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন) এবং প্রাচ্যবিদ্যার মারাত্মক প্রভাবের ইহাই পার্থক্য। লোকলোচনবহির্ভূত এই প্রকার আভিচারিক ক্রিয়াই (যাহাকে ব্রহ্মশাপ বলিয়া সাধারণে পূর্ব্বে জানিত) ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্ব প্রথম এবং প্রধান সমস্যা।

এই সকল কারণে সুবিধাবাদীগণের বসতি একস্থানে

অধিক নহে কিন্তু সুবিধাবাদীগণ সংখ্যায় অতি অল্প হইলে কি হইবে, তাঁহাদের কৃত আভিচারিক ক্রিয়ার জন্য দেশ আজ উত্যক্ত-সন্ত্রাসিত। এসকল জানিয়াও দেশবাসী আজও সাবধান হইতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য। সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলিয়া সুবিধাবাদীগণের প্রতি দেশবাসী কোন লক্ষ্যই করেন না। ইহা কি সমীচীন? অল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য অধিকাংশ ব্যক্তি ধনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন—তথাপি অল্পসংখ্যক সুবিধাবাদীগণের প্রতি দেশবাসীর কোনও দৃষ্টি নাই। প্রাচ্যেই এরূপ সম্ভব। প্রতীচ্যে কখনও এরূপ সম্ভব হইতে পারে না।

যাঁহারা স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায়ের অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সহিত একস্থানে শান্তিতে বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের বসতি দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিলে দেশের এবং দশের অমঙ্গল যারপর নাই সাধিত হইবে—তজ্জন্য দেশবাসীর পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া উচিত।

অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির ব্যক্তিবর্গ স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায় বা স্বজাতির ব্যক্তিবর্গের সহিত একস্থানে বসতি স্থাপন করিয়া থাকেন কিন্তু যেস্থানে নিজ শ্রেণীর কোনও ব্যক্তিবর্গ নাই সেইরূপ স্থানে সুবিধাবাদীগণ নূতন বসতি স্থাপনের পক্ষপাতী এবং উদেযাগী, লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন। বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিবর্গের উপর (অন্যায়ভাবে যত্রতত্র

কীলকশল্য স্থাপন দ্বারা উহার প্রভাবে) প্রভুত্ব স্থাপনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে কি ? ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত এই সকল সুবিধাবাদীগণের মধ্যে আন্তরিক দরদ, মমত্ববোধ (বাহ্যিক বা মৌখিক দরদ ইহাঁরা কখনও দেখান না), পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতি অনুকরণীয়।

অপরাপর ব্যক্তিবর্গের উপর সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্ব স্থাপন মানসে তাহাদের বাসস্থানে কৌশলে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে শল্য স্থাপনের আন্তরিক ইচ্ছা সুবিধাবাদীগণ অতি সযতনে অন্তরে পোষণ করেন এবং সুবিধা পাইলেই তাঁহারা নিজেদের কার্য্য হাঁসিল করিয়া লন। এমত অবস্থায় প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী বা স্থানের ব্যক্তিবর্গের (শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের) উচিত—তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণী, সম্প্রদায়, এবং জাতি নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া এক একটী রক্ষা সমিতি স্থাপন করা। এই সমিতির লক্ষ্য হইবে অমঙ্গল জনক অস্থি বা অভিমন্ত্রিত কীলক সকলের ভয়ঙ্কর জীবননাশকর প্রভাবের বিষয় জনসাধারণকে অবগত করাইয়া দেওয়া—যে সমস্ত স্থানে বিশেষতঃ বাসস্থানে অমঙ্গলজনক কীলকশল্য স্থাপিত আছে বলিয়া অনুমিত হইবে সকলের আন্তরিক সমবেত প্রচেষ্টায় তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া সেই সমস্ত স্থান বাসযোগ্য করিয়া ফেলা; সুবিধাবাদীগণ যে সমস্ত অজ্ঞ, মূর্খ, হিংস্রপ্রকৃতির ব্যক্তি বা বিধবাগণের দ্বারা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য হাঁসিল করিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। লক্ষ্য

করিলে আরও বুঝিতে পারিবেন যে সুবিধাবাদীগণ অজ্ঞ, মূর্খ, হিংস্রপ্রকৃতির অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সহিতই গোপনে অধিক মিশিয়া থাকেন। সর্ব্বোপরি সুবিধাবাদীগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কীলক এবং অকীলক শল্যই সুবিধাবাদীগণের বল,—উহাই অপরের উপর সুবিধাবাদীগণের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রধান সম্বল। কীলকশল্যাদি স্থাপনের জন্য বা স্থাপনের সাহায্য করণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করি।

সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে যে বাটীতে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, উপযুক্ত ব্যক্তিগণ বেকার অবস্থায় বাটীতে বসিয়া থাকেন, তাঁহারা উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আভিচারিক ক্রিয়ায় পারদর্শী হইয়া ভবিষ্যতে সুবিধাবাদীগণের আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন—এই কারণে অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির শিক্ষিত, চিন্তাশীল, বেকার ব্যক্তিগণ সুবিধাবাদীগণের আভিচারিক প্রচেষ্টায় অকালে ইহজগত হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইতেছেন কি না তাহা কি আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন? সংসারের সুগৃহিণী, বিচক্ষণ, বিবেচক, চিন্তাশীল উপায়ক্ষম, শিক্ষিত, উপযুক্ত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল, কুল, শ্রেণী, সম্প্রদায়, এবং জাতির তিলক,

গৌরব যাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি বহু পরিমাণে বিদ্যমান, যুবক প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরই অকালে অন্তর্ধান ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এইপ্রকার অকালমৃত্যু, স্বাস্থ্যহীনতা, রোগাদির জন্যই আমাদের তথা বাঙ্গালীর দরিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আর সুবিধাবাদীগণ এপর্য্যন্ত স্বধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায়, এবং জাতিকে বুঝাইয়া আসিয়াছেন, যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিসর্জ্জন দিয়া যোগ্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকেই রাজকার্য্যাদিতে বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে আভিচারিক ক্রিয়ার ফলে যদি অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির যোগ্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে অকালে শমনসদনে প্রেরিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সুবিধাবাদীগণের মত উপযুক্ত ব্যক্তি থাকা কি প্রকারে সম্ভবপর? এমত অবস্থায় যোগ্যতার কথা উঠিতেই পারে না এবং অপরাপর শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির পক্ষে কমুন্যাল এওয়ার্ডের পক্ষপাতী হওয়াই সমীচীন।

শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা সুবিধাবাদীগণ দেশবাসীকে অনেকস্থলে সর্দ্দি, বাত, অর্শ, অম্ল, ধাতুক্ষয়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগে ভুগাইয়া চা, আফিম, সিদ্ধি (মাদুলি, বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গুরীয়ক, শিকড়) প্রভৃতি সেবন ও ধারণ করিতে বাধ্য করিয়া অতিশয় নেশার বশবর্ত্তী করিয়া তুলিবার পর তাঁহাদের সয়তানি সাধনা কম করেন (অবশ্য কতকগুলি শিকড়, আঙ্গটী; ঔষধাদির যে গুণ নাই তাহা নহে,

তবে শব্দরূপ ব্রহ্ম বা মন্ত্রের নিকট ইহার প্রভাব অত্যন্ত কম)। এই শয়তানি সাধনাদির জন্যই পূর্ব্বাপেক্ষা মাদুলি আঙ্‌টী, আফিম, সিদ্ধি, ঝিনঝিনে রোগের জন্য আঙ্গুল বন্ধনী প্রভৃতির প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

উচ্চবর্ণ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং গুরুজনদিগের নিকট বিনয়ী হওয়া, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য কিন্তু ঐ সকল উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গ বা বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরুজনগণ তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি শয়তানি সাধনা প্রয়োগ করিয়া অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন কিনা সে বিষয়েও সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—এরূপ আশঙ্কা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে জনসাধারণের উচিত সকলে মিলিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করা—তখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরুজন বা উচ্চবর্ণ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য না রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে—কারণ এরূপ অবস্থায় অহেতুক গুরুভক্তির দ্বারা চালিত হইলে আত্মরক্ষা করিতে কেহই সমর্থ হন না। হউন তিনি উচ্চবর্ণ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা গুরুজন, যিনি যেরূপ ব্যবহার করিবেন তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম—সর্ব্বোপরি আত্মরক্ষার পন্থা অবলম্বন করাই পরম ধর্ম্ম। অহেতুক গুরুভক্তি, অন্ধ বিশ্বাস বাঙ্গালা দেশের যে কি পরিমাণ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন—জনসাধারণের উচিত সুবিধাবাদীগণের সকল কর্ম্মে চক্ষু ও মন প্রদান করা। একলব্যের

গুরুদক্ষিণায় সকলে বাহবা দিবেন কিন্তু এরূপ শিষ্যের বৃথা শক্তি-ক্ষয়ের জন্য তাঁহার দাস মনোবৃত্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় কি ? আর যিনি গুরু তিনি শিষ্যের শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধনে বাধা দিবেন এ কি রকম কথা ? যিনি শিষ্যের বৃথা অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারেন—তিনি কিরূপে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন ? শক্তির এরূপ অপব্যবহার প্রাচ্য তথা ভারতেই সম্ভব।

সুবিধাবাদীগণ অপরের স্বার্থের প্রতিকূলে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে, মূর্খ, অজ্ঞ ব্যক্তি, বিধবা স্ত্রীলোকাদির দ্বারা সহস্রশীর্ষ জনরব প্রচারে অদ্বিতীয়।

সুবিধাবাদীগণ অপরের আত্মসম্মানে আঘাত করিতে অদ্বিতীয়। ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া, পরিহাসচ্ছলে বহুবিধ অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া সার্ব্বজনীন মঙ্গলজনক কার্য্য বা প্রকৃত আবশ্যকীয় বিষয় উত্থাপন বা আলোচনা করিবার অবসর না দিতেও সুবিধাবাদীগণ অদ্বিতীয়।

সংক্রামক ব্যাধি, প্লাবন, প্রভৃতি দ্বারা কোন স্থান সঙ্কট-জনক অবস্থায় উপনীত হইলে বা কোন সার্ব্বজনীন কার্য্য উপস্থিত হইলে মহৎ ব্যক্তিগণ তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রমাদি অনুকরণীয় এবং প্রশংসার যোগ্য, এই প্রকার যুক্তিজাল বিন্যাস করিয়াই সুবিধাবাদীগণ ক্ষান্ত হন। কিন্তু যখন নিজ পল্লী, গ্রাম বা দেশ ঐপ্রকার কোন সঙ্কটজনক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন নিজেদের কোন কর্ত্তব্য আছে

বলিয়া সুবিধাবাদীগণ বিবেচনা করেন না এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র উপদেশক সাজিয়া অপরের কার্য্যকলাপ সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হন—কখন কখন অন্যায় সমালোচনায় আক্ষেপ করিয়া মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিতেও সুবিধাবাদীগণ পশ্চাৎপদ হন না—এরূপ সুবিধাবাদীগণ মনেপ্রাণে হিংসাপ্রবণ, স্বার্থপর ; স্বকার্য্যসাধন বোধ ইহাদের মধ্যে অত্যধিক তীব্র। দেশবাসীর উচিত এরূপ ব্যক্তিকে চিনিয়া রাখিয়া ইঁহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা এবং ইঁহাদের বচন দ্বারা অভিভূত না হইয়া কর্ম্ম দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের পার্থক্য করা।

সুবিধাবাদীগণ কেবলমাত্র অতীতযুগের কথা স্মরণ করাইয়া জনসাধারণকে চিরদিন নিশ্চেষ্টতার ভিতর—প্রাণহীন অবস্থায় রাখিবার প্রয়াসী। ব্রাহ্মণ্য শক্তির স্ফূর্ত্তিসাধন ব্যতীত জনসাধারণের অতীতই বা কি, আর পূর্ব্ব গৌরবই বা কি ?—ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য। সকল বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অক্ষমতার প্রতিকার না করিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত রাখিয়াই সুবিধাবাদীগণ নিশ্চিন্ত—তজ্জন্য আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে—বর্ত্তমানের আশায়, নিজের সত্তায় বা অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র অতীতকে সম্বল

করিবার মনোবৃত্তি আমাদিগকে যেন পাইয়া না বসে। ভরতের মত ভ্রাতৃপ্রীতি যদি না থাকিল, দধিচীর মত যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলাম, ভীমার্জ্জুন যদি নাই হইতে পারিলাম, ব্যাস, বাল্মীকী প্রভৃতি ঋষিগণের মত যদি সাধনা তপস্যা না করিতে পারিলাম, তবে ভরতের সৌভ্রাত্র, দধিচীর ত্যাগ, ভীমার্জ্জুনেব বীরত্বকাহিনী প্রভৃতি ভাবিয়া কোন লাভ আছে কি? প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদীগণ প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ না করিয়া "আহ্লাদে", "আব্দারে," "অপদার্থ," করিয়া রাখিয়া আমাদের মধ্যে অক্ষমতা আনয়ন করিবারই পক্ষপাতী।

সুবিধাবাদীগণ সমাজের ভিন্নস্তরের লোকদিগকে কথায় বার্ত্তায়, আচার, ব্যবহারে, সামাজিকতায় "খাটো" করিয়া রাখিবারই পক্ষপাতী—এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে এরূপ ব্যবহার আত্মঘাতী—সামাজিক একতার অন্তরায়। ছেলেমেয়েরা চাহে পিতা মাতার গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করিতে—কারণ ইহা তাহাদের স্বভাব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরাও চাহে তাহারা তাহাদের স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায় এবং স্বজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করিতে। তাহাদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে তাহারা সুবিধাবাদী-গণের নিকট "খাটো" বা সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া দেখিতে বা প্রতিপন্ন করিতে চাহে না। শ্রাদ্ধ বিবাহাদির কার্য্যে নিম্নবর্ণ যেমন উচ্চবর্ণের কোন ধার ধারেন না, সেইরূপ আত্মসম্মান-বোধ জাগ্রত করিতে, প্রকৃত শিক্ষায় (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা-

শিক্ষায়) দীক্ষায় প্রভৃতি ব্যাপারে নিম্নবর্ণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে; নিম্নবর্ণ চাহেন স্বসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে।

সুবিধাবাদীগণ বলিয়া থাকেন—"আমরা যত বেশী লেখা-পড়া শিখিয়া শিক্ষিত হইতেছি, ততই আমাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতেছে।" অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহারা দেশবাসীকে বুঝাইতে চান—লেখাপড়ার ধার না ধারিয়া মূর্খ হইয়া থাকিলে আমরা স্বাস্থ্যে অটুট থাকিব। কি আত্মঘাতী পরামর্শ।—তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের শয়তানি সাধনার বিষয় স্বীকার করিবেন না। এরূপ আত্মঘাতী পরামর্শ জগতে আর কোন জাতি তাহার স্বজাতিকে পরিবেশন করেন, তাহা আপনাদের জানা আছে কি? অন্যান্য জাতির ব্যক্তিবৃন্দ শিক্ষার বহুল প্রচারে দিন দিন দীর্ঘায়ুলাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশের ফল ভিন্নরূপ ধারণ করে কেন? তাহা কি আপনারা আজও বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না? নীতি ও ধর্ম্মহীনতাপূর্ণ স্বার্থপর বচনবাগীশদের এই প্রাধান্যের যুগে শিক্ষা বিশেষতঃ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাই আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইলে সুবিধাবাদীগণের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে এই আশঙ্কায় সুবিধাবাদীগণ শিক্ষার বহুল প্রচারের পক্ষপাতী নহেন।

সুবিধাবাদীগণ প্রমাণ করিতে চান—"নারীর সতী ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছা উচ্চশিক্ষালাভে কিম্বা শিক্ষিতা মহিলা-

গণের সহবাসে পুষ্টিলাভ করে না।” সুবিধাবাদীগণ শিক্ষাকে প্রাক্তন টোল, পাঠশালার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবারই প্রয়াসী। তজ্জন্য অন্তর্দৃষ্টিবর্জ্জিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, বুদ্ধি বিবেচনাদির দ্বারা চালিত না হইয়া যুক্তি প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভাবের প্রবাহে চালিত হওয়া কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির উচিত নহে।

বিশ্ব পণ্ডিতমণ্ডলীতে যাঁহারা স্থানলাভ করিবার যোগ্যপাত্র এরূপ ব্যক্তি যদি সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হন এবং তিনি যদি কোন সামাজিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করিতে যান তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া নিজেদের প্রভুত্বের হানি হইবে ভাবিয়া সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের মোড়লী করিবার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে পারেন না। এমত অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সুবিধাবাদীগণের কোন সংস্পর্শে না থাকা এবং সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিনা কারণে রোগ, অকালমৃত্যু সংঘটিত করিতেছেন কিনা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। যদি এরূপ আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে তৎক্ষণাৎ যে কোন প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করা একান্ত আবশ্যক। কারণ যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম—তাহা না করিলে মৃত্যু নিশ্চিত।

সমাজের গঠন মূলক কোন কার্য্য অবলম্বন করিলে এবং শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় ব্রতী হইলে সুবিধাবাদীগণ সাধারণের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য তাহাদিগকে সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলেন—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিবেন। আমাদের সুবুদ্ধি বা সদিচ্ছার গোশকট অতি মন্থর গতিতে চলিয়া থাকে—কিন্তু সুবিধাবাদীগণের চতুরতা বিদ্যুৎ গতি প্রাপ্ত হয়—ইহা যেন আমাদের ভালরূপই সর্ব্বদা মনে থাকে—তবেই আমরা সুবিধাবাদীগণের চতুরতা ধরিতে সক্ষম হইব ;--অন্যথায় সুবিধাবাদীগণের তীক্ষ্ণবাক শর সন্ধানের সম্মুখে এবং কূট কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার পন্থাবলম্বনের নিকট হতবাক হইয়া থাকিয়া আমাদের মস্তক কণ্ডূয়ন করাই সার হইবে। পরিশেষে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার নিকট অতীত এবং বর্ত্তমানের ন্যায় সকলকে (অর্থাৎ অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির উপযুক্ত ব্যক্তি-গণকে) ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া কাহারও মস্তক উত্তোলন করিতে হইবে না। সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনাই (যাহাকে জনসাধারণ ব্রহ্মশাপ বলিয়া অভিহিত করেন) ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান সমস্যা।

ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে (কেবলমাত্র পাশ্চাত্য দেশ বলিতে চাহি না) কেবলমাত্র ধন বণ্টনের অন্যায় নিরাকরণের দ্বারা ধনিক ও শ্রমিক সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় কিন্তু

ভারতে সুবিধাবাদীগণের সহিত জনসাধারণ এবং রাজশক্তির যে সমস্যা, তাহা অতি ভয়ঙ্কর, অতি জটিল। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে হইবে। তজ্জন্য জনসাধারণের উচিত রাজশক্তির সহিত সর্ব্ব প্রকারে সহযোগিতা করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট এবং একান্ত যত্নবান হওয়া। রোগ, স্বাস্থ্য-হীনতা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতিতে প্রজা সাধারণের শক্তির অপচয় ঘটিলে রাজ শক্তিরই পরোক্ষভাবে ক্ষতি হইয়া থাকে।

জগতে এমন কতকগুলি লোক বর্ত্তমান যাহারা মৃণালে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক এবং কুসুমে কীটই দেখিতে পায়, সেইরূপ সুবিধাবাদীগণ সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকের মধ্যে জন্মান্তর-বাদ, কর্ম্মফল, অধিকারবাদ প্রভৃতির অজুহাতে সর্ব্ব বিষয়ে কেবলমাত্র অক্ষমতাই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু জনসাধারণ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হইলে বিশেষতঃ সুবিধা-বাদীগণের সয়তানি সাধনার বিষয় সচেতন হইলে, সুবিধাবাদী-গণ বুঝিতে পারিবেন—তাঁহাদের ন্যায় জনসাধারণের মধ্যেও সকল ক্ষমতা বর্ত্তমান—জনসাধারণও তাঁহাদের মত মানুষ।

সুবিধাবাদীগণ বলিয়া থাকেন—"শ্রী ও লাবণ্য হীনা মেয়েদের সংখ্যা ক্রম বর্দ্ধমানা দেখিয়া প্রতীত হইবে—জন্ম নিরোধ বিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদর্শী।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুবিধাবাদীগণের শয়তানী সাধনার জন্যই দেশের জনসাধারণ দিন দিন রোগার্ত্ত,শীর্ণ,মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে, (সুবিধাবাদীগণ

ব্যতীত) আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু এরূপ হইবার প্রকৃত কারণ তাঁহারা কখনই উত্থাপন বা প্রকাশ করেন না।

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা গবেষণাকারীগণ আমাদের দেশের প্রসূতি মৃত্যুর হার যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা সংবাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—"য়ুরোপের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তথায় প্রতি দশ হাজারে ৬৬ জন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৮৩ জন। কিন্তু ভারতে প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা প্রতি দশ হাজারে গড়ে প্রায় ২৪৫ জন! ভারতের মধ্যে আমাদের ৩১টী চা বাগানের প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ৪২০ জন!!!"

"সর্ব্বদেশে শিশুমৃত্যুর হার হইতেই জাতির স্বাস্থ্য নিরূপিত হয় কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশকে টেক্কা দিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে প্লেগ ও বসন্তের মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে সমগ্র ভারতে যত মৃত্যু হইয়াছে, মাত্র এক বৎসরের মৃতা প্রসূতির সংখ্যা প্রায় তাহার সমান!!!"

এই উদ্বেগজনক শিশুও প্রসূতিগণের অকালমৃত্যুর প্রতি কেবলমাত্র লক্ষ্য করিলে চলিবে না—গোবৎস, আসন্ন প্রসবা

বা সদ্য প্রসূতা গাভীর অকালমৃত্যু কত অধিক সংঘটিত হইতেছে এবং কেন সংঘটিত হইতেছে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিলাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে বসন্ত রোগ ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪৭৬৪, ১৯৩৩ খৃঃ ৬২৭, ১৯৩৪ খৃঃ সেই সংখ্যা নামিয়া ১৭৯ জনে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি সহরে বৎসর বৎসর বসন্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী সুবিধাবাদীগণের বিলাতে আবির্ভাব ঘটিলে, বিলাতও কলিকাতার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমানে বহু সুবিধাবাদী বিদেশে যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত কিনা তাহা Passport Departmentকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি।

রোগের প্রতিকারের জন্য কেবলমাত্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা রোগ প্রতিকারের চেষ্টায় যত্নবান হইতে হইবে। যে ডাক্তার বা ব্যক্তি, রুগ্ন ব্যক্তির রোগ মুক্ত করিবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মবিদ্যারও সাহায্য লইয়া থাকেন তাঁহার সহায়তার, তাঁহার পরামর্শের তুলনা জগতে নাই। এতবেশী ঔষধ, পথ্য, ডাক্তারী খরচ পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে কি? দিন দিন ডাক্তারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে,

তথাপি রোগ প্রশমিত না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কেন?

মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রভৃতি আবিষ্কারের দ্বারা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের নব নব তথ্য প্রচার দ্বারা চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনয়ন করিলেও ভারতে কিছুই হইবে না। ভারতে যুগান্তর আসিবে সেইদিন যেদিন জনসাধারণ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন। অনুন্নতগণের উন্নত হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা।

জনসাধারণকে সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিবার জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে সয়তানি সাধনার প্রভাবে প্রসূতিমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, শিক্ষিত, বিদ্বান, চিন্তাশীল, বিবেচক, প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু দ্বারা সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এবং প্রভুত্ব স্থাপনের ইহা এক অপূর্ব্ব কৌশল কি না তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার কি এখনও সময় আসে নাই? সুবিধাবাদীগণ স্ত্রীলোকদিগকে একান্ত মেয়েলি ভাবাপন্ন হইবারই উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রসূতিগণের মৃত্যুসংখ্যা এতাদৃশ বৃদ্ধি হইবার কারণ যদি সুবিধাবাদীগণের (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে) সয়তানি সাধনা বলিয়া অনুমিত এবং স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে (স্ত্রী সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যদি একান্ত মেয়েলি ভাবাপন্ন থাকিয়া (১) মুষ্টিমেয় অপকারী ব্যক্তিগণের অনিষ্টাচরণে প্রাণপণ বাধাপ্রদান

করিতে সাহস অবলম্বন না করেন এবং (২) চিরকাল অশিক্ষিতই থাকিয়া যান তাহা হইলে তাঁহারা কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। তজ্জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সময় বিশেষে স্ত্রীলোকগণেরও বিশেষ সাহস অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন হইলে তাঁহাদের আত্মরক্ষার সৎ সাহসও আপনা আপনি বর্দ্ধিত হইবে।

জনসাধারণকে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী করিয়া তুলিতে সুবিধাবাদীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান ধর্ম্মবিরোধী নহে—বিজ্ঞান ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাস সমূহের বিরোধী।

সুবিধাবাদীগণ বলিয়া থাকেন—কলিকাতা প্রভৃতি বহু জনাকীর্ণ সহর বন্দরে বাস করিয়াই লোক নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত, স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ূ হইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল স্থানে সুবিধাবাদীগণের সংখ্যা বেশী থাকায় এরূপ ঘটিতেছে কি না সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। ভারতের বাহিরে অন্যান্য সহরে এরূপ না হইয়া কেবল ভারতের সহরেই এরূপ হইবার কারণ কি ?

সুবিধাবাদীগণকে বলিতে শুনা যায়—“কোন কালেই মানুষের দুঃখের অন্ত নাই, সকলকেই সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, সম্পদের পর বিপদ, বিপদের পর সম্পদ, জন্মের পর

মৃত্যু ভোগ করিতে হয়, তজ্জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হয়েন না। যাহারা অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে তাহারা কখনও সুখী হইতে পারে না।" বেশ কথা। কিন্তু আমরা কৌপীনধারী বনচারী নহি, আমরা সাংসারিক জীব। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায়, স্বজাতি লইয়া আমরা বাস করি—একের দুঃখ কষ্টে অপরে ব্যথা অনুভব করিয়া থাকি। পরস্পরকে লইয়াই আমাদের জীবন। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?—পরস্পরের দুঃখ কষ্টে বিরাট মহাপ্রাণের প্রেরণা না জাগিলে কোন জাতিই জাতি হিসাবে বাঁচিতে পারে কি ? আত্মসর্ব্বস্ব, কৌপিনধারী বনচারীর উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র কথা শুনাইয়া আমাদের বহির্মুখীন করাই সুবিধাবাদীগণের এক মাত্র উদ্দেশ্য নহে কি ? কিন্তু সুবিধাবাদীগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন—যে কলিকালে সঙ্ঘবদ্ধতাই বল, সেই জন্য তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও বিভিন্ন স্থানের মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের সহিত তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অপরে যদি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে চেষ্টা করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার অভাবে, সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া তাহাদিগকে রোগাদি প্রভৃতি নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এমন কি বহু ক্ষেত্রে অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইতে হয়। সুবিধাবাদীগণ দেশের

অজ্ঞ আপামর জনসাধারণকে কেবলমাত্র পরকালের চিন্তাতেই মগ্ন রাখিয়া অর্থাৎ বহির্মুখীন করিয়া, নিজেরাই ইহকাল ভোগ করিতে চান, কিন্তু জনসাধারণ অজানিত পরকাল লইয়াই আজ সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না—তাহারা চাক্ষুস বাস্তবসত্তা ইহকালকেই সর্ব্বোপরি আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে—তাহারা চাহে এই চাক্ষুস বাস্তব সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াই ইহজগতের সহিত পরজগতের, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের এবং ভবিষ্যতের, নবীনের সহিত প্রবীণের, প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সুবর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করিতে। বর্ত্তমানের যাহা ভাল, পাশ্চাত্যের যাহা মঙ্গলদায়ক, প্রাচ্যের যাহা বীর্য্যপ্রদ, ইহজগতের যাহা জীবনপ্রদ সমস্তই তাহারা চাহে। তাহারা কেবল মাত্র পরকাল, অতীত বা একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ প্রাচ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মুখস্থিত মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র জল মধ্যস্থ (প্রতিবিম্বিত) বৃহৎ মাংসখণ্ড পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া কথামালার কুকুর সাজিতে তাহারা আর চাহে না এবং কোন প্রকারে রাজিও নহে।

সুবিধাবাদীগণ বলেন—ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদিগের ঘরে হাঁড়ি চড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি তাই—বরং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকেন—কল কারখানা স্থাপন, রেলওয়ে, মটর, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, ইলেকট্রীক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্রামোফন,

বেতারবার্ত্তা প্রভৃতির প্রচলন করিয়া নিজেদের অন্ন সংস্থান করিবার উপায় করিয়া লইতেছেন কিন্তু প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন তাহা সুবিধাবাদীগণ বলিয়া দিবেন কি? অন্নের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর যখন বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় তখন জনসাধারণের বেকার সমস্যার সমাধানের উপরই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। হস্তচালিত শিল্পাদির পরিবর্ত্তে কল কারখানা বিজ্ঞানাদির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিবার সুযোগ যতই অধিক লাভ করা যাইবে জনসাধারণের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরও অন্ন সমস্যার তত বেশী এবং শীঘ্র সমাধান হইতে থাকিবে। ভারতবাসী, হাবসী প্রভৃতি কলকারখানাদি আধুনিক বিজ্ঞান-বর্জ্জিত জাতি সকলের দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি হইবে। এই সত্য যতদিন আমরা উপলব্ধি করিতে না পারিব ততদিন পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা অতি অল্পই থাকিয়া যাইবে এবং ততদিন পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যে জনসাধারণের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দ্দশা, দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতাই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেবলমাত্র ধনী জমিদারগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা ধনী ব্যবসাদার, ইলেক্‌ট্রিক, টেলিফোন, গ্রামোফন, রেডিও, বেতারবার্ত্তা, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ট্রাম, মটর, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, ব্যাঙ্ক, কলকারখানাদির মালিকগণের সংখ্যা দেশে অধিক বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যক্ষ ভাবে

না হইলেও সুবিধাবাদীগণ জনশিক্ষার বিরোধী কিনা তাহা (তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দৃষ্টে) চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

গ্রামে গ্রামে হাঁসপাতাল, তীর্থে তীর্থে দেবালয়, ধর্ম্মশালা, পাড়ায় পাড়ায়—বাড়ী বাড়ীতে মন্দির প্রভৃতি সংখ্যাধিক্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্ব প্রথম পাড়ায় পাড়ায় উপযুক্ত লাইব্রেরী. শিক্ষায়তন (বিশেষতঃ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন) প্রভৃতির সংখ্যাধিক্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রকৃত শিক্ষার প্রচারেই দেশে স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু সেকেলে মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিশাল দান অধিকাংশ স্থলেই জলাশয় খনন, গঙ্গায় বিশ্রমাদির জন্য গৃহ নির্ম্মাণ, হাঁসপাতাল, দেবালয়, তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণগণকে ভূমি আদি দান প্রভৃতি কার্য্যেই নিবদ্ধ ছিল। তজ্জন্য মহাপ্রাণ বদান্য ব্যক্তিগণের চিন্তাধারা অধিকাংশক্ষেত্রে যাহাতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা প্রচারে ব্যয়িত হয় তাহার চেষ্টা করা সুধীজন মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে জনসাধারণ শিক্ষা পাইতেছে Life is nothing but a fickle dream। ইহাই কি প্রাচ্য শিক্ষা? কিন্তু পাশ্চাত্য জগতই এই চঞ্চল স্বপ্নময় জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন কর্ম্মদ্বারা। এ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি কথায়, প্রতি আচরণে, প্রতি গানে, প্রতি হাবভাবে ইহাই প্রকাশ

পায় না কি—যে তাহারা ইহজন্ম এবং নিজের শরীর সত্তার বাস্তবতা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পরজন্ম বা পরকালের চিন্তায় আকুল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা নিজ নিজ শরীর সত্তাকে অবহেলা করিবার যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা কি শিক্ষার নামের যোগ্য হইতে পারে? দেশের বিরাট অংশকে অলস, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ করিয়া রাখিবার জন্য দায়ী কে - ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? জনসাধারণকে মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কে? পাশ্চাত্য শিক্ষা না এদেশের প্রচলিত (সুবিধাবাদীগণ প্রচারিত) শিক্ষা? এক্ষণে ইংরাজজাতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জগতের বিভিন্ন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া জনসাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই কি? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জনসাধারণ তাহাদের বর্ত্তমান স্বরূপ, তাহাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় একদেশদর্শীতা, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে এই আশঙ্কায় সুবিধাবাদীগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘোর বিরোধী নহেন কি? পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মনোবিজয় করিতে পারেন নাই, প্রাচ্যই (তথা সুবিধাবাদীগণই) প্রাচ্যের (দেশের মেরুদণ্ড—বিরাট অংশ অজ্ঞ জনসাধারণের) মনোবিজয় (Cultural conquest) করিয়াছেন এবং করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দেশের অধিবাসী একবেলা উদরপূর্ত্তি করিতে পারে না, যে দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ,

অজ্ঞতা, রোগ, শিশু-প্রসূতিমৃত্যু, অকালমৃত্যু লাগিয়াই আছে সে দেশে এরূপ শিক্ষা কি জীবনপ্রদ? বাস্তবরূপ খাঁটি সত্তা বা সত্যকে পরিহার করিয়া কল্পনার রঙীন পাখায় ভর করিয়া পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া,—পরকালের ভবিষ্যৎ আশার কুহকে পড়িয়া দ্রুত ছুটিতে আপামর জনসাধারণ আর রাজি নহেন। আমরা অজ্ঞাত শ্রেয় বস্তুর আশায় প্রেয় বস্তু ত্যাগ করিতে কখনই ইচ্ছুক নহি–আমরাপ্রথমে প্রেয় চাই পরে শ্রেয়ও চাই,—পাশ্চাত্য শিক্ষা ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে— প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয় চাহি না, আর শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়াও প্রেয় চাহি না। আমরা প্রথমে ইহকাল চাই, পরে পরকালও চাই—ইহকাল বা ইহজগত বা নিজের শরীর সত্তা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পরকাল বা পরজগত চাহি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রাচ্যের সুবিধাবাদীগণ প্রচারিত শিক্ষা জনসাধারণকে এ পর্য্যন্ত ইহার বিপরীত শিক্ষাই দান করিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য জনসাধারণ আজ বহির্মুখীন। বর্ত্তমান জগতকে উপেক্ষা করিবার ফল আমাদের পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। আমরা সকলে অমৃত-প্রাপ্ত ঋষি নহি যে পরম বস্তু লাভের জন্য লোটা, কম্বল সার করিতে হইবে, আর স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, ধন, সম্পত্তি সমুদ্রের অতল তলে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। পরলোকের চিন্তা করিতে হইলে অমৃত-প্রাপ্ত

ঋষিরও যে উদরে অন্ন চাই, তাহা চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও আজ আমাদের লোপ পাইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, কেবলমাত্র পরলোকতত্ত্ব প্রচারক ঋষি অপেক্ষা জীবনবীমার তথ্য আবিষ্কারক বা প্রচারক ইংরাজ, জার্ম্মান, আমেরিকান প্রভৃতি মনীষী, মানব সমাজের অনেক অধিক কল্যাণই সাধন করিয়া থাকেন। কারণ এক ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে কেবল ভীতির সঞ্চার করিয়াই ক্ষান্ত, আর অপর ব্যক্তি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ের মধ্যে ভীতি দূর করিতে তৎপর। কল্পনা লোকে একটী বৃহৎ সম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা চাক্ষুস বাস্তব জগতে এক ছটাক জমির উপরে অধিকার পাওয়া অনেক ভাল এবং আকাঙ্ক্ষিত। আবার বলিব, প্রাচ্যের জনসাধারণের মনোবিজয় (Cultural Gonquest) প্রাচ্যই করিয়াছে, পাশ্চাত্য করিতে পারে নাই। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের প্রকৃত চক্ষু উন্মীলিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। তজ্জন্য ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাই ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা হওয়া একান্ত আবশ্যক, কারণ উক্ত ভাষার সঙ্গে আমরা জাগতিক সার্ব্বজনীন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার অধিক সুযোগ লাভ করিতে পারিব। পৃথিবীর প্রায় চারি আনা অংশ বৃটীশ অধিকৃত এবং এই বৃটীশ পতাকাতলে উনপঞ্চাশ কোটী লোকের বাস। পৃথিবীর অর্দ্ধেক সংবাদপত্র ইংরাজি ভাষায় মুদ্রিত এবং পৃথিবীতে যত পত্র লেখা হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ

ইংরাজিতেই লেখা—যে ভাষার এরূপ বহুল প্রচলন সেই ভাষার সাহায্যে জগতের সার্ব্বজনীন ভাবধারার সহিত শীঘ্র এবং সহজে পরিচিত হওয়াই সম্ভব,সেই ভাষাই আমাদের সার্ব্বজনীন ভাষা হওয়াই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মাতৃ জাতির উপর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি কোন অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ তুরীয়ানন্দে বিভোর থাকিয়া স্বাধিষ্ঠান ভূমিতে অবস্থান করিতে পারেন কিম্বা শিয়াল কুকুরগুলা মাংসের লোভে মৃতদেহের প্রতি ধাবমান হইয়া যেমন পরস্পর পরস্পরে কামড়া কামড়ি করে—ইহাও সেইপ্রকার-মনোমধ্যে এই প্রকার ধারণা করিয়া তাঁহারা এরূপ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারেন বা শব্দরূপ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে দৈবিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ পন্থা অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে কখনও বাঞ্ছনীয় নহে —অপরাধীর প্রতি শাস্তিদানের পন্থা লোকচক্ষুর সম্মুখে হওয়াই উচিত। অন্য পক্ষে কোন হিন্দু যদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর উপর ঐরূপ অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা তদ্দণ্ডেই সে সমুচিত শাস্তি পাইয়া থাকে, এমন কি একের পাপে তৎস্থানস্থিত সকল হিন্দুগণকেও পাপের ফলভোগ করিতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনায় আজ রোগে জর্জ্জরিত,দেহে শক্তি নাই, বুকে সাহস নাই, উদরে অন্ন নাই, নারী নির্য্যাতনের প্রতিকারে

অক্ষম, অন্যান্য প্রদেশবাসীগণের নিকট সর্ব্ববিষয়েই আজ পরাজিত। তদুপরি সুবিধাবাদীগণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জনসাধারণকে তাহাদের অক্ষমতা তথা নাবালকত্বের অজুহাতে সামাজিক ব্যাপারে, সর্ব্বক্ষেত্রেই "রামের গণ্ডী" (?) উল্লঙ্ঘন না করিবার পরামর্শ দিয়া, নিশ্চেষ্টতারই প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের সংস্পর্শ আসিয়া আমরা দিন দিন চক্ষুষ্মান হইয়াছি, আর সমগ্র হিন্দুসমাজ মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের সংস্পর্শে আসিয়া "স্বখাদ সলিলে" ডুবিয়া মরিতেছে। সুবিধাবাদীগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার যতই দোষ দিউন, জনসাধারণ ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষাই, পরোক্ষভাবে তথা ইংরাজরাজই সুবিধাবাদী-গণের বুজরুগি, চালাকি ধরিয়া দিবার পক্ষে, তাহাদের দিব্য দৃষ্টি দান করিবার পক্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন। জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে সুবিধাবাদীগণ সমাজের গঠনমূলক কার্য্যের পরিবর্ত্তে, ধ্বংশ মূলক কার্য্য পদ্ধতিই এপর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে হিন্দু (বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু) জনসাধারণের উপর যেরূপ ছিন্নমস্তার অভিনয় চলিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচলন না হইলে কেবলমাত্র শুদ্ধি আন্দোলন, নারীরক্ষা সমিতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা, নারী শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, লাইব্রেরী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, সমন্বয় সাধন প্রভৃতি অন্যান্য

বহু প্রকারের সদনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুগণের মধ্যে বহু গঠনমূলক কর্ম্ম পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও বিশেষ ফলোদয় হইবে না। এরূপ গঠনমূলক কার্য্য বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া মূষিকগণের সাবধান করিবার পরামর্শের মতই এ পর্য্যন্ত ফলদায়ক হইয়াছে, বর্ত্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। বিষই বিষের ঔষধ। সে জন্য রোগের মূলোচ্ছেদের জন্য রোগের উৎপত্তির কারণ অবগত হইবার পর অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে দেশমধ্যে সয়তানি সাধনা চলিতে থাকিলে জন-সাধারণকে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যারই আশ্রয় লাভ করিতে হইবে। আত্মরক্ষার জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে উড্ডীশাদি শাস্ত্র অপেক্ষাও এই পুস্তক সর্ব্বসাধারণকে এবং রাজশক্তিকেও বহুল পরিমাণে সাহায্য করিবে।

হিন্দুগণের সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাসাদি পর্য্যালোচনা করিলে ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় যে জাতীর বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে নারাজ, মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের স্বার্থের নিকট সমগ্র জাতির, সমাজের সেবা অতি তুচ্ছ—ইহাই প্রমানিত হয়। আর সুবিধাবাদীগণের এই প্রকার হীন মনোবৃত্তির জন্যই দেশের চতুর্দ্দিকে কেবল আভিচারিক ক্রিয়া চলিতেছে--যাহার ফলে বেরী, থাইসিস্, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড

প্রভৃতিতে দেশ আজ শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনাদির পরিবর্ত্তে এক-দেশদর্শী সঙ্কীর্ণ সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বিন্যাস, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা. দীক্ষা প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন, সুবিধাবাদীবর্জ্জন আন্দোলন প্রভৃতির দ্বারা দেশের প্রভূত এবং প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। প্রজার ধন ঐশ্চর্য্যের উপর রাজার লক্ষ্য পড়িবে ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র নাই, কিন্তু স্বধর্ম্মাবিলম্বী হইয়া সয়তানি সাধনা প্রভাবে রোগে একে অপরের অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, মাংস, রক্ত প্রভৃতি চর্ব্বণ করিয়া রোগে ভুগাইয়া, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া, এমন কি অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিয়া, ছিন্নমস্তাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের রক্ত নিজে পান করে—ইহা জনসাধারণ কি প্রকারে সহ্য করিয়া থাকেন,ইহাই আশ্চর্য্য। জনসাধারণের প্রাণ কৈ মাছের প্রাণ—তাহাদের স্বাস্থ্যহানী, রোগ, দরিদ্রতা প্রভৃতির জন্য যে কষ্ট বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, জগতের অন্যান্য কোন দেশবাসীকে সেইরূপ হইতে হয় কি না তাহা কি আপনারা তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন? এই কৃষি প্রধান দেশের কৃষকেরা অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া থাকে—বর্ষায় প্রাণ ভরিয়া খাটিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা সমস্ত বৎসরের উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইবে—কিন্তু তাঁহাদের সে আশায় বাদ সাধে কে? বর্ষা না পড়িতে পড়িতে জ্বরে ভুগিতে আরম্ভ করে—আর ধান কাটা শেষ হইলেও সে জ্বর আর

ছাড়িতে চাহে না, আবার কোন কোন স্থলে তাহাদের কাজ উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশবাসীগণের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়।

সুবিধাবাদীগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বজায় রাখিয়া সাফল্য আনয়ন করিতে হইলে সকলকেই সর্ব্ব প্রথমে উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের বিষয় বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে—তাহা না হইলে কেহ সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। দেশের এই দুর্দ্দিনে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে সমস্ত বিষয় অবহিত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সমাজে যে ব্যক্তি উপযুক্ত, চিন্তাশীল, বিদ্বান, শিক্ষিত, বিচক্ষণ, মনস্বী তাঁহারই উপর সুবিধাবাদীগণের লক্ষ্য বেশী, তজ্জন্য সমাজস্থ সকলের উচিত এরূপ ব্যক্তিগণকে সুবিধাবাদীগণের কোপ হইতে রক্ষা করা। সুবিধাবাদীগণ যেরূপ বিভিন্ন স্থানের সুবিধাবাদীগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করেন অপর সকলকেও সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

মৃত্যুর জন্যই জন্ম লাভ না করিয়া জরামরণের অতীত হইয়া নবজীবন লাভ করিবার জন্যই মৃত্যু বরনীয়। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান তিনি নিজের বিপদ বা পতন বা মৃত্যু সময়েও শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে একান্তমনে শত্রুর জঙ্ঘা গ্রহণ করিয়াও শত্রুর সহিত নিপতিত হন, ছিন্নমূল হইলেও তিনি কখন ভগ্নোদ্যম হইতে জানেন না—ইহাই শাস্ত্রের

উপদেশ। যে ব্যক্তি ইহ জীবন সার্থক হইতে না দিয়া সয়তানি সাধনা দ্বারা রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া (ইহজীবন) ব্যর্থ করিয়া দেয়, জন্ম জন্মান্তরেও তাহার ব্যবহার ভুলিয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে। অপকারী ব্যক্তি প্রশ্রয় পাইলে অপকার বর্দ্ধিতই করিয়া থাকে। আর লোকে যদি ব্যবহারের প্রতিব্যবহার না পাইল তাহা হইলে ধর্ম্ম বলিয়া জগতে কিছুই থাকিতে পারে না। (যে ব্যক্তি কৃত অন্যায় কর্ম্মের যথার্থ অনুশোচনা করে, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিধেয়)। তবে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে সুবিধাবাদী-গণ যেন মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পাদন করিয়া না দেন, কারণ মস্তিষ্ক লইয়াই মানবের মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায় বা যে জাতি অপকারী ব্যক্তির অপকারের বিষয় অবগত হইয়া, যথাবিধি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইয়া এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন তিনি বা তাঁহারা প্রকৃতই পুরুষ বা বীর নামের যোগ্য।

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে সুবিধা-বাদীগণ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দিন দিন Anatomy, Physiology প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং শব্দরূপ ব্রহ্মের সাহায্যে সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে যতই অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন, ততই পিত্তাধিক্য, প্লীহা, যকৃত, এপেনডিসাইটিস, প্লুরিসি, প্রভৃতি উদর, বক্ষ, চক্ষু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি রোগের জটিলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইতেছে—ততই বেরী বেরী, ঝিনঝিনে বা থরথরিয়া,

মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হইতেছে—তজ্জন্য জনসাধারণকে কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে এবং কীলক অকীলক শল্যাদি সম্বন্ধে সচেষ্ট হইলে চলিবে না, তাহাদিগকে anatomy, physiology প্রভৃতি শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণের সাধনা হইতে আমাদের সাধনা কোন অংশে ন্যূন হইলে চলিবে না, বরং আমাদের অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দূরদর্শিতা, ভবিষ্যৎ চিন্তা বা পরিণামদর্শিতা অধিক না হইলে আমরা তাঁহাদের চালাকি, ধূর্ত্ততা, শঠতা, কপটতা ধরিতে সমর্থ হইব না।

সরল অনাড়ম্বর, ত্যাগী, সাধক, তপস্বী জীবন যাপন করিয়া সুবিধাবাদীগণ এবং পূর্ব্বগামীদের অপেক্ষাও আমাদিগের জনসাধারণের বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, চরিত্র মহিমা, কর্ম্মগরিমা সর্ব্বদা উজ্জ্বলতর করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তজ্জন্য আমাদিগের অর্থাৎ দেশের মেরুদণ্ড—বিরাট অংশ, অজ্ঞ আপামর জনসাধারণের (সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারে) চিন্তা ও চরিত্রে উগ্রতার সহিত একান্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। মৃত্যুই ব্রাহ্মণগণের যেমন মনুষ্যত্ব সম্পাদন করে, জনসাধারণের পক্ষে তাহা হইবে না কেন? সুবিধাবাদীগণের স্বার্থরক্ষা কবচরূপ উপশাস্ত্রগুলির অনুশাসনে মহাপাপে—নরকে ডুবিবার ভয় করিয়া নিজেদের ভাল ছেলে করিয়া রাখিয়া নিজেদের তিমির আরও বর্দ্ধিত

করিলে নিজেদের মরণই নিজেরা ডাকিয়া আনিব। "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।"

এতদিন বিদেশী এবং বিধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃকই আমাদের ধর্ম্মের আক্রমণ হইতেছে ইহাই জানিতাম। কিন্তু কোন শুভক্ষণে আমাদের সৌভাগ্যবলে ইংরাজ-জাতির সংস্পর্শে আসিয়া—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, জগতের অন্যান্য সুসভ্যজাতিগণের বিভিন্ন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি—অজ্ঞ জনসাধারণকে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী করিয়া নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনোদ্দেশে জন্মান্তরবাদ, অধিকারবাদ, গুণগত কর্ম্ম বিভাগের পরিবর্ত্তে বংশগত কর্ম্মবিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়া, প্রকৃত শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করিয়া সুবিধাবাদীগণ জনসাধারণকে অধিকতর হীনবল, পরশ্রীকাতর, নিশ্চেষ্ট,...বহির্মুখীন করিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রকারের উপাধিধারী কত ব্যক্তি আজ স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায় বা স্বজাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে পত্রিকাদিতে প্রকাশ্যভাবে কত বিষোদ্গার করিতেছেন। ইঁহাদের নিজেদের কোন স্বাধীন মত নাই, ইঁহারা অপরের হাতের পুতুলের ন্যায় সুবিধাবাদীগণের ইচ্ছামত নাচিয়া থাকেন—ইঁহারা সুবিধাবাদীগণেরই হাতের দাঁড়ের কাকাতুয়া—সুবিধাবাদীগণ যাহা বলাইবেন তাঁহারা তাহাই কপচাইতে জানেন। ইঁহারা নিজেদের মেরুদণ্ড নিজেরা ভঙ্গ করিয়া দিবার কারণ

হইয়া নিজেরাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয়েন না। পরন্তু ইঁহারা অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট আমাদের সকল দোষ, সর্ব্বপ্রকার অবনতির কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর এবং সরকার বাহাদুরের স্কন্ধে চাপাইয়াই ক্ষান্ত হন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে বহির্মুখীন করিতে পারে নাই, বরং অন্তর্মুখীন করিয়া আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। সুবিধাবাদীগণই একদেশদর্শী, সামাজিক বিধিব্যবস্থা বিন্যাসাদির দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করিয়া শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই (ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই) আমাদিগকে বহির্মুখীন করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্যের সকল বিষয়ই যে ভাল তাহা নহে। নরনারীর অবাধ মিলন, সিনেমা, থিয়েটারের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছাত্র ছাত্রীদিগকে পরিহার করিতে হইবে। তাহা না হইলে অর্থাৎ সমাজে অধিক এবং অস্বাভাবিক ভোগপ্রবণতার প্রশ্রয় দিলে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন পথাবলম্বী হইবে। পক্ষান্তরে যেখানে বংশবৃদ্ধি হইলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিরোধ করাই ধর্ম্ম। দরিদ্র পিতা মাতার সহিত পুত্রের চিরজীবন কষ্ট পাওয়া বাঞ্ছনীয় কি? ইহাতে ব্যষ্টির সহিত জাতির দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিশেষতঃ দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন, বাঙ্গালীর পক্ষে

ক্বত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক। জাতির মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হওয়া অপেক্ষা অবস্থাপন্ন হইয়া সংখ্যা কিছু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া অনেক ভাল। দরিদ্রব্যক্তিগণের বংশবৃদ্ধি হইলে তাহাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা প্রভৃতি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এরূপ স্থলে তাহারা শুভাশুভ বিচারশক্তি হীন হইয়া গতানুগতিকভাবেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চলিতে থাকে। সেই রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য সুবিধাবাদীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী এবং বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। যে সমাজে বহু লোক পেটের জ্বালায় ভাতের অন্বেষণে কুকুরের মত পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে সমাজের জনসংখ্যা লোপ পাওয়াই ভাল।

জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অতি নিকট ও নিগূঢ় সম্বন্ধ। জ্ঞানের উৎকর্ষ অনুসারে ধর্ম্মেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। তজ্জন্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে তথা ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতিকে রোগ,শোক,অক্ষমতা,দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা, জড়তা, অশান্তি প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সৃষ্টি করিয়া দেয়।

হিন্দুধর্ম্মে যত জীব তত শিব—ইহাই শিক্ষা পাই কিন্তু হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিন্যাসে গণদেবতার উপাসনার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই কি ? কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার না হইলে সমাজের একদেশদর্শী, সঙ্কীর্ণ বিধি-ব্যবস্থা বিন্যাস, কুসংস্কারাদি দূর না

হইলে, সর্ব্বোপরি শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় সাম্প্রদায়িকতা পরিহার না করিলে দায়িত্বহীন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মহত্তর এবং বৃহত্তর ভারত গঠনে সমর্থ হইবে না। ইংরাজি শিক্ষাই জাগতিক ভাবধারার সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছে, অতএব ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তক এবং অগ্রদূত ইংরাজজাতির রাজত্ব চিরস্থায়ী হইলে এবং দেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হইয়া জগতের সার্ব্বজনীন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইলে আমরা নিজেদের ভ্রম নিজেরাই বুঝিতে সমর্থ হইব। তজ্জন্য ইংরাজরাজের স্বপক্ষে বাঙ্গালার প্রচণ্ড জনমত জাগ্রত করা সকলেরই উচিত। কারণ ইংরাজ রাজত্ব সুদৃঢ় হইলে নিজেদের মধ্যে সামাজিক যে সমস্ত স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শীতা, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, সর্ব্বোপরি (নিজরক্ত নিজে পান করিবার মনোবৃত্তি) ছিন্নমস্তা বৃত্তি, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি আমাদিগকে যে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহার বিষয় আমরা সম্যক্ অবগত হইয়া নিজেদের স্বরূপ নিজেরা বুঝিতে সক্ষম হইব। মৎস্যজীবীরা যেমন তাহাদের মস্তকের ধারে মৎস্যের বাজরা না রাখিলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারে না, আমাদের অজ্ঞ জনসাধারণ সেইরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত কুসংস্কার, সামাজিক একদেশদর্শী বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া আসিতেছে তাহা পরিহার করিতে পারে না এমন কি ঐ সমস্ত যে তাহাদের পক্ষে অপকারক তাহা চিন্তাও

করিতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদিগকে প্রকৃত চক্ষু উন্মীলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে; তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ বলিয়া থাকেন—বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কোন ফল হয় না—ফল নাকি যত হয় সব পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য দেশে। শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া জনসাধারণকে গড্ডালিকায় পরিণত করাই সুবিধাবাদীগণের উদ্দেশ্য নহে কি? সুবিধাবাদীগণের আরও একটী কুট অভিসন্ধি এই যে জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন কম হইলে রাজশক্তি এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে ভাবধারার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া উভয়ের যোগসূত্র অনেক হ্রাস পাইবে এবং জনসাধারণকে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী করিয়া, রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময় তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহজে হুজুগে তাহাদিগকে মাতাইতে,দেশে অরাজক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে।

বিদেশী শিক্ষাই আমাদিগকে তথা জনসাধারণকে প্রাণবন্ত ও চক্ষুষ্মাণ করিয়াছে—বিদেশী শিক্ষাই সকল বিষয়ে দেশের সহিত বিদেশের শুভাশুভ তুলাদণ্ডে তৌল করিতে আমাদিগকে সামর্থ দান করিয়াছে। আর ধর্ম্মের নামে সুবিধাবাদীগণ প্রবর্ত্তিত কতকগুলি অপশাস্ত্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা অধঃপতনের গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছি। নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা নিজেরাই বুঝিতে অক্ষম। সুবিধাবাদী-

গণের অনুগ্রহ লাভ অপেক্ষা রাজানুগ্রহে—রাজশক্তির সংস্পর্শে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের, তথা সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতি সমূহের প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি পরিস্ফূট হইবে।

যে ব্যক্তি, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায় বা যে জাতির প্রকৃত আত্মসম্মান বোধ নাই তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুসমাজে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতি বিশেষের মধ্যেও আত্মসম্মান বোধ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহা অবশ্য শুভ লক্ষণই বলিতে হইবে। যাত্রাদলে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের বীর্য্যবত্তা, গৌরব, প্রভুত্ব, আধিপত্য দেখাইলে চলিবে না, জনগণের এবং রাজশক্তির মধ্যেও যে সেই বীর্য্যবত্তা বর্ত্তমান এবং ইচ্ছা করিলে তাহা যে জাগরিত করা যায়—স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে—এরূপ যাত্রারই প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনেকে বলেন ঃ—"পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যান্ত্রিক সভ্যতার রূপে এবং ঐশ্বর্য্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের বাহ্য জীবনে বেশ একটা চাকচিক্য ও চমৎকারিত্ব আসিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তঃস্থলে ধরাইয়া দিতেছে ঘুন। তজ্জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে।" আমরা (অর্থাৎ জনসাধারণ) অতি গতানুগতিক ভাবেই জীবন যাপন করি—বাহ্যজীবনের চাকচিক্য এবং চমৎকারিত্বই আমাদের কাম্য—ইহসংসার ভোগ করিবার জন্যই আমাদের জন্মগ্রহণ ;

আমরা সর্ব্বদা যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া তুরীয়ানন্দে বিভোর থাকিতে চাহি না। ইউরোপ তাহার চালিত বিভিন্ন যন্ত্র, কলকারখানা প্রভৃতির দ্বারা যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্পজ পদার্থ উৎপন্ন করিতেছেন, তাঁহারা তাহা কেন ভোগ করিবেন না? তাঁহারা কেন তাঁহাদের উৎপাদিত উৎকৃষ্ট বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মত ভারী খদ্দরের পোষাকাদি পরিধান করিবেন? তাঁহারা কেন বিভিন্ন প্রকার আরামদায়ক যানের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র স্বীয় পদের উপর নির্ভর করিবেন? কেনই বা তাঁহারা সময় নির্ণয়ের জন্য ঘড়ীর পরিবর্ত্তে সূর্য্যঘড়ি ব্যবহার করিবেন? তাঁহারা জানেন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে, যতই কলকব্জাদির প্রচলন হইয়া নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন হইবে, তাঁহাদের বেকার সমস্যার ততই সমাধান হইবে। রেলওয়ে, মটর, খপোত, অর্ণবযান, টেলিভিশন, রেডিও, কলেরগান, টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, ছাপাখানা, টেলিগ্রাম, তাপসঞ্চারক যন্ত্রাদি, ফ্রেজারেটর, ফল বা খাদ্যাদি দীর্ঘকাল ধরিয়া সংরক্ষণ ব্যবস্থা, রোগবীজাণুতত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি কার্য্যে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটি লোক অন্নের সংস্থান করিতেছেন, তাঁহারা জানেন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি সাধিত হইবে, বেকার সমস্যার ততই সমাধান হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিবার সুযোগ ক্রমশঃ অধিক ঘটিবে। কেবলমাত্র হস্তচালিত শিল্প প্রবর্ত্তনে এবং ঢেঁকিতে ধান ভানাইবার ব্যবস্থা করিয়া

আমরা বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হইব কি? পক্ষান্তরে সুবিধাবাদীগণ প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যন্ত্র, কলকব্জা তুলিয়া না দিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে জানি—কেবলমাত্র স্বহস্তে চালিত তাঁতের কাপড় বুনিয়া এবং স্বহস্তে চাষ করিয়া। এই প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে দেশের সমৃদ্ধি কত অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে? বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে সক্ষম কে? ইউরোপ না ভারতবর্ষ? কলকব্জার বিরুদ্ধবাদী সুবিধাবাদীগণ বেকার সমস্যার সমাধান করিতে কতদূর সক্ষম হইয়াছেন? তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই আমাদের অন্নসমস্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে কি না? জগতে কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ভাবিতে হয় না ইহা সকলেই জানেন, সুবিধাবাদীগণ এই সকল কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে জীবিকা-নির্ব্বাহের কিরূপ উপায় বা পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন? কামার, কুমার, কাঁশারি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া সেই মামুলী প্রথায় প্রত্যেকের জাতীয় ব্যবসা চালাইতে আজ অক্ষম। অধিকন্তু কর্ম্মবিভাগ গুণগত হওয়ার পরিবর্ত্তে বংশগত হওয়ায় আমাদের শিল্পাদি বিভিন্ন কার্য্য বহু পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুবিধাবাদীগণের জানা উচিত বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার দাবী বা জ্ঞান, বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিয়া

আমাদের জীবন ধারণ করা সম্ভবপর নহে। পরন্তু পাশ্চাত্য তাঁর কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার, খপোত, মোটর, ট্রাম, রেডিও, টেলিফোন, বেতারবার্ত্তা, ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এক মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, দেহতত্ত্বজ্ঞ, neurologist, চক্ষুবিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, চর্ম্ম ব্যবসায়ী, বস্ত্র ব্যবসায়ী,মনস্তত্ত্ববিদ্, অর্থনীতিক প্রভৃতি কত প্রকারের শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এই মোটরের ব্যবসায়ে কেবলমাত্র বিলাতে ৮০০০০০ লক্ষের অধিক ব্যক্তি কার্য্য করিতেছেন। সেইরূপ রেলওয়ে, ট্রাম, বেতার বার্ত্তা, টেলিফোন, খপোত, অর্ণবপোত প্রভৃতি কার্য্যে বহু লোকের প্রয়োজন হয়। রিসার্চ্চ কাজের জন্য বিলাতে কত লোক ইন্দুর এবং মূষিকের লালনের কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিলাতে ধনী, বিলাসী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ফুল সরবরাহ করিতে প্রায় লক্ষ লোক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মৎস্য ধরিবার জন্য কত লোক সুদূর সাগর, মহাসাগর, উত্তরমেরু প্রভৃতির দিকে ধাবিত হয়। এক রেডিওর রেওয়াছে কেবলমাত্র বিলাতে ৭০০০০ নরনারী অন্নের সংস্থান করিতেছেন।

দেশে যন্ত্র কলকব্জার বহুল প্রচলনে জনসাধারণের শিক্ষা, সুখ, সুবিধা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে—এরূপ হইলে সুবিধাবাদীগণ প্রভুত্ব একাধিপত্য স্থাপনে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইবেন—পরশ্রীকাতর সুবিধাবাদীগণ ইহা কখন সহ্য করিতে

পারেন কি ? তজ্জন্য তাঁহারা কলকব্জা যন্ত্রাদির অপকারিতা প্রচার করিতেই আগ্রহান্বিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ফলে রাজশক্তি এবং প্রজা-সাধারণ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে, সংযোগ- ঘনিষ্টতাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। দেশবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী করিয়া তুলিতে পারিলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অজ্ঞ মূর্খ প্রজাসাধারণকে অতি সহজে প্রলুব্ধ করিতে পারা যাইবে। ইহা সরকার বাহাদুরকে ভালভাবে বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমরা জনসাধারণের মধ্যে কেবলমাত্র বাহ্যিক শুচিতা, সদাচার দ্বারা প্রাচ্য শিক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া সুবিধাবাদীগণের আধিপত্যে বাস করিয়া জনসাধারণের ধূলিমলিন নগ্নপদ আজও ঘুচিয়াছে কি ?

অনেকে গুরুগৃহে শিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে শিক্ষার বহুল প্রচলন বা সার্ব্বজনীনভাবে শিক্ষার প্রচার হইতে পারে কি ? যাঁহারা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা আনয়নের পক্ষপাতী, গুরুগৃহে শিক্ষার প্রবর্ত্তনে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইতে পারে।

কোন যুগে তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাহার কথা বলিতেছি না। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে কত ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয়, মন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কতগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল ? গাছতলায় বা চালাঘরে অবস্থিত টোল

পাঠশালার কথা বলিতেছি না। ইষ্টকনির্ম্মিত দেবায়তন, মন্দির অপেক্ষা ইষ্টকনির্ম্মিত শিক্ষায়তনের প্রবর্ত্তনই অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কি ?

বিজ্ঞান, কল, কারখানা, রেল, ষ্টীমার, খপোত, রেডিও, বেতারবার্ত্তা, টেলিফোন, ইলেকৃট্রিক প্রভৃতির প্রচলনে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি শক্তিশালী হয়—সভ্যদেশে এগুলি সভ্যতার মাপকাটী—কিন্তু নিজেরা ভুক্তভোগী হইয়াও এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ব্যাপার ইদানীং লক্ষ্য করিয়াও সুবিধাবাদীগণ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে পঞ্চমুখ যে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলকারখানা প্রভৃতির প্রচলনে দেশের আরও অধোগতি হইবে। তাঁহারা কেবলমাত্র কুঠীর শিল্প প্রবর্ত্তন করিবারই পক্ষপাতী কিন্তু কলকারখানাদির সহিত প্রতিযোগিতায় কুঠীরশিল্প বঁচিতে পারে কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে তাঁহারা নারাজ। অপর পক্ষে বিজ্ঞান কল-কারখানা প্রভৃতির প্রচলনে অন্যান্য আধুনিক সভ্য জাতি শক্তি অর্জ্জন করিতেছেন।

অনেকে বলেন—"বিজ্ঞানের নামে আজ সন্দেহের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতেছে।" বিজ্ঞানের নামে তাঁহাদের শঙ্কা হয় অথচ আমাদের বেদ, আমাদের তন্ত্র যাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তজ্জন্য যাহাকে সকলে অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত বলিয়া থাকেন, এবং যাহার মূলতত্ত্ব শব্দই ব্রহ্ম তাহা আমরা মানিয়া থাকি। বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান—শব্দই ব্রহ্ম ;

বিজ্ঞানের এই উচ্চ বাণী জগতে আর কোথাও কেহ এপর্য্যন্ত শুনাইতে পারিয়াছেন কি ?

প্রতি বৎসর বিলাতে ৫০০০০ ছেলেমেয়ে স্কুল ত্যাগ করে কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কলকারখানা যন্ত্রপাতির দৌলতে কোন না কোন প্রকারের কাজ জুটাইয়া লয়—বেকার অবস্থায় দিন কাটায় বড় জোর ১০০ জন। আর আমাদের দেশে ?

কলকব্জা দ্রুত শিক্ষালাভে আমাদের সহায়তা করে। ছাপাখানার প্রবর্ত্তন না হইলে এই নিবেদক তাঁহার বক্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন কি ? যদি কলকব্জার দ্রুত প্রভাব আমাদের মধ্যে বিস্তারলাভ না করিত তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া আমাদের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই বর্ব্বরতা, অজ্ঞানতা রাজত্ব করিত। কলকব্জা প্রচলনের ফলেই সুবিধাবাদীগণের মনোরথ সিদ্ধ হইতে কতক পরিমাণে বিলম্ব ঘটিতেছে। এই জন্যই সুবিধাবাদীগণ কলকব্জার বিরুদ্ধবাদী। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রচলনে এযুগে সাধনা, শিক্ষা, সামাজিক উন্নতি স্বল্প চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়া যে সাধনার ধনকে লাভ করিতে হয়, সেই সাধনার ধনকে এই কলকারখানা, জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে কয়েক দিনে লাভ করা সম্ভব

হয়। একালের নাম কলিযুগ বা কলিকাল না রাখিয়া সত্যযুগ বা অন্য নাম রাখাই উচিত নহে কি ?

এই কলকারখানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সমাজজীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করিয়া, সর্ব্বোপরি সয়তানি সাধনার দ্বারা বাধ্য করিয়া জনসাধারণকে চালিত করিবার চেষ্টা করা ঘসে মেজে রূপ ও ধরে বেঁধে প্রেমের অবতারণার মত নহে কি ? এই প্রকারে খণ্ড ভারতকে মহাভারতে পরিণত করা সম্ভব হইবে কি ? পূর্ব্বে নিম্নবর্ণ যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন উচ্চবর্ণ যাহা করিতেন বা নির্দ্দেশ করিতেন নিম্নবর্ণ অবিচারিত চিত্তে তাহা মানিয়া লইতেন। এক্ষণে তাহা কখন সম্ভব নহে।

ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনসাধারণ দিন দিন অধিকতর জ্ঞানবান, সুশিক্ষিত, সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, এবং দীর্ঘজীবী হইতেছেন কিন্তু সুবিধাবাদীগণ আমাদিগের নিকট প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, বেকার সমস্যা প্রভৃতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞানই দায়ী।

বিজ্ঞান রুগ্নকে সুস্থ করে, দুর্ব্বলকে বলবান করে, বিষকে অমৃত করে, অসম্ভবকে সম্ভব করে, বৃহৎ ব্যবধান অপসারিত করে—যে বিজ্ঞানের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা বর্ত্তমান, তাহাকে ঐশ্বরিক শক্তি বলিব না ত কাহাকে বলিব ?

পশুপক্ষীগণ যে ভাষা প্রয়োগ করে, সেই ভাষা প্রয়োগে তাহাদের বাধা দিতে কেহই সক্ষম নহেন। সুবিধাবাদীগণ প্রচলিত একদেশদর্শী শাস্ত্রের নিষেধে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মন্ত্রোচ্চারণ করা বা মানুষের ভাষা উচ্চারণ করা জনসাধারণের পক্ষে পাপ। একদেশদর্শী শাস্ত্রের এই প্রকার বিধানে আমাদিগকে পশুপক্ষী অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয় নাই কি? তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণের স্বরূপ এবং একদেশ-দর্শী শাস্ত্রের স্বরূপ বিশেষরূপ জানিয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। সমাজের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিকে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদের নিজেদের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার, যুক্তি, প্রমাণ দ্বারা চালিত হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম। সুবিধাবাদীগণ যদি জনসাধারণের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, জনসাধারণ ও সুবিধাবাদীগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে—ইহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মব্যবহারের এই তত্ত্ব না জানিলে হিন্দুর কোন জাতি, কোন সম্প্রদায়, কোন শ্রেণী বা কোন ব্যক্তি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন না।

সুবিধাবাদীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে হীন চক্রান্ত করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতীর সৃষ্টি, জন্মান্তর বাদের অবতারণা, একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া, শোণিতগত

সম্বন্ধ রোধ করিয়া জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পশ্চাৎপদ নহেন—এক্ষণে যোগ্যতার অজুহাতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের দাবী অন্যায় অযৌক্তিক বলিলে চলিবে কেন ?

শাস্ত্রের কেবলমাত্র প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের মর্ম্ম না লইয়া, শাস্ত্রের যাহা ফলিতার্থ, জীবনপ্রদ যথার্থতত্ত্ব তাহাই আমাদিগকে রহস্যবেত্তা হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের দেউলিয়া বিধিব্যবস্থা বিন্যাস নিষেধাদির কুহকিনী আশার ছলনায় আর যেন আমরা প্রতারিত না হই। মিথ্যার বিরুদ্ধে, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, শঠতা, কপটতা, ভণ্ডামি, চালাকির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সৈনিকের ন্যায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার প্রতি আমাদিগকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জনসাধারণের প্রতি ধ্বংসমূলক পন্থা অবলম্বন করার ফলে রাজশক্তিও পরোক্ষভাবে কি কি প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহাও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য ঃ—বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা বহিয়া যাওয়া বলিতে ইহা বোঝায় না যে কেবলমাত্র সন্ধ্যার সময় প্রদীপের আলো জ্বালিয়া গৃহের সর্ব্বত্র দেখান। গৃহকর্ত্রীকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন তাঁহার বাসস্থ ভিটায় কেহ যেন কোন অমঙ্গলজনক অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকশল্যাদি মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থাপন

না করে। একবার কোন প্রকার অমঙ্গলজনক পদার্থ গৃহে, বাটীর মধ্যে বা পার্শ্বে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে গৃহের বা বাটীর সকলের স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবেই—এমন কি অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইবে : যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ প্রকার অমঙ্গলজনক (বা অভিমন্ত্রিত) অস্থি আদি গৃহের বা বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রোথিত অবস্থায় থাকিবে ততক্ষণ পূজা, হোম, শান্তি, স্বস্তয়ন, যাগযজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ, বায়ুপরিবর্ত্তন, উত্তম ঔষধ,পথ্য প্রভৃতির দ্বারা কোনও প্রকার শুভফল ফলিবে না—কেবল মাত্র বৃথা খরচান্ত হইতে হইবে। আজকাল রোগে ভুগিতে থাকিলে বাসস্থানাদির অমঙ্গলজনক প্রভাব দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া জনসাধারণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে, দেশান্তরে চলিয়া যান। কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী শুভ ফল ফলিতে পারে না। অধিকন্তু যে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশে তাঁহারা যাইবেন, সেইস্থানেও ক্রমশঃ কীলকশল্য স্থাপিত হইবার ফলে দিন দিন ম্যালেরিয়া বেরী বেরী আদি রোগের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সংসারে গৃহিনীর কর্ত্তব্য কত কঠিন গৃহিনীর স্থান কত উচ্চে তাহা সকলেরই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। এক্ষণে কেবল "গা মা পা ধা নি সা" করিয়া সুর সাধিয়া সময়-ক্ষেপ করিলে চলিবে না। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার না হইলে জনসাধারণ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। সুবিধাবাদীগণ কথায় কথায় স্ত্রীশিক্ষার নিন্দা করিতে ব্যস্ত এবং মেয়েদের

স্কুল এবং স্কুলে যাইবার বাস্ (Bus) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় কিন্তু সুবিধাবাদীগণ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে কিরূপ সতর্কতার সহিত কালযাপন করেন, তাহা জনসাধারণ লক্ষ্য করেন না, কারণ যে শক্তি অর্জ্জন করিলে অপরে কি প্রকার কার্য্যে অর্থাৎ মন্ত্র জপাদি কার্য্যে বা অন্য কোন প্রকারের কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেছেন, তাহা জানা যায় সেই শক্তির অধিকারী নহেন বলিয়া জনসাধারণ উহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। যখন তাঁহারা মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্রের অমঙ্গলজনক প্রভাবসকলের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন তখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে সুবিধাবাদীগণের মধ্যে একই পরিবারস্থ এক ব্যক্তি যখন নিদ্রায় মগ্ন, অপরে তখন জাগরিত থাকেন,—সকলে একসঙ্গে নিদ্রা যান না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি গভীর রাত্রে লক্ষ্য করিলেও ইহা জানিতে পারিবেন। সুবিধাবাদীগণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র প্রভাবে সুবিধাবাদীগণকে হাই তুলাইতে বাধ্য করিলে ইত্যাদি প্রকারে জানিতে পারা যায়—সুবিধাবাদীগণ জপাদি কার্য্যে রত আছেন কি না? এই জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার যুগে মেয়েদের ব্রত কথা পাঠ করা অপেক্ষা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে সজাগ হওয়া একান্ত আবশ্যক। পুষ্করিণীর মৎস্য, বাগানের ফলমূল রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে

হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা আত্মরক্ষার জন্য নিজের বাসস্থানে যাহাতে অপরে কীলক বা অস্থি প্রোথিত করিতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

যে ব্যক্তি, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায় বা যে জাতি নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিকারে যত্নবান হন, সেই ব্যক্তি, সেই শ্রেণী, সেই সম্প্রদায় বা সেই জাতি অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া থাকেন। ইহা জানিয়া সকলেরই উচিত যথাকর্ত্তব্য অবধারণে যত্নবান হওয়া।

আমাদের সামাজিক একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কারাদি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যখনই আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে, তখনই সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের প্রভুত্বের হানি হইবে ভাবিয়া এরূপ সামাজিক আন্দোলনকে রুশিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সহিত বা পাশ্চাত্যের ফ্যাসিষ্ট আদি অন্য আন্দোলনাদি সহিত জুড়িয়া দিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধে শাসননীতি চালাইতে সরকার বাহাদুরকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আজ কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেও কয়েকটী সুবিধাবাদী, নেতার আসন লাভ করিয়া নিজেদের সাম্প্রদায়িক কার্য্য হাসিল করিবার জন্য জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষাসংক্রান্ত, সামাজিক আদি আভ্যন্তরিক গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি প্রথমে মনোযোগ দিতে আহ্বান না করিয়া, জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে, সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধতা করিতে

অর্থাৎ ধ্বংসমূলক কার্য্যে আহ্বান করিতে প্ররোচিত করিতেছেন।

যে ব্যক্তি, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায় বা যে জাতির আত্ম-সম্মানবোধ জাগ্রত নাই, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুবিধাবাদীগণ কথায় কথায় জনসাধারণের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন না। এই সুবিধাবাদীগণের জন্যই জাতির প্রাণশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। পৃথিবীর কোনও দেশে ভারতবাসী আজ শ্রদ্ধা বা মান পায় না, তথাপি সুবিধাবাদীগণের দৃষ্টি এদিকে কেহ আকৃষ্ট করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় কি?

বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। রাখাল গরুরপালই ভালবাসে এবং সে তাহার উপরই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। বিদ্বান, পণ্ডিত, মনস্বী ব্যক্তিগণ গরুর পালের উপর প্রভুত্ব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কি? জনসাধারণকে অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র, স্বার্থহীন, হাভাতে, হাঘরে করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করাতে সুবিধাবাদীগণের গৌরবের, কৃতিত্বের কি থাকিতে পারে? অন্যান্য দেশের সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের কার্য্যপদ্ধতি সকলকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। আর তাহার সঙ্গে আমাদের সমাজে অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অপকর্ম্ম কাহারা অধিক করে সে সম্বন্ধেও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

যে শাস্ত্র স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে জন্মান্তরবাদের প্রশ্রয় দিয়া হিংসা দ্বেষ বর্দ্ধিত করে, অধিকারের অজুহাতে প্রকৃত শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ আনয়ন করিয়া নিম্নবর্ণের লোকদিগকে পদানত করিয়া রাখিবার জন্য উচ্চবর্ণের স্বার্থ-সিদ্ধির মানসে নানাবিধ অন্যায় ও নিষ্ঠুর বিধানের প্রবর্ত্তন করে, পতি-বিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্যের অজুহাতে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান লাভের বা আত্মোন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ না করিয়া নারীকে কেবলমাত্র পার্থিব বাঁধনের দ্বারা (মনুষ্যজীবনকে যন্ত্রবৎ ভাবিয়া ও চালিত করিয়া) জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, সমাজে আর্থিক, পারমার্থিক সকল বিষয়েই সার্ব্বজনীনতা পরিহার করিয়া সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয় সেরূপ ধ্বংসমূলক অপশাস্ত্রের বিধিপালন করিলে আমাদের জাতীয় জীবনে অকল্যান, অধর্ম্মই সাধিত হইবে। এরূপ শাস্ত্র কখনও সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠন করিতে পারে না। সেরূপ শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি বা আস্থা থাকিলে নিজেদের মৃত্যুই বরণ করা হইবে। যে শাস্ত্র সকলকে নিজের নিজের মন, শক্তি, সামর্থ আদি পরীক্ষা করিয়া স্ব স্ব শক্তি,সামর্থ ও স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করিবার সুযোগ, অবসর বা অবাধ স্বাধীনতা না দিয়া জন্মান্তরবাদ, অধিকারবাদ, প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয়, সে শাস্ত্র সমাজ ধর্ম্মের (সমাজ সেবাব্রতের) প্রতিকূল এবং মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিতে শিখায়, যে শাস্ত্র স্বধর্ম্মাবলম্বীগণকে অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট না

করিয়া কেবল পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, যে শাস্ত্র মানুষের অধিকার সম্বন্ধে, আত্মানুভূতির,—অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ সাধন সম্বন্ধে সমাজের সকল স্তরকেই সমানভাবে অন্তর্মুখীন না করিয়া বহির্মুখীন এবং পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলে, সেরূপ শাস্ত্র বর্ত্তমানযুগে সমুদ্রের অতলতলে নিক্ষেপ করাই মঙ্গল। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক পন্থা পরিহার করিয়া রাজশক্তির সাহায্যে আমাদের সামাজিক দুর্ব্বলতা দূর করা।

ছিল একদিন যখন ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, অন্যান্য জাতি ভারতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিত না, ভারত কেবলমাত্র তাহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। তখন নিজেকে নিজে শাসন করিবার জন্য ভেদসৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল। মহর্ষি মনুশাসিত ভারতে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলাই বিরাজ করিত কিন্তু ভারতের অবস্থা আজ ভিন্নরূপ। বহির্ভারতের চাপে, আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতায়, সর্ব্বোপরি ঘরোয়া বিবাদে ভারত বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ আজ বিপর্য্যস্ত। ভারত আজ সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী—তাহার সে শিল্পবাণিজ্য আর নাই—তাহার সে সামাজিক একতাও নাই, একের উন্নতিতে অপরে ঈর্ষাপরায়ণ, ফলে রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতিতে ভারত বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশ আজ জর্জ্জরিত। এ অবস্থায় মহর্ষি

মনু প্রবর্ত্তিত ভেদনীতি বর্ত্তমানে বজায় রাখিলে আমরা মৃত্যুই ডাকিয়া আনিব।

আমাদের সমাজ কাঠমা, ব্যবস্থা, বিন্যাস বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুগণের সমাজনীতিই রাষ্ট্রনীতি—তবে ইহা নাকি (?) হিন্দুজাতির আভ্যন্তরিক ব্যাপার। অর্থাৎ ইহা নাকি (?) হিন্দুজাতির মধ্যে একের উপর অপরের অন্যায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পন্থা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক ব্যাপার কি না তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখা আবশ্যক। তজ্জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্ত্তে সমাজনৈতিক সংস্কার এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রচলনাদির একান্ত আবশ্যক। সমাজনীতি হইতে যাহাতে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডূকতা প্রভৃতি দূর হইয়া সার্ব্বজনীন ভাবের প্রবর্ত্তন হয় তাহার প্রতি সকলের সর্ব্বদা মনোযোগ দিতে হইবে। সর্ব্বক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন সমাজের সঙ্ঘর্ষের যুগে,—আভ্যন্তরিক এবং বহির্দেশের প্রতিযোগিতার যুগে সুবিধাবাদীগণ যদি আজও ভেদনীতিমূলক মনুশাসিত সমাজের স্বর্গসুখ ভোগ করিতে চান তবে ঐ সকল মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ হইতে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। সার্ব্বজনীন পন্থা অবলম্বন না করিয়া নানাবিধ ভণ্ডামির প্রশ্রয় লইয়া সুবিধাবাদীগণ "গেল ধর্ম্ম গেল মান" বলিয়া যদি চীৎকার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমাদের ঢক্কা নিনাদের

দ্বারা তাঁহাদের সে চীৎকার বিলীন করিতে হইবে। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম নিম্নলিখিত দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে (১) প্রথম সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার প্রতি (২) দ্বিতীয় সমাজব্যবস্থায় (সুবিধা-বাদীগণের প্রদর্শিত) গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির প্রতি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভেদনীতিমূলক সমাজ ব্যবস্থার জন্যই পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্রের সময় হইতে এপর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ সমগ্রভাবে একতাবদ্ধ হইতে বা ক্ষাত্রশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছেন না—এই জন্যই বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির শিক্ষিত এবং ধনবান হিন্দুগণের মধ্যে দিন দিন ভেদের বিষ বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে সুবিধাবাদীগণ সয়তানি সাধনার দ্বারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু ধনাঢ্য, শিক্ষিত, চিন্তাবীর, মনিষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অকালে অন্তর্ধান ঘটাইয়া সমাজের মধ্যে মূর্খতা, অজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিয়া সেই ভেদ দূর করিতে চাহিতেছেন কি না সেদিকে কেহ লক্ষ্য করেন না—ইহাই আশ্চর্য্য!

সর্ব্বদেশে ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে ভেদ, পার্থক্য বিদ্য-মান কিন্তু তাহা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না--কারণ আজ যে শ্রমিক, কাল সে ধনিকে পরিণত হইতে পারে এবং তজ্জন্য শোণিতগত সম্বন্ধ—নাড়ীগত টান সর্ব্বদাই তাঁহাদের

মধ্যে বজায় থাকে কিন্তু আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহিমায় ভেদের ভীষণতা ও স্থায়িত্বের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। যাঁহাদের মধ্যে রক্তগত সম্বন্ধ, নাড়ীগত টান নাই (বা কখনও হইতে পারে না) তাঁহারা সমস্বার্থ বিশিষ্ট কি প্রকারে হইতে পারেন ? পরস্পর পরস্পরে সমস্বার্থ বিশিষ্ট না হইলে জাতীর স্বার্থও ভিন্ন আকার ধারণ করে এবং একের প্রতি অপরে দরদযুক্ত হইতে পারেন না।

বিদেশীরা প্রয়োজনের প্রেরণায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিজ নিজ গণ্ডি, আবেষ্টনি ছেড়ে অপরিচিত দেশে অভিযান করে—কত দুঃসাহসিক কার্য্যে রত হয়—তজ্জন্য জীবনযাত্রার কত নূতন প্রণালি, নূতন আবিষ্কার প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া জগৎবাসী কত প্রকারে উপকৃত হইতেছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস, এমন কি অর্থোপার্জ্জন—জীবিকার্জ্জন, প্রকৃত শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সুবিধাবাদীগণ আমাদিগকে "পদে পদে নিষেধের ডোরে" আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমুদ্রযাত্রার ফলে দেশবাসী দূরবর্ত্তী বিভিন্ন দেশের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া সার্ব্বজনীন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইলে সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা, একদেশদর্শিতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সমুদ্রযাত্রা নিষেধের মূলে অন্য যত প্রকার কারণই থাকুক, এই কারণই যে সর্ব্বপ্রধান তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। সুবিধাবাদীগণ

পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর যত দোষ চাপাইয়া থাকেন কেন জানেন ?—বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার, ভাবধারা প্রভৃতির সহিত স্বদেশের শিক্ষা-দীক্ষাদি তুলাদণ্ডে তৌল করিলে দেশবাসীর প্রকৃত চক্ষু উন্মীলিত হইবার ফলে তাঁহাদের যত চালাকি ধরা পড়িবে এই আশঙ্কায় নহে কি ? সুবিধাবাদীগণ আমাদের ভাল ছেলে করিয়া রাখিতেই ব্যস্ত। তজ্জন্য আমরা ক্রমশঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি ; আর আমরা এরূপ নিশ্চেষ্ট যে গ্রীষ্মকালে নিজেদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া, "দে জল দে জল" বলিয়া অপরের নিকট চীৎকার তুলি। আর এই নিশ্চেষ্টতার ফল একমাত্র অভাব। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার সোণার কাঠি, রূপার কাঠির স্পর্শে এবং ইংরাজজাতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়া আমরা ক্রমশঃ উদ্যোগী, উদ্যমী, আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিতেছি। সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের জড়তা দূর করিয়া আমাদের ভাগ্যকে অধ্যবসায়ের দ্বারা জয় করিতে হইবে। মরু ও মেরু অভিযানে, পর্ব্বত লঙ্ঘন প্রভৃতি এডভেঞ্চার স্পৃহার বলে বিদেশীরা নিজ দেশে ভিন্ন দেশ হইতে সোণাদানা লইয়া যাইতেছেন। জনসাধারণকে যাত্রাদলের রাজা সাজাইতে বা সৈনিক-পুরুষ সাজিয়া ক্যারোয়াল ঘুরাইতে, রাণী সাজিয়া নারীকণ্ঠে বাণী উচ্চারণ করিতে সুবিধাবাদীগণ উৎসাহ দিয়া থাকেন—ইহাতে সুবিধাবাদীগণের আনন্দ অত্যন্ত বার্দ্ধিত হইয়া

থাকে। সুবিধাবাদীগণ নির্দ্দেশিত সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস, জড়তা, সঙ্কীর্ণতা বা কুসংস্করাদিতে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের দৃষ্টিকেন্দ্র আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

বিপৎপাতের সম্ভাবনা বা আশঙ্কা দেখিলেই ইংরাজজাতি দলগতবৈষম্য বিস্মৃত হন কিন্তু আমাদের মধ্যে সমাজগত, সম্প্রদায়গত এবং শ্রেণীগত পার্থক্য, ভেদবুদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও সুবিধাবাদীগণের চৈতন্যের উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক বরং সামান্য কারণে একঘরে, দলাদলি, মনোমালিন্য, ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায় প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা এমন পন্থা অবলম্বন করেন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য, ভেদবুদ্ধি আরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানব জীবনের আদর্শ সার্ব্বজনীন না হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ টিকিতেই পারে না। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে জনসাধারণের প্রকৃত চক্ষু যতই

লিত হইতেছে ততই হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন জাতীর মধ্যে যেখানে কখনও বৈবাহিক সম্বন্ধ বা শোণিতগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই বা ভবিষ্যতে শোণিতগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না সেখানে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মধ্যে কখনও নাড়ীর যোগ থাকিতে পারে না, ইহার প্রমাণ নিম্নবর্ণের মধ্যে কত শাখা, উপশাখা জীবিকা-

র্জ্জন প্রভৃতির অভাবে লোপ পাইয়াছে, ইহার প্রতিবিধান করা দূরে থাকুক, তাহার কোন সংবাদ কেহ রাখেন কি? যতদিন হিন্দুসমাজের সকল স্তরের মধ্যে প্রকৃত নাড়ীর যোগ স্থাপিত না হইতেছে ততদিন হিন্দুগণের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসে, রাষ্ট্রগত অধিকার লাভ বা অলাভে হিন্দুসমাজের প্রতি স্তরেরই কিছু আসিয়া যায় কি? ততদিন হিন্দুজীবনের বর্ত্তমান অন্ধকার পথে, কেহই আলোকবর্ত্তিকা ধরিতে সমর্থ হইবেন না। জনসাধারণের অতীত জীবনের ব্যর্থতাই উত্তর জীবনে সাফল্যের ভিত্তি।

সুবিধাবাদীগণের স্বার্থদুষ্ট সমাজনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া না দেখিলে বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের মনোবৃত্তি, ধাতু ও প্রকৃতি কেহ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না।

স্বার্থদুষ্ট অপরিণামদর্শী সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা হইতেই দেশে স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, শিশুমৃত্যু, অকালমৃত্যু, দুর্ব্বলতা, জীবিকার্জ্জনে অক্ষমতা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে। পুরুষের দুর্ব্বলতার জন্যই হিন্দুসমাজের নারীহরণ সমস্যা বহু পরিমাণে দায়ী। সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবেই হিন্দুসমাজের বহুব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় জনসাধারণ নিজেদের আত্মসম্ভ্রমও বজায় রাখিতে অসমর্থ। নিজ নিজ সংসার প্রতিপালনে, এমন কি নিজের জীবিকার্জ্জনে

এবং স্ব স্ব স্বাস্থ্যরক্ষায় অক্ষম। ভারতের তথা বাঙ্গালার দরিদ্রতার জন্য অনেকে অনেক কারণ দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালীর দারিদ্রের সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম কারণ হইতেছে সুবিধাবাদী-গণের সয়তানি সাধনা, যাহার জন্য কত সংসার অকালে শ্মশানে পরিণত হইয়া কত অনাথের, কত বিধবার সৃষ্টি করিয়াছে, কত বালক বালিকা শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না, স্বাস্থ্যহীনতা এবং রোগের জন্য কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, সাতক্ষিরা প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে. ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কৃষকগণ তাহাদের কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না, আজ যে ব্যক্তি ব্যবসায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন, কাল তাঁহার রোগ, অকালমৃত্যুর জন্য সে ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল— এই প্রকারে বাঙ্গালার দারিদ্র, হাহাকার বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রজার এই প্রকার শোচনীয় অবস্থার জন্য রাজশক্তিকেও পরোক্ষভাবে ভুগিতে হইতেছে। শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে এবং সুবিধাবাদীগণ স্থাপিত কীলকশল্যাদি লোকের বাসস্থানাদি হইতে যতদিন উদ্ধার করা না হইবে ততদিন আধিব্যাধি ভারতের ভূষণ হইয়া থাকিবে।

আদ্রতাই ভূমির উর্ব্বরতার প্রধান কারণ, ভূমিতে যত প্রকারের উত্তম সার দেওয়া হউক না কেন,

যদি জলসিক্ত হইবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে কোন ভূমিই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। জনসাধারণ যদি সমস্ত বৎসরই বিভিন্ন রোগে ভুগিতে থাকে তাহা হইলে নূতন জলাশয়াদি খনন এবং পুরাতন পুষ্করিণী সকলের পঙ্কোদ্ধার, কৃষিকার্য্যাদি করিবে কে ? বর্ষা না যাইতে যাইতেই জলাশয়গুলি জলশূন্য, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই আজ এই অবস্থা। ভূমি উত্তমরূপে জলসিক্ত না হওয়ায় বাঙ্গালায় দিন দিন অজন্মা বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরন্তু সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকাদি অমঙ্গলজনক পদার্থ মৃত্তিকাভ্যন্তরে যত্রতত্র স্থাপনের ফলে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলরেখা ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে, অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, ভূমিকম্প আদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে। বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে অনিষ্ট সাধিত হয় কিন্তু অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকের সংখ্যা যে স্থানে অধিক সেই স্থানে অনাবৃষ্টির অমঙ্গলজনক প্রভাব অনেক অধিক হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যই রাজশক্তির উৎকৃষ্ট বল এবং প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতেই রাজার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য রাজশক্তিকে প্রজাসাধারণের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ভগবানের মার, অভিশাপ বা দণ্ডের নিকট ক্ষুদ্র অসহায় মানবের শক্তি কত নগণ্য—ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু ভূমি-

কম্প, ঘুর্ণীবায়ূ, প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, শিলাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতিতে লোকক্ষয়, গৃহহানি, শস্যহানি প্রভৃতি সংঘটিত হইলে জাতির মধ্যে দুরবস্থা, দুর্দ্দশা মোচনের জন্য সাধারণের মধ্যে যখন কোন প্রকার গঠনমূলক কার্য্যে ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ, উদ্যোগ আদি লক্ষিত হয়, তখন সুবিধাবাদীগণ, জনসাধারণের ক্ষমতা, দর্প, অহঙ্কার, প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়া কেবলমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার উপদেশ সাধারণকে প্রদান করিয়া তাহাদের চেষ্টা, যত্ন, উদ্যোগাদি ভগ্ন করিয়া দিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

যে শিক্ষায় জনসাধারণকে কর্ত্তব্যহীন না করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিয়া তুলে, দায়িত্বহীন না করিয়া দায়িত্বসম্পন্ন করিয়া থাকে, কর্ম্মহীন না করিয়া কর্ম্মপ্রাণ করিয়া তুলে, কপটাচারী বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরুজনদিগের ভক্ত না করিয়া প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করে, হিতৈষী গুরুজনদ্বেষী না করিয়া গুরুজনগতপ্রাণ করে, নিশ্চেষ্ট না করিয়া উদ্যমশীল করিয়া তুলে, রাজদ্বেষী না করিয়া রাজভক্ত—রাজানুগতপ্রাণ করিয়া তুলে, বর্ত্তমান সামাজিক কুরীতি, কুপ্রথা, লোকাচার, সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, অসমতা প্রভৃতি দূর করিয়া সমাজের সুস্থ অবস্থা আনয়ন করে বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদের যুবকগণকে সেই শিক্ষাই দান করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল যুবকগণ সুবিধাবাদীগণের প্ররোচনায় যাহাতে রাজ-

শক্তির কোপে পতিত না হয় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে রাজশক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া নিজেদের সমাজগত, স্বাস্থ্যগত প্রভৃতি পারিপার্শিক অবস্থা এবং আত্মকলহাদির বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। বহু পূর্ব্ব হইতে জনসাধারণ এবং যুবকগণ যদি সরকার বাহাদুরের সহিত সহযোগিতায় সামাজিক প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ দিতেন তাহা হইলে দেশের অবস্থা আজ অন্যরূপ ধারণ করিত। প্রজাসাধারণের মঙ্গলে রাজশক্তির ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইত।

যাহারা পরস্পর মনের মিলে আন্তরিক সহযোগিতার দ্বারা নিজেদের রাস্তাঘাট পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত বা খনন করিতে অসমর্থ, নিজেদের শিক্ষা দীক্ষার বহুল প্রচলন করিতে পারে না, সমাজিক একদেশদর্শী বিধি-ব্যবস্থা, সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা প্রভৃতি দূর করিতে প্রাণপণে বাধা দেয়, একের সম্মান মর্য্যাদা অপরের অসহনীয় হইয়া উঠে, পরস্পর পরস্পরকে সামাজিক মর্য্যাদায় ছোট, হীন প্রতিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ নহে, যাহারা একের উন্নতিতে অপরে হিংসাপরায়ণ, তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার আত্মকলহের, আত্মধ্বংসের পন্থাই উন্মুক্ত করিবে। মূর্খ ব্যক্তির নিকট অর্থ যেমন অনর্থের মুল হয়, পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ জাতের নিকট রাজনৈতিক অধিকারও সেইরূপ অনর্থ সৃষ্টি করিবে না কেন ?

পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রচলন হওয়ায় জনসাধারণ তথা নিম্নবর্ণ সার্ব্বজনীন ভাবেব সহিত পরিচিত হইবার ফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষার জন্য যেরূপ বাঁধন কষণ আছে তাহার স্বরূপ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপ তাঁহারা (জনসাধারণ) উপলব্ধি করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হইতেছেন, সেই জন্যই বাঙ্গলা দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে পূর্ব্বে যে হৃদ্যতা বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমানে তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে বসিয়াছে।

বর্ত্তমানে বহু শিশু, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সর্দ্দি টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগাদিতে ভুগিয়া মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার জন্য লেখাপড়া করিবার ক্ষমতা হারাইতে বাধ্য হইতেছে—ইহার পশ্চাতে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা কিরূপ কার্য্য করিতেছে, সে বিষয় সকলের তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া কত নিষ্কলুষ চরিত্রের ব্যক্তিবর্গকেও অতি নিন্দনীয় রোগে ভুগিতে হয়, তাহা আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? জনসাধারণের নিকট ঐরূপ চরিত্রবান ব্যক্তিকে হীন প্রতিপন্ন করাই সুবিধাবাদী-গণের উদ্দেশ্য।

যে সব মনস্বী বিশ্বমানবের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বিজনে সাধনায় রত থাকেন, সুবিধাবাদীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের ভাগ্যে চিরদিনই মিলে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা। অন্যদেশ আজকাল

গুণবান ব্যক্তিগণের আদর করিতে শিখিয়াছেন কিন্তু আমাদের দেশে গুণবান ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণের কোপেই পতিত হইয়া থাকেন।

বাটী কিম্বা ঘর ভাড়া দিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। সুবিধাবাদীগণকে বাটী কিম্বা ঘরভাড়া দেওয়া কতদূর নিরাপদ তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

২।৩ বা ততোধিক তালা (two or more storied house) বিশিষ্ট বাটীতে যদি বিরুদ্ধ স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাস করেন, তাহা হইলে সকল পক্ষেরই বিশেষ অমঙ্গল জানিতে হইবে।

যাঁহারা অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন—সুবিধাবাদীগণ অন্তরে অন্তরে কিরূপ স্পর্দ্ধার ভাব পোষণ করেন। অসৎ ব্যক্তিগণকে নিজেদের ইচ্ছামত চালিত করিবার ক্ষমতা থাকায়—সুবিধাবাদীগণ অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা নিজেদের শক্তিমান বলিয়া ভাবনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের এই প্রকার মনোভাব। এখন কথা হইতেছে এই শক্তি তাঁহারা কিরূপে সংগ্রহ করেন, ইহাই এখন আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণকে শক্তিমান করিয়া তুলিবার যন্ত্র অভিমন্ত্রিত অস্থি, অমঙ্গলজনক কাষ্ঠ বা কীলক। যে সকল অসজ্জন ব্যক্তি সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলিহেলনে চালিত হইয়া তাহাদের মনমত স্থানে ঐ সকল অভিমন্ত্রিত

অস্থি বা অমঙ্গমজনক কাষ্ঠ বা কীলক মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থাপন করিবার জন্য সুবিধাবাদীগণকে সহায়তা করে তাহারা সুবিধা-বাদীগণের যন্ত্রীস্বরূপ। অজ্ঞ, মূর্খ, অসজ্জন ব্যক্তিগণের সহিত সুবিধাবাদীগণ যাহাতে মিশিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সুবিধা-বাদীগণের মধ্যে যাঁহারা ধনি, জমিদার, ভদ্র সন্তান তাঁহারাও যদি এরূপ, অসজ্জন ব্যক্তিগণের সহিত মিশিয়া থাকেন তাহা হইলে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ জানিয়া বিশেষরূপ সাবধান হইবে এবং এরূপ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বৎসরের পর বৎসর দেশে রোগ বৃদ্ধি পাই-তেছে, রোগ ভোগ করিবার ক্ষমতাও লোকের আর নাই। বৎসরের পর বৎসর যেমন সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অপরের বাসস্থানাদিতে অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠ-ময় কীলকশল্য স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে রোগও সেই-রূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে জনসাধারণকে এবং সরকার বাহাদুরকেও এ সকল বিষয় নিবেদন করিয়া আসিতেছে কিন্তু কাহারও দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এই নিস্ব-নিবেদক নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়াও ক্ষুদ্র পুস্তিকা আদি বিনামুল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াও কাহাকেও সতর্ক করিতে পারেন নাই—তাহার ২টি মাত্র কারণ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, প্রথম কারণ এই নিবেদকের নামের সহিত কোন পদবী সংযুক্ত

নাই, দ্বিতীয় কারণ প্রকৃত শাস্ত্রে (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যায়) জনসাধারণের (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) আস্থা একেবারে হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র এদেশে রোগ কমাইতে বা অকালমৃত্যু রোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না বরং রোগ, অকালমৃত্যু, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? কেহ বলিয়া দিবেন কি?

"বিজ্ঞান গর্ব্বিত নব্য য়ুরোপ মানুষকে যে শিক্ষা দান করিতেছে তাহার ফলে প্রতীচ্য দিন দিন পরপীড়ক, নরঘাতক ও চির অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেছে"—ইহাই আমরা অভিযোগ করিয়া থাকি। কিন্তু ভারতে সুবিধাবাদীগণ শব্দরূপ ব্রহ্মের সাহায্যে অপরের অলক্ষিতে সয়তানি সাধনা প্রভাবে রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত করিয়া দেশবাসীকে দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া আমাদের জীবন অভিশাপদগ্ধ এবং ব্যর্থকাম করিয়া দিতেছেন কি না সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। যুদ্ধের নেশায়, শক্তির দম্ভে এক জাতির কষ্ট সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য, শক্তিমান (বিজ্ঞান বলে বলীয়ান) অন্যান্য জাতির প্রলয়ঙ্কর কামানের মুখে, বিষ বাষ্পের দ্বারা উড়িয়া উপিয়া যায় কিন্তু হিন্দুগণের (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অপরের) বিষয় আশয়, ধন ঐশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, এমন কি তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত আজ সুবিধাবাদীগণের স্বার্থোন্মাদনার পরশে—সয়তানি সাধনার প্রভাবে অলক্ষিতে নষ্ট হইতে বসিয়াছে কি না তাহা

চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবার কি এখনও আমাদের সময় আসে নাই ?

স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ,অকালমৃত্যুই বাঙ্গালীর দরিদ্রতার প্রকৃত কারণ নহে কি ? বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি নাকি যে বিজ্ঞানগর্ব্বিত য়ুরোপ অপেক্ষা প্রাচ্য (ভারতের) সভ্যতা নরঘাতক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমানে Rattling into barbarism এ পরিণত হইয়াছে ? প্রতীচ্য সভ্যতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতাই বহ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করিতেছে। ইহা রাজশক্তি এবং জনসাধারণকে ভালরূপ ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

এই স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, অকালমৃত্যুর জন্যই বাঙ্গালী আজ পদে পদে অন্য প্রদেশবাসীর নিকট কৃষি, ব্যবসা, বানিজ্য, শিল্প, চাকুরি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। জাতিগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও দৈন্য দূর করিতে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের মত এমন সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান আর নাই। কিন্তু সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা এইরূপ অবিচারিতচিত্তে চলিতে থাকিবার ফলে দেশের স্বাস্থ্যহানি, অক্ষমতা, রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা সংঘটিত হইয়া ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মধ্যে এ ব্যবসায়েও শীঘ্র ভাঁটা দেখা দিতে পারে। তজ্জন্য বীমা কোম্পানী গুলির policy holders এবং share-holders এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকেও সুবিধাবাদীগণের

সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন হইতে অনুরোধ করি।

যে স্থানে অমঙ্গলজনক (অস্থি বা কাষ্ঠময়) কীলকশল্য থাকে সেস্থানে কখন কোন লোক, বংশপরম্পরায় বসতি স্থাপন করিতে পারে না, বাস করিলে স্বাস্থ্যহানি, কলেরা, বসন্ত বেরী বেরী, heartfail, ঝিনঝিনে প্রভৃতি রোগে সেই ব্যক্তি বা তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অপরের অলক্ষিতে ধনে প্রাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক deliberately অপরের বাসস্থানে অমঙ্গলজনক অস্থি বা কীলকশল্য স্থাপন করে বা করিতে প্রয়াস পায়, চুরি,ডাকাতি,হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ জন্য দণ্ড অপেক্ষাও তাহার দণ্ড গুরু হওয়া উচিত।

সুবিধাবাদীগণ যদি জানিতে পারেন কাহারও বাসস্থানাদি হইতে কীলকশল্য উদ্ধার করা হইতেছে বা করা হইয়াছে তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ কৌশলে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-ভাবে অপরের অলক্ষিতে অতি সত্তরই সেই স্থানে অভিমন্ত্রিত অমঙ্গজনক কাষ্ঠ বা অস্থি পুনঃ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য অপরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকশল্য বাসস্থানাদিতে থাকিলে লোকে যেরূপ রোগাদিতে ভুগিতে থাকেন, শল্য উদ্ধার করিবার পরও সকলে সেইরূপ ভুগিতে থাকেন। অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকশল্য স্থাপন জন্য বহুস্থান দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালার যে সকল স্থানে দিন দিন

শল্য স্থাপিত হইতেছে সেই সকল স্থানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস, বেরীবেরী, heartfail, মেনিনজাইটিস, ঝিনঝিনে বা থরথরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেকে রোগের বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিবেন—কিন্তু বিবেচক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালার ক্রমবর্দ্ধমান রোগের প্রকৃত কারণ—বহুল পরিমাণে যত্রতত্র শল্য স্থাপন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিলে আরও বুঝিতে পারিবেন—বহু স্থান বা বহু বাটী কয়েক বৎসরের মধ্যে অমঙ্গলজনক অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলক এবং অকীলক শল্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে শ্মশান প্রভৃতি স্থানেই কীলক শল্যের অবস্থান স্থান অনুমান করা হইত কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবত বিশেষতঃ ২৫।৩০ বৎসর যাবত অমঙ্গলজনক অস্থি বা কাষ্ঠের অবস্থান স্থান লোকের বাসস্থানাদিতেই ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। এরোপ্লেনের (খপোতের) অবস্থান স্থানে অকীলকশল্য বা অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকশল্যাদি অবস্থিত থাকিলে বা স্থাপন করিলে অত্যন্ত বিপদাশঙ্কা বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যথাবিধি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কুকুরের একটী অসাধারণ শক্তি বর্ত্তমান—যাহা অন্য জীব জন্তুর মধ্যে দেখা যায় না। ৫০টী ব্যক্তির মধ্যে যদি একটী মাত্র ব্যক্তির নিকট কোন অভিমন্ত্রিত অমঙ্গলজনক অস্থি বা কাষ্ঠময়

কীলকশল্য থাকে—ঐ সকল ব্যক্তির গমনকালীন কুকুর অন্যান্য ব্যক্তিগণের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া যাহার নিকট কীলক-শল্য আছে তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ডাকিতে থাকে। অধিকন্তু সুবিধাবাদীগণের মধ্যে যাঁহারা অপরের বাসস্থানে শল্য স্থাপন কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা স্বয়ং অদৃশ্য হইবার প্রক্রিয়া জানেন, ইহা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। ("ওঁ তিমির নাশ্যৈ হ্রীঁ ওঁ") এই মন্ত্রে খঞ্জন (পক্ষীবিশেষ) সিদ্ধি করিয়া প্রান্তরে বসিয়া ১০০০০০ জপের পর যে ব্যক্তি তাঁহার মস্তকে ঐ পক্ষীর পক্ষ ধারণ করেন, সেই ব্যক্তিকে দেবগণও দেখিতে পান না—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন অনেক স্থলে আমরা অমঙ্গলজনক কিছু দেখিতে না পাইলেই কুকুর আমাদের অদৃশ্য বস্তু অনুমান করিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহার (ঐ অদৃশ্য বস্তুর)পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুটাছুটি করিতে এবং ডাকিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কারণ চোর, ডাকাত অপেক্ষাও সুবিধাবাদীগণ ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। চোর, ডাকাত ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া থাকে কিন্তু অপরের উপর অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপন মানসে যত্রতত্র অভিমন্ত্রিত কীলকশল্য স্থাপনে সক্ষম হইলে, সুবিধাবাদীগণ নিজেদের ইচ্ছামত অপরকে প্রাণে অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। এমন কি শল্য স্থাপিত স্থানে কাহারও বংশ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। যে বাটীতে কুকুর থাকে সেই বাটীতে সুবিধাবাদীগণ আসিতে ভরসা করে না—তজ্জন্য তাঁহারা

সাধারণতঃ মন্ত্র প্রভাবে অভীষ্ট ব্যক্তির বাটীস্থিত কুকুরের জীবন নাশ করিয়া থাকেন বা কুকুরের প্রতি বাক রোধের মন্ত্র (যে মন্ত্রে Diphtheria রোগ জন্মে) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কুকুর যদি কোন অদৃশ্য পদার্থ বা ব্যক্তির প্রতি ধাবমান হইয়া ডাকিতে থাকে তাহা হইলে বিশেষ লক্ষ্য করিবে এবং দূর হইতে বর্শা বা বন্দুক আদি প্রয়োগ করা যায় কি না বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবে। যে বাটী বা যে স্থান কীলকশল্য-দুষ্ট, সেই বাটী বা সেই স্থানে তক্ষকের (সর্প বিশেষ) আবির্ভাব হইয়া থাকে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

আমরা বহু অর্থ ব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিয়া B.A., M.A., ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পাশ করি কিন্তু তাহার দ্বারা সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা (পূর্ব্বে যাহাকে ব্রহ্ম শাপ বলিত) হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নহি। অতি অল্প আয়াসেই শব্দরূপ ব্রহ্ম বিদ্যার সাহায্যে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হইতে পারি অথচ সে দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। যতদিন আমাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন সুবিধাবাদীগণের নিকট কৃপার পাত্র হইয়াই আমাদের জীবন ধারণ করিতে হইবে, ততদিন দূষিত জল-বায়ু, সেচ বিভাগ, করপোরেশনের জল বিভাগ, ড্রেনেজ বিভাগ, অখাদ্য, ভেজাল খাদ্য, মশক দংশন, কচুরি পানার বংশ বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতিকার করিলেও এবং উৎকৃষ্ট ঔষধাদি সেবন করিলেও আমাদের সকল প্রচেষ্টাই পর্ব্বতের প্রসব ব্যথায়

মহাসমারোহে মূষিক প্রসবের ন্যায় ফলপ্রসূ হইতে থাকিবে। কত উর্ব্বর মস্তিষ্ক, লোকের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কত প্রকারের পরিকল্পনাই না উদ্ভাবন করিলেন কিন্তু ভারতের সকল ক্ষেত্রেই আজ ক্রমশঃ অবনতি সূচক পরিবর্ত্তন, শোচনীয় অধঃপতন দেখা যাইতেছে কেন ?

বাটী প্রস্তুতের সময় ছাদ বা দেওয়ালের কন্‌ক্রিটের মসলার সহিত কেহ যেন অস্থি সমূহ মিশাইয়া না দেয়। কনক্রিটের সহিত একবার উহা মিশাইয়া যাইলে ঐরূপ অমঙ্গলজনক পদার্থ বাহির করা অসাধ্য। অধুনা যে সমস্ত নবনির্ম্মিত বাটী বা অট্টালিকাদিতে অবস্থান করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে তন্মধ্যে বহু বাটী এবং অট্টালিকা অভিমন্ত্রিত অস্থি আদির দ্বারা দূষিত বা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ বাটী প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণকর্ত্তাগণের বা তাঁহাদের পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের হঠাৎ অকালমৃত্যু ঘটিতেছে বা রোগ লাগিয়াই আছে। বিশেষ সজাগ বা সতর্ক না থাকিলে বহু ক্ষেত্রে স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজেদেরই এবং ভবিষ্যৎ বংশধর-গণেরও স্থায়ী মৃত্যুকবর নির্ম্মিত হইতেছে বা সুবিধাবাদী গণের এই প্রকার কার্য্যের জন্য বহু অজ্ঞ পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের মুখে নিম্ন প্রকারের কত কথাই শুনিতে পাওয়া যায় :—

(১) "কোঠা ঘর (ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর) আমাদের সহ্য হয় না।"

(২) "আমাদের বংশে ছেলেদের বেশী লেখাপড়া বা উচ্চশিক্ষা সহ্য হয় না।" ইত্যাদি।

(যে ব্যক্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ বা বিদ্যুৎশক্তি পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি আমাদের ঋষি মহর্ষিগণ অপেক্ষাও মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের কল্যাণে আমাদের অকালমৃত্যু প্রায় অন্তর্হিত হইবে।) সুবিধাবাদীগণ চালিত বা সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী কোন ব্যক্তিকে বাটী আদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যে সমস্ত বাটীতে রোগ লাগিয়াই আছে বা অকাল-মৃত্যু হইয়াছে সেই সমস্ত বাটীর মালিকগণের উচিত প্ল্যাটিনাম পাতে তৈয়ারী মস্তিষ্কের তরঙ্গ পরিমাপক স্বপ্নের ফটো তোলা বৈদ্যুতিক যন্ত্র আদির সাহায্যে ঐ সকল অমঙ্গলজনক পদার্থ অবিলম্বে উদ্ধার করা বা তুলিয়া ফেলা।

স্বজাতির কাহারও উপর অত্যাচার হইলে সকল জাতিই স্বজাতিকে সাহায্য করিয়া থাকেন কিন্তু সুবিধা-বাদীগণের জন্য হিন্দু সমাজের অবস্থা ভিন্নরূপ। তজ্জন্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষা সামাজিক স্বাধীনতা লাভই ভারতবাসীর তথা হিন্দুগণের প্রকৃত সমস্যা। সুবিধাবাদীগণই কেবলমাত্র জাতির শক্তি স্বরূপ নহেন—

আপামর জনসাধারণও হিন্দুগণের প্রকৃত শক্তি স্বরূপ।—যতদিন দেশবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা অনুভব করিয়া প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিতে না পারিতেছেন ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

কীলক বা অকীলক শল্য যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে, ভেক "কট্ কট্" শব্দ করিতে থাকে। জনসাধারণের উচিত ইহাদের শব্দে সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন করা—কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া (সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া) ভেকের প্রতি কেবলমাত্র কোপ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার জন্যই বাঙ্গালীর মেধা ও বুদ্ধিশক্তি কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা হ্রাস পাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির যে উদাত্ত সুর লহরী যাঁহাদের কর্ণের মধ্য দিয়া মরমে পশিয়াছিল, তাঁহাদের অকাল মৃত্যুতে তাহা আজ আকাশে বাতাসে দিশেহারা হইয়া ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে জনমানবহীন স্থান বহু জনাকীর্ণ সুসমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইতে পারে—বহু অনুন্নত স্থান উন্নত হইতে পারে কিন্তু ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ঐরূপ হওয়া বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে কেন তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

যাঁহারা সকল বিষয়ে রাজশক্তিকেই কেবল দায়ী করিতে চেষ্টিত, তাঁহাদের উচিত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস প্রভৃতিতে অর্থাৎ আমাদের সমাজনীতিতে আবহমানকাল

হইতে কিরূপ উদারতার অভিনয় চলিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে বিভিন্ন দেশের সহিত তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

সমাজ সমাজ করিয়া আমরা যতই রোল তুলি—সমাজ আমাদের বহু বিষয়েই দুর্ব্বলতার, সাম্প্রদায়িকতার, সঙ্কীর্ণতার সাক্ষ্য এবং দৈন্যের নিদর্শন।

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জনৈক সুধী ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে মানুষ কি কেবল পোড়া ভারত সমাজেই জন্মগ্রহণ করে ?

এই জ্ঞান, বিজ্ঞান, কল, কারখানার যুগে স্মৃতি শ্রুতি আদি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া ধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হয় না। দৈনন্দিন, লৌকিক বা জাগতিক ব্যাপারে ব্যষ্টি ও সমষ্টির তথা প্রতি ব্যক্তি, প্রতি শ্রেণী, প্রতি সম্প্রদায় এবং প্রতি জাতির কার্য্য কলাপাদি বুদ্ধি, বিবেচনা দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইবে। ধর্ম্মের যথার্থ যৌক্তিকতা এবং প্রমাণের জন্য স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণাদির শরণাপন্ন হইতে হয় না, বরং প্রত্যক্ষ জাগতিক ব্যাপারে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এরূপ শাস্ত্র অপেক্ষা অধুনা, অর্দ্ধ আনা মূল্যের সংবাদপত্র আমাদিগকে অধিক সাহায্য করে। অধিকন্তু সার্ব্বজনীন শিক্ষার দ্বারা আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান মার্জ্জিত করিতে হইবে। ইহা

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগ নহে—ইহা যান্ত্রিক বা কলকারখানা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের যুগ।

জনসাধারণকে অসাধারণ ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বা তত্ত্ব জানাইতে হইবে। তজ্জন্য সকল প্রকার সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষতঃ তন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ (বা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ) সর্ব্বপ্রথম বিশেষ আবশ্যক। তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর সয়তানি সাধনা দ্বারা অন্যায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সাহসী হইবেন না।

অন্যান্য বহু প্রকারের পরিকল্পনা আছে—কিন্তু প্রকৃত কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে কেহ রাজি আছেন কি? শারীরিক উৎকর্ষ লাভোদ্দেশে ব্যায়ামাদির জন্য এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ টাকা অনেকে দান করিতে পারেন এবং করিতেছেনও কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করিতে পারে কি? প্রত্যেক স্থানের শিক্ষার্থীগণ যাহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, সাহিত্য প্রভৃতির ন্যায় শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার (বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় অবগত হইবার) অবসর পাইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে তজ্জন্য সরকার বাহাদুরের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য

খাদ্যের ত্রুটি,শারীরিক চর্চ্চা বা ব্যায়ামের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিলক্ষ্য রাখিতে বলেন কিন্তু শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার বহুল চলনের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারি কি ? পল্লী কুক্ষিতে যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি লুক্কায়িত আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক কত জ্ঞানগর্ভ, সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ণ করা যাইতে পারে। এরূপ চেষ্টা সম্মিলিত ভাবে হওয়াই উচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার একটি বৃহৎ লাইব্রেরীতে (বিভিন্ন তন্ত্রাদি) সংস্কৃত সাহিত্যের যে সমস্ত পুস্তক পাওয়া যাইত তাহা আর এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ সুবিধাবাদীগণ এই সকল পুস্তক বাটীতে আনিয়া আর ফিরত দেন নাই। ঐ সকল পুস্তকাদি-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহা-দিগের শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত হীন স্বার্থ চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কিনা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সকল কারণে সরকার বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে যাহাতে একটী শক্তিশালা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের ফলাফল, বিভিন্ন তথ্যাদি প্রকাশিত হইতে পারে।

সকল দেশেই ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং আমাদের দেশেও পূর্ব্বে যেরূপ ঋতু পরিবর্ত্তন হইত এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক ব্যক্তি রোগ ভোগ করেন কেন ? ঋতু পরিবর্ত্তনের সুযোগ লইয়া এবং ইহার (ঋতু পরিবর্ত্তনের) কারণ দেখাইয়া

সুবিধাবাদীগণ এই ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সয়তানি সাধনায় অধিক রত থাকেন কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আমাদের উচিত নহে কি ?

যে ব্যক্তির কুলকলঙ্ক স্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ থাকে, সেই ব্যক্তি যেমন পরম সুখে কালযাপন করিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে শোণিতগত সম্বন্ধ চিরকালের জন্য রোধ হওয়ায়, এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলকারখানার যুগে সমাজে যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমত্ব সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করাও কখন সম্ভবপর নহে।

শাস্ত্র বলেন—অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করা উচিত নহে, কারণ বিশ্বাসী ব্যক্তি হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সে ভয় মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে। সুবিধাবাদীগণের উপর সকল প্রকার আস্থা স্থাপনের ফলে আমরা ক্রমশঃ মৃত্যু পথের পথিক হইতেছি কি না ? তজ্জন্য স্বগ্রামে, নিজ জমি বা বাটীর পার্শ্বে সুবিধাবাদী-গণের (বিভিন্ন গ্রামস্থ, স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায় বা স্বজাতিমধ্যস্থ সুবিধাবাদী হইলেও) জমি জমা প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থ বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানতার সহিত অবস্থান করিবে।

কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষ, গ্রামের মঙ্গলের নিমিত্ত কুল, জনপদের মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রাম, বৃহত্তর সমাজের নিমিত্ত মুষ্টিমেয় স্বার্থসর্ব্বস্ব কপটাচারি সুবিধাবাদীগণের এবং

আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে—ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের উপদেশ।

"সংশয়াপন্ন হওয়া কি ভাল ?" যাঁহারা এই প্রশ্ন করেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল যে লৌকিক ব্যাপারে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে (ইহ জগতের বা সাংসারিক ব্যাপারে) সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভফল লাভের প্রত্যাশা করা বৃথা।

চেতনা ও জড়ের চাক্ষুষ পার্থক্য গতিশীলতায় ও গতিহীনতায়। সুবিধাবাদীগণ নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, পাশ্চাত্য সমাজ প্রাচ্য (তথা ভারত) সমাজ অপেক্ষা গতিশীল, কর্ম্মতৎপর, সচেতন। ভারতের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণ পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা অচেতন, গতিহীন এবং নিশ্চল হওয়া সত্ত্বেও সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রাচ্য শিক্ষার জয়গান করিতে পঞ্চমুখ, আর আমাদের অকর্ম্মণ্যতার, অক্ষমতার, সর্ব্ব বিষয়ে অবনতি প্রভৃতির জন্য দোষী নাকি যত এই পাশ্চাত্য শিক্ষা !

যেরূপ দেহের এক অঙ্গ পঙ্গু হইলে অপর অঙ্গকেও তজ্জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় সেইরূপ সমাজের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণ রোগে ভুগিতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতে থাকিলে, দিন দিন সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিলে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, এবং এই সকল কারণে দিন

দিন তাহাদের মধ্যে দারিদ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমগ্র সমাজকেই ভুগিতে হয় এবং বর্ত্তমানে হইতেছেও।

সুবিধাবাদীগণ বলিয়া থাকেন স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা তিলক প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি সমাজ কাঠামা, ব্যবস্থা, বিন্যাস প্রভৃতির প্রতি কখন বিপরীত দৃষ্টি দেন নাই কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেন যে হিন্দু সমাজব্যবস্থা বিন্যাসাদির প্রতি কটাক্ষপাত করেন তাহা বুঝা যায় না। সুবিধাবাদীগণের মনে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি—ভারতে হিন্দুগণের মধ্যে বর্ত্তমানে যেরূপ গভীর সমস্যা সকলের আবির্ভাব হইয়াছে—উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে—তাহাতে ঐ সকল মনিষী যদি এক্ষণে বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই হিন্দুগণের বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা আদিতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিবার নির্দ্দেশ দিতেন।

অনাবশ্যক, প্রয়োজনহীন, অতি তুচ্ছ কথা ফেনায়িত করিয়া নিত্য প্রচার করিতে সুবিধাবাদীগণ সিদ্ধ হস্ত।

যক্ষা রোগাদিতে রোগীর মৃত্যু হইলে যে সমাজে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লোক মিলে না, সে সমাজে উপশাস্ত্রের বহু বিধি নিষেধ না থাকাই মঙ্গল।

কতকগুলি বর্ণচোরা পদবী (যেমন রায়, রায়চৌধুরী, সরকার, চৌধুরী, মজুমদার, হালদার, নিয়োগী, ভট্টাচার্জ্জি, চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) আছে—ঐ সকল পদবীযুক্ত হইলে সুবিধা-

বাদীগণকে হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না—কারণ ঐ সকল পদবী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একাধিক শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন।

রোগ, অকালমৃত্যুর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ আদি লইয়া এদেশে রোগ, অকালমৃত্যু কমিয়াছে কি? বরং দিন দিন উহা বাড়িয়াই চলিতেছে কেন? বিচক্ষণ প্রবীন ডাক্তার মৃগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় কি নিজ শারীরিক অবস্থা জানিতেন না? তবে তিনি নীরোগ শরীরে মোটর যোগে রাঁচি (?) যাইবার প্রাক্কালে হঠাৎ কেন মারা যান? সুস্থ, বলিষ্ঠ ব্যক্তি কার্য্যব্যপদেশে যাইতে যাইতে বা কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ ঝিনঝিনে থরথরে, হার্টফেল, মেনিনজাইটিস্ প্রভৃতি রোগে আমাদের মত কোন দেশের লোকের এত বেশী অকাল মৃত্যু হয়? ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ হইতে দেখা যাইত কি? ইহার পশ্চাতে যে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ক্রিয়া তথা সুবিধাবাদী-গণের আভিচারিক ক্রিয়া রহিয়াছে তাহা কি কেহ আজও বুঝিবেন না? এরূপ হৃদয়হীন সয়তানি সাধনা চলিলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত সকলকেই গলগন্ড, কোরণ্ড, অর্শ, চক্ষুরোগ, দন্ত রোগ, হাঁপানি, থাইসিস্, সর্দ্দি, স্থায়ী কোষ্ঠ বদ্ধতা, আমাশয়, বাত, মাথাধরা, অঙ্গের হানি, চর্ম্মরোগ, ক্লীবত্ব প্রভৃতি কোন না কোন রোগে ভুগিতে হইবে। কত সুস্থ সবল ব্যক্তি সুবিধাবাদীগণের বাটীর পার্শ্বে রাটী তৈয়ার করিতে করিতে—(এমন কি বাটীর জন্য

বনিয়াদ (ভিত) খুঁড়িয়া বাস্তু দেবতাকে নমস্কার করিতে যাইয়া) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। কেন এরূপ হয় ? ইহার একমাত্র উত্তর সুবিধাবাদীগণ অপরের ভাল কিছুতেই দেখিতে পারেন না, তজ্জন্য তাঁহাদের হৃদয়হীন সয়তানি সাধনা প্রভাবে দেশের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

ডাক্তার, কবিরাজ মহাশয়গণ বলেন—ভাইটামিন বিহীন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বেরী বেরী হয়।—কিন্তু কলিকাতাস্থ কুবের সদৃশ বহু ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের বাটিতে একদিনও কোন প্রকার খারাপ খাদ্যদ্রব্য আসে না এবং তাঁহারা কোন প্রকার কৃপনতা না করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যই গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা সপরিবারে বেরী বেরী রোগে ভুগিতেছে কেন ?—কে ইহার উত্তর দিবেন ?

ডাক্তার, জ্যোতিষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপর কোন প্রকার কটাক্ষপাত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাঁহাদের সহায়তায় সর্ব্ব সময়েই এবং সর্ব্বত্র সমগ্র সমাজশরীর সঞ্জীবিতই হইয়া থাকে এবং হইতে থাকিবে। সকলে যাহাতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হন—ইহাই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

সমাজসেবাব্রতের বিরুদ্ধবাদী, স্বার্থপর, অপরিণামদর্শী সুবিধাবাদীগণের মনোভাব, কার্য্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে

আলোচনা করিয়াছি তাহাতে সুবিধাবাদীগণ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া—যুক্তিতর্ক বিবেচনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া অন্যায়ভাবে অপরের নিকট এই বিনীত নিবেদককে হীন প্রতিপন্ন করিতে বা আভিচারিক ক্রিয়াদি দ্বারা যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে চলিবে না, কারণ হিন্দু-সন্তানগণ আজ অভ্যুদয়ের নামে অধঃপতনের পথে ছুটিয়াছেন, জ্ঞানের নামে অজ্ঞান প্রচার করিতে, ঐক্যের নামে বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি বরণ করিয়া লইতে প্ররোচিত হইতেছেন। যে ব্যক্তি বাঁচিতে চান তাঁহার পক্ষে ভয়ই মৃত্যু। মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণের পদানত হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই বরণীয়। সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনাদির সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে যেরূপ অপরের রোগ, অকালমৃত্যু সংঘটিত করিতেছেন, তাহাতে আমরা যদি এই পুস্তকের প্রথমভাগে লিখিত ৬০।১৫৪।১৫৫ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী অধিকসংখ্যক ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট না হই, তাহা হইলে আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ কখনই কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না।

কলকারখানার প্রচলন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানানুশীলন দ্বারা বর্ত্তমান যুগের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া—গুণগত কর্ম্মবিভাগের পরিবর্ত্তে জন্মগত বা বংশগত কর্ম্মবিভাগ বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের

প্রচলন দ্বারা বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না--বরং ঐ সমস্যা বর্দ্ধিত হইয়া আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সুবিধাবাদীগণ বর্ত্তমানে যে শক্তি ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহারা মন্ত্র প্রভাবে তাঁহাদের ইচ্ছামত বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত আদি আনয়ন করিতে বা সংঘটন করিতে পারেন। জনসাধারণের সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, কোন বিষয়ে সুবিধা বা উপকার হয় এরূপ কার্য্য তাঁহারা চাহেন না বলিয়াই বর্ত্তমানে অতিগ্রীষ্ম, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে—চাকুরিজীবীদের ঠিক অফিস আদিতে যাইবার সময় বৃষ্টি সংঘটিত হয়। কলিকাতায় অধিক বৃষ্টির আবশ্যক না থাকিলেও সুবিধাবাদীগণ অধিক গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই, তথায় (কলিকাতাতেই) অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইহজগতে আমাদের এই শরীরসত্তা, শুভাশুভের সহিত লৌকিক, জাগতিক, সংসারিক, সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরুজনই হউন, আর উচ্চবর্ণই হউন, তাঁহারা যদি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী না হইয়া রোগ, অকালমৃত্যু আদি দ্বারা আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করিতে থাকেন, আর আমরা যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহাদের অকার্য্য, কুকার্য্য, অপকার্য্য, অন্যায় আভিচারিক ক্রিয়া মাথা পাতিয়া লই, তাহা হইলে আমরা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত করিয়া—শরীরসত্তা লোপ করিয়া গুরুজন, উচ্চবর্ণ এবং সুবিধাবাদীগণ

যদি আমাদের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, সৌজন্যাদির প্রদর্শনের আবশ্যক কি ?

জগতে যে ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়, যে শ্রেণী বা যে জাতি কূটনীতি অবলম্বন করেন, সেই ব্যক্তি, সেই সম্প্রদায়, সেই শ্রেণী বা সেই জাতিই অপরকে সর্ব্ব ক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া থাকেন, ইহাই লক্ষ্য করি। আমাদের ব্যষ্টি জীবনে, নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের বিধি ব্যবস্থায়, জনসাধারণ ও সুবিধাবাদীগণের মনোবৃত্তিতে, বা হাবসী ও ইটালি, চীন ও জাপান প্রভৃতি জাতিগণের ইতিহাসে, তথা ব্যষ্টি জীবন. সমাজ জীবন এবং জাতীয় জীবনে সর্ব্বত্রই কূটনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্বজাতি—স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এরূপ মনোবৃত্তি—ধ্বংশ-মূলক কূটনীতি মৃত্যুর নামান্তর নহে কি ?

অমঙ্গলজনক অস্থির জন্য হিন্দুগণের শ্মশানস্থান অপেক্ষা অন্যান্য জাতির কবরস্থানের অমঙ্গলজনক প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

যেমন মৃগ দ্বারা মৃগ, হস্তি দ্বারা হস্তি, পক্ষী দ্বারা পক্ষীকে ধৃত করা যায়, লৌহ দ্বারা লৌহ ছেদন করা হয়, প্রস্তর দ্বারা প্রস্তর ভেদ হয়, কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করা যায়, সেইরূপ শব্দরূপ ব্রহ্মবল বা মন্ত্র প্রভাবে যে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা শব্দরূপ ব্রহ্মবল বা মন্ত্র প্রভাবেই দূর করিতে হইবে। (ঔষধাদি দ্বারা সেইরূপ অনিষ্ট দূর করা সম্ভবপর নহে), কেহ যদি

অমঙ্গলজনক অভিমন্ত্রিত অস্থি কাহারও বাসস্থানে কোন প্রকারে স্থাপন করিয়া দেয় তাহা হইলে সেই অপকারী ব্যক্তির বাসস্থানে অমঙ্গলজনক বা অভিমন্ত্রিত অস্থি স্থাপন না করিলে বা ঐ প্রকার অস্থি বাসস্থান হইতে উদ্ধার না করিলে, কেহই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। ইহাই কাটান বা প্রতিকারের পন্থা।

পুত্রকে বিপুল বিভবের অধিকারী করা অপেক্ষা সংযমশুদ্ধ সুশিক্ষা প্রদান করা যেমন পিতার কর্ত্তব্য, গ্রাম বা পল্লী-বাসীগণের প্রতি অবিচারিত চিত্তে সয়তানি সাধনা প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের উপর অন্যায় প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য লাভ অপেক্ষা সুবিধাবাদীগণকে অবিচলিত সহিষ্ণু এবং ক্ষমতাশীল হইতে শিক্ষা দেওয়া সেইরূপ সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য পালনের প্রকৃষ্টতর পরিচায়ক।

পরিশেষে বক্তব্য এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ সর্ব্বপ্রথম পাঠ করিলে, প্রথম ভাগ সহজবোধ্য হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র ঃ—

অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙক্তি
ভবিষ্যৎ ও	ভবিষ্যতও	৩	১৩
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	স্বাস্থ্যসংক্রান্ত	৪	২২
ধনি	ধনী	৭	৯
সত্তর	সত্বর	১২	৬
অনুপ্রবিষ্টা	অনুপ্রবিস্ট	১৮	৪
আত্ম রক্ষায়	আত্মরক্ষায়	২১	৪
ভূপেন্দ্র	স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র	২২	২১
সহজেও	সহজে ও	২৫	১৬
তপেক্ষা	অপেক্ষা	৩৫	৩
আছে	আছেন	৩৫	১০
পারে	পারেন	৩৮	১৯
হয় কি ?	হয় ?	৩৯	৩
প্রভতি	প্রভৃতি	৩৯	১২
শক্তিই	শক্তি	৪০	২১
স্বার্থ	স্বার্থ,	৪৪	৮
বিদেশের	বিদেশস্থ	৪৬	৫
ধরিতে পারেন	ধরিতে বা বুঝিতে পারেন	৪৬	১৯

অল্প	অল্প	৫২	১৪
এনীতিপালন	এ নীতিপালন	৫৭	৮
সমাজ মনকে	সমাজমনকে	৬১	১৪,১৫
উদেযাগী	উদ্যোগী	৬৫	২০
উচ্চাঙ্গের	উচ্চাঙ্গের (?)	৮১	১১
রোগাদি প্রভৃতি	রোগাদি	৮১	১৯
"ভারতবর্ষ হাবসী প্রভৃতি" বাক্যগুলি	উঠিয়া যাইবে	৮৩	১২
বর্জ্জিত জাতি	বর্জ্জিত ভারতবাসী হাবসী প্রভৃতি জাতি	৮৩	১৩
বেরী	বেরীবেরী	৯০	২১
স্বধর্ম্মাবিলম্বী	স্বধর্ম্মাবলম্বী	৯১	৮
হইবে	হইবেন	৯৮	৩
বঁচিতে	বাঁচিতে	১০৫	১৩
বনিয়াদ	বাটীর বনিয়াদ	১৪৫	১
ভুগিতেছে	ভুগিতেছেন	১৪৫	১৩
